উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৪,৮৫৮.৯৯ (+৫৬৪.০৩)
নিফটি : ২৩,৪১৪.৩০ (+৬৭.৯০)

মানুষের ছোঁয়া লাগলে শাবককে আর দলে ফেরাবে না- হাতির এই দস্তুরকে এক লহমায় ভুলিয়ে দিল সন্তানস্নেহের এক অনন্য ও অভূতপূর্ব দৃশ্য

বাংলার রেখা আর নেই
ক্যানসার কাড়ল প্রাণ

৮

শিলিগুড়ি ৪ আশ্বিন ১৪৩৩ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 22 September 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 126

বুনোও যখন বন্ধু...

উদ্ধারকারী জেলেদের আপন করে নিল সেই হস্তীশাবক। ইন্টারনেটে এখন ছবিটি ভাইরাল।

মানুষের হাতে উদ্ধার শাবককে ফিরিয়ে নিল মা

অমিয়কুমার রায়

বেলাকোবা, ২১ সেপ্টেম্বর : মানুষের ছোঁয়া লাগলে শাবককে আর দলে ফেরাবে না- হাতিদের এই দস্তুরকে এক লহমায় ভুলিয়ে দিল সন্তানস্নেহের এক অনন্য ও অভূতপূর্ব দৃশ্য। সোমবার তিস্তার উথালপাথাল জলে ভেসে যাওয়া এক হাতির শাবককে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করেন স্থানীয় মৎস্যজীবীরা। পরে তাকে নিয়ে জঙ্গলে যান বন দপ্তরের কর্মী-আধিকারিকরা। মানুষের ছোঁয়া লাগা সেই সন্তানের ডাক শুনে মা হাতিও আর স্থির থাকতে পারেনি। ছুটে এসে সন্তানের দেহে শুঁড় বুলিয়ে তার সেই আদর এবং তিস্তার চরে তাদের এই পুনর্মিলন দেখে চোখে জল চলে আসে উপস্থিত সকলের।

ঘটনার সূত্রপাত সোমবার সকাল আটটা নাগাদ, গজলডোবা এলাকায়। নদী পারাপারের সময় প্রবল স্রোতের টানে তিন-চারদিনের একটি হাতির শাবক তার মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিস্তায় ভেসে যায়। তিস্তা ব্যারেজের গেট পেরিয়ে শাবকটি ভেসে যাওয়ার সময় স্থানীয় কয়েকজনের নজরে আসে বিষয়টি। বিন্দুমাত্র দেরি না করে নৌকা নিয়ে উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন গজলডোবার শান্তি কলোনির বাসিন্দা মৎস্যজীবী বিশ্বনাথ দাস, মিঠু দাস, অজয় দাস, বাবলু দাস ও গোপাল দাস।

প্রবল স্রোতের বিপদের মাঝেও তাঁরা প্রায় চার কিলোমিটার পথ নৌকায় ধাওয়া করে কাঠামবাড়ির পাঞ্জাববানের আগে শাবকটিকে উদ্ধার করেন। অজয় পরম স্নেহে সেটিকে কোলে করে নৌকায় তোলেন। সকাল প্রায় নয়টায় শাবকটিকে শান্তি কলোনিতে নিয়ে আসা হলে তাকে দেখতে নদীর পাড়ে ভিড় জমান অসংখ্য মানুষ।

এরপর দশের পাতায়

বহুতলে কবে বুলডোজার?

প্রশ্নে পুরনিগমের প্রশাসক

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : বিধানসভা ভোটের আগে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে উত্তরপ্রদেশ থেকে বুলডোজার আনার কথা বলেছিলেন সাংসদ রাজু বিস্ট। সম্প্রতি দখলদারদের হটাতে শহর শিলিগুড়িতে বুলডোজার চালিয়েছে প্রশাসন। বর্ধমান রোডের ফ্লাইওভারের নীচে গজিয়ে ওঠা অস্থায়ী দোকান, বর্ধমান রোডের ধারে ঝুপড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু, অবৈধ বহুতল?

গত কয়েক বছরে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়, পাড়ায় পাড়ায় যত বহুতল নিয়মের তোয়াক্কা না করেই মাথা তুলেছে, সেসবের বিরুদ্ধে প্রশাসক নেতৃত্বাধীন পুর কর্তৃপক্ষ এখনও সেভাবে পদক্ষেপ করতে পারেনি। যে ক'টি বিল্ডিংয়ের একাংশে হাতুড়ির আঘাত পড়েছে, সবই আদালতের নির্দেশে।

তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেসের বোর্ড ভাঙার পর প্রশাসক বসানো হয়। এরপর তৃতীয়পক্ষকে দিয়ে অডিট করানোর কথা ওঠে। সেই নির্দেশ বাস্তবের মুখ দেখেনি। অবৈধ বহুতল চিহ্নিত করতে তিন সদস্যের কমিটি তৈরির অনুমতি চেয়ে রাজ্যের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। রাজ্যের তরফে এখনও সবুজ সংকেত মেলেনি বলে সূত্রের খবর। পালাবদলের পরও এমন পরিস্থিতি নিয়ে পুর কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠছে।

প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতি কুন্তল রায়ের দাবি, 'আমাদের সময়ে সবথেকে বেশি অভিযান হয়েছে। এখন পুরনিগম শুধু ফাঁকা বুলি আওড়াচ্ছে। একটিও নির্মাণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ তো দূর, চিহ্নিত করতে পারেনি। অথচ, ফুটপাথে বুলডোজার চালিয়ে হিরো সাজছে। শুধু গরিবের হয়রানি।'

বিজেপি নেতা অমিত জৈনের পালটা, 'কোর্টের অর্ডারে পদক্ষেপ করছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত চলছে। কিন্তু, শুধু অভিযোগের প্রেক্ষিতে তো কিছু করা যায় না। মানুষকে সুযোগ দিতে হবে। হিয়ারিং হবে। তারপর যদি দেখা যায় বাস্তবে নির্মাণটি অবৈধ, তবে অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন।'

বর্ধমান রোডের উড়ালপুলের নীচে প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান। -ফাইল চিত্র

পুর প্রশাসক আর বিমলার যুক্তি, 'ধাপে ধাপে সমস্ত অবৈধ নির্মাণের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করা হবে। কাজ চলছে।'

এরপর দশের পাতায়

'একমাত্র সম্বল' রেলগেটে এখন যানজট-যন্ত্রণা

শমিদীপ দত্ত

শিবমন্দির, ২১ সেপ্টেম্বর : সোমবার মাঝদুপুর।

আধঘণ্টার মধ্যে শিবমন্দির বাজারের রেলগেটটি বন্ধ হয়েছে দু'বার। মেরেকেটে ১৫ মিনিট চলল যানবাহন। তাতেও যানজটে নাজেহাল সাধারণ মানুষ।

মেডিকেল মোড় সংলগ্ন কদমতলা থেকে বিধানপল্লি পর্যন্ত একসময় চারটি রেলগেট ছিল। ধীরে ধীরে সংখ্যা কমে এসেছে

ওভারব্রিজ, আন্ডারপাসের দাবিতে সই সংগ্রহ

একটিতে। শনিবার গভীর রাতে কদমতলার গেটটিও স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এদিন সকাল থেকে সেখানে ওয়েল্ডিং করে ব্যারিকেড আটকে দেওয়া হয়েছে। মনে ক্ষোভ থাকলেও আন্দোলনের রাস্তায় হাঁটার কথা এখনও ভাবেননি কেউ। দোকানে দোকানে ব্যস্ততার ছবি উধাও। রেলের কর্মীরা যখন কাজ করছেন, অনেকেই সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তখন।

প্রথম দুটো রেলগেট বন্ধ হওয়ায় শিবমন্দিরের অধিকাংশ মানুষ বাকি দুটো জায়গা দিয়ে চলাফেরা করতেন। এখন সমস্ত চাপ গিয়ে পড়বে বাজারের গেটে। এদিকে, সেখানে রাস্তার দু'ধারে সারি সারি দোকান। ব্যস্ত এলাকা, সরু রাস্তা। সবমিলিয়ে যানজট আরও জমজমাট হওয়া সময়ের অপেক্ষা।

এই পরিস্থিতিতে স্থানীয়দের মনে নতুন এক আশঙ্কা দানা বাঁধতে শুরু করেছে। যদি বাজারের রেলগেট নিয়েও রেল অপরিকল্পিত পদক্ষেপ করে, তবে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিকল্প হিসেবে দুটো রুট রয়েছে। এক, দার্জিলিং মোড় হয়ে শহর শিলিগুড়ির ভেতর দিয়ে। দুই, আন্ডারপাস হয়ে আরওবি দিয়ে চা বাগানের পাশ কাটিয়ে যাওয়া একটি রাস্তা। দুটোই অনেকটা ঘুরপথে।

প্রাথমিকভাবে শুনে মনে হতে পারে মনোরম দৃশ্যের সাক্ষী হবেন। খানিকটা এগোতেই হাসি উবে যাবে বেহাল পরিস্থিতি দেখে।

এরপর দশের পাতায়

এসআইআর জট কাটাতে চাই এক যুগ!

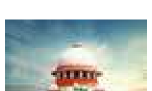

সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা

ট্রাইবিউনালের সংখ্যা ২৪ থেকে ৪২ করার প্রস্তাব

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর : ধরুন ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে আপনার নাম বাদ গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে নাম বাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য আপনি আপিল করেছেন। আপিল বিবেচনার জন্য কাজ করছে ট্রাইবিউনাল। কিন্তু জানেন কি, আপনার ২০২৬-এর সেই আপিলের নিষ্পত্তি হতে হতে ২০৩৮ সাল হয়ে যেতে পারে? ততদিন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিতই থেকে যাবেন আপনি।

বিস্ময়কর মনে হচ্ছে! কিন্তু এটাই ঘোর বাস্তব। খোদ নির্বাচন কমিশন সোমবার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে এই সত্য মেনে নিয়েছে। ওই হলফনামায় কমিশন জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) বকেয়া শুনানি শেষ হতে ১২ বছরেরও বেশি সময় লেগে যেতে পারে। এই তথ্য চমকে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টকেও।

শীর্ষ আদালত প্রশ্ন তুলেছে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোটার

তালিকার যথার্থতা বজায় রাখা যেখানে অগ্রাধিকার, সেখানে একজন নাগরিককে নিজের ভোটাধিকার সংক্রান্ত আপিলের রায়ের জন্য যদি এক যুগ অপেক্ষা করতে হয়, তবে তা সংবিধানের মূল ভাবনার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। সোমবার শুনানি চলাকালীন আদালতের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, '১২ বছর ধরে আপিল ঝুলে থাকার মানে বহু নাগরিকের ভোটাধিকার কার্যত খর্ব হওয়া।'

সমস্যাটি আপাতত নির্বাচন কমিশনের হাতের বাইরে। এখন বাংলায় ওই বিপুল সংখ্যক আপিল নিষ্পত্তি করার জন্য আদালতের নির্দেশে গঠিত ২৪টি ট্রাইবিউনাল কাজ করছে। সেই ট্রাইবিউনালের কাজে গতি উল্লেখ করে সুপ্রিম কোর্টকে দেওয়া নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এখন রোজ ২৫২৩৮টি আপিলের নিষ্পত্তি হচ্ছে। অথচ গত ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৩৮ লক্ষ ৩১ হাজার ৪২৯টি আপিল নথিভুক্ত হয়েছে।

ট্রাইবিউনাল যদি ছুটির দিন ছাড়া সপ্তাহে ৭ দিনও কাজ করে, তাহলে এই গতিতে ওই সংখ্যক আপিলের মীমাংসা করতে ১৪৬ মাস লেগে যাবে। ৩৭ লক্ষের বেশি আবেদন জমা থাকা সত্ত্বেও গত

এরপর দশের পাতায়

কাশের আগমন, বাড়ির বিসর্জন

নতুন জামার কথা বলতে বলতে যে দুই বোন ঘর থেকে বেরিয়েছিল, ফিরল তারা ঠিকানাহীন হয়ে। চোখে তখনও পুজোর রঙিন স্বপ্নের ফিকে রেশ।

মন খারাপের পুজো

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২১ সেপ্টেম্বর : পল্লবী আর প্রিয়াংকা দুই বোন। পাটাকুড়ার বাঁধের পাড়ে ওদের বাড়ি। হতদরিদ্র পরিবার হলেও প্রতিবছর পুজোয় বাবা দুই মেয়ের জন্য নতুন জামা কিনে দেন। এবারও কি পোশাক কিনবে? রাতে ঘরে বসে সেই গল্পই করছিল তারা। প্রিয়াংকা ছোট। গোলাপি রং তার ভীষণই পছন্দ। দিদি পল্লবীর আবার পছন্দ আকাশি। পুজোর পোশাকের স্বপ্নে যখন দুই বোন দারুণ মশগুল, তখনই বাইরে শুরু ভীষণ চিৎকার। মা-বাবার সঙ্গে সঙ্গে দুই বোন বাইরে বের হয়ে দেখে একের পর এক বাড়ি তলিয়ে যাচ্ছে। তোর্ষা গিলে খাচ্ছে গাছপালা, ঘরদোর, উঠোন, সবকিছুই।

তোর্ষা যেভাবে ভাঙছিল, তাতে যে কোনও মুহূর্তে প্রিয়াংকাদের বাড়িটি ভেঙে পড়ার অপেক্ষা। ততক্ষণে এলাকায় হুলুস্থুল কাণ্ড। ঘর থেকে জিনিসপত্র বের করা হচ্ছে। পাড়ার লোকজনও দৌড়ে এসে কাজে হাত লাগিয়েছেন। পল্লবীদের আশা ছিল, ভাঙনের প্রকোপ থামলে বিছানা, আলনা আবার ঘরে ঢুকিয়ে নেবে। আলনায় ঝুলবে পুজোর জামা। একটু একটু করে আবার সাজিয়ে নেবে ঘর। কিন্তু ভাগ্য আর সহায় হল কই! কিছুক্ষণের মধ্যেই তলিয়ে গেল ওদের বাড়ি। কোথাও কিছুর চিহ্ন বিন্দুমাত্র না রেখে।

দাঁড়িয়ে দেখছি শেষটা। তোর্ষার পাড়ে জয়দেব দাসের তোলা ছবি।

ভাঙনের আতঙ্কে ওই রাতে পরিবারের চোখে ঘুম নামেনি। বাসিন্দাদের কে কোন জিনিস বাঁচাবেন, তা ঠিক করার সময়ও ছিল না। একদিকে নদীর গর্জন, অন্যদিকে ঘর ছাড়ার তাড়া। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিরাপদ বলে মনে হওয়া সেই আশ্রয়ও নদীর স্রোতে হারিয়ে যায়। পুজোর আনন্দের বদলে রয়ে যায় মাথা গোঁজার চিন্তা। ফেরার মতো ঘরটুকুও আর থাকল না।

এরপর দশের পাতায়

বই ভাসলেও পরীক্ষায় সবাই

সোমবার ছিল উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের প্রথম পরীক্ষা। প্লাবিত ভূতনির পরীক্ষার্থীদের কাছে এ দিন বাংলা পরীক্ষা কেমন হয়েছে, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, জীবনের পরীক্ষায় তারা প্রত্যেকেই স্টার পেয়েছে।

আজাদ

মানিকচক, ২১ সেপ্টেম্বর : চারদিকে শুধু জল। বাড়ির উঠোন নেই, রাস্তা নেই, স্কুলের মাঠ নেই। কোথাও একতলা বাড়ির ছাদ পর্যন্ত জল উঠে গিয়েছে। কোথাও বাঁধের উপর ত্রিপল টাঙিয়ে রাত কাটছে। গত প্রায় দু-সপ্তাহ ধরে বিদ্যুৎ নেই ভূতনির বিস্তীর্ণ এলাকায়। সন্ধ্যা নামলেই অন্ধকার। তার মধ্যেই কারও বই ভেসে গিয়েছে, কারও খাতা আটকে রয়েছে জলমগ্ন ঘরে। দু-বেলা খাবার জোগাড় করাটাই যেখানে কঠিন, সেখানে পরীক্ষার প্রস্তুতি যেন বিলাসিতা।

তবু সোমবার সকালে নৌকায় চেপে রওনা দিল তারা। তারপর বাস। শেষ পর্যন্ত মানিকচক কলেজের সামনে এসে নামল একের পর এক পরীক্ষার্থী। জামাকাপড়ে লেগে রয়েছে প্লাবনের দিনের ছাপ, চোখে-মুখে ঘুমের ঘোর, আর হাতে পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড। ভূতনির তিন উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের ৭৩৮ জন পড়ুয়া এ দিন বাংলা পরীক্ষা দিতে পৌঁছাল মানিকচক কলেজের সেন্টারে।

ভূতনিতে রয়েছে আমতলা নন্দীটোলা হাই স্কুল, উত্তর চণ্ডীপুর বিপি হাই স্কুল এবং ভূতনি চণ্ডীপুর হাই স্কুল। সাধারণত নিজেদের স্কুলেই পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু এবার বন্যা পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে সেখানে পরীক্ষা নেওয়া নিরাপদ নয় বলে প্রশাসন সিদ্ধান্ত নেয়। তাই তিন স্কুলের ৭৩৮ জন পরীক্ষার্থীর কেন্দ্র করা হয় মানিকচক কলেজে। সেই সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের নিরাপদে সরিয়ে আনার ব্যবস্থাও করা হয়। শনিবার থেকেই শুরু হয় সেই তৎপরতা। পরীক্ষার্থীদের একাংশকে ভূতনি থেকে মথুরাপুরে নিয়ে আসা হয়। ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় লালবাথানি হাই স্কুলে। ছাত্রীদের রাখা হয় মানিকচক মডেল স্কুল এবং মথুরাপুর বিএসএস হাই স্কুলে। থাকা-খাওয়া থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া—সব ব্যবস্থাতেই যুক্ত ছিলেন প্রশাসনের

মানিকচক কলেজের সামনে পরীক্ষার্থীরা।

কর্মী এবং ভূতনির বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

কিন্তু প্লাবনকবলিত এলাকার সব পরীক্ষার্থীই যে আগেভাগে বিশেষ শিবিরে চলে এসেছিল, তা কিন্তু নয়। কারও বাড়ির জল একটু নামতেই ফিরে গিয়েছে। তারা সোমবার ভোরভোর নৌকায় চেপে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে পরীক্ষাকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে। জলপথ পেরিয়ে বাস। তারপর মানিকচক কলেজ।

নন্দিতা মণ্ডল আমতলা নন্দীটোলা হাই স্কুলের পরীক্ষার্থী। গত ১২ দিন ধরে বাবা-মা ও ভাই-বোনের সঙ্গে বাঁধের উপর ত্রিপল টাঙিয়ে দিন কাটিয়েছে। রাতের অন্ধকার, পানীয় জলের সমস্যা, খাবারের অনিশ্চয়তা—সব মিলিয়ে বই খোলার মতো পরিস্থিতিই ছিল না। হঠাৎ জল বাড়ায় প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কোনও মতে বের করতে পারলেও বই বের করা যায়নি। সঙ্গে রয়েছে মাত্র দুটি বিষয়ের বই। প্রস্তুতি কতটা হয়েছে? নন্দিতার উত্তর, 'প্রস্তুতি তেমন নেই। কিন্তু পরীক্ষা তো দিতেই হবে।'

এই 'দিতেই হবে' কথাটার মধ্যেই যেন ভূতনির পড়ুয়াদের এবারের পরীক্ষার গল্পটা লুকিয়ে আছে। দক্ষিণ চণ্ডীপুরের জয়দেব মণ্ডল শনিবার মথুরাপুরে এসেছিল। লালবাথানি হাই স্কুলে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ভূতনিতে প্রায় ১৫ দিন বিদ্যুৎ ছিল না। এখানে এসে আলো পেয়েছে। গত দু-দিনে তাই যতটা সম্ভব বই খুলেছে। সেই সামান্য প্রস্তুতি নিয়েই বাংলা পরীক্ষার দিন হলে বসেছে। উত্তর চণ্ডীপুর বিপি হাই স্কুলের অনীতাও বাড়ি থেকেই সোমবার সকালে বাবার সঙ্গে রওনা দিয়েছে। তার বাড়ির সামনে জল কিছুটা নেমেছে। কিন্তু গত ১৫ দিনে পড়াশোনা প্রায় হয়নি। পরীক্ষার হলে বসার সময় তাই প্রস্তুতির ঘাটতিটা তার কাছেও স্পষ্ট।

তাই অন্য পরীক্ষার্থীদের তুলনায় ভূতনির ৭৩৮ জনের লড়াইটা একটু অন্য রকম। তাদের কাছে পরীক্ষার আগের রাত মানে শেষ মুহূর্তের রিভিশন নয়। অনেকেই সেই রাতটাও বাঁধের ওপরেই কাটিয়েছে। কেউ আবার বিদ্যুৎহীন অন্ধকার ঘরে বই খুঁজেছে। কেউ আবার সরকারি ব্যবস্থাপনায় নিরাপদ আশ্রয়ে যেটুকু সম্ভব পড়াশোনা করেছে।

সে সব পরীক্ষার্থীর একটাই অনুরোধ, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরের পরীক্ষাগুলি যেন ভূতনিতেই নেওয়া হয়। কারণ, প্রতিটি পরীক্ষার আগে নদী পেরোনোর দুশ্চিন্তা তারা আর নিতে পারছে না।

গেট দাবি

চ্যাংরাবান্ধা, ২১ সেপ্টেম্বর : চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধরলা নদী সংলগ্ন শ্মশানঘাট থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। বেড়ার ওপারে যাওয়ার একাধিক গেটের দাবি রেখেছেন গ্রামবাসীরা। প্রধান সুনির্মল গুহ জানান, বিএসএফের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা চলছে।

কর্মখালি

চা ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। বেতন 14,000/-, ডাইরেক্ট জয়েনিং। M:- 9332730160, 7602616901.

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T No. WB/APD-I/BDO-ET/04/2026-27, Dt. 21/09/2026

Last date and time for bid submission-01/10/2026 at 18.00 hours.

For more information please visit : www.tenders.wb.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-I Development Block
Panchkolguri :: Alipurduar

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T No. WB/APD-I/BDO-ET/03/2026-27, Dt. 14/09/2026

Last date and time for bid submission-06/10/2026 at 18.00 hours.

For more information please visit : www.tenders.wb.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-I Development Block
Panchkolguri :: Alipurduar

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৪০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৬৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৬৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৬৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

Zeomax -এর চিমনী সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৬,০১০/- ও ইনসেন্টিভ। কাজের সময় সকাল ৮.৩০ থেকে ২.৩০। Ph - 9832009039. (C/123564)

ভাড়া

শিলিগুড়িতে কোচিং সেন্টারের জন্য ন্যূনতম 500 Sqft, বাড়ি/ Flat/ মল প্রয়োজন। Ph-9667802567. (C-123562)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Balurghat Sub-Division No. - I, P.W.Dte. invites online e-tender for the following work - Repairing of Canopy in front of District Judge's Ejlash at Balurghat, Dakshin Dinajpur during the year 2026-27 (3rd Call). Estimated Amount: Rs. 1,13,677.00. e-NIT No. 18 of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5073875_1. Bid submission start date (online) : 24.09.2026 from 12:30 P.M. Bid submission closing date (online) : 01.10.2026 upto 12:30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of eN.I.T. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in

Sd/- Debojyoti Ghosh, Assistant Engineer, Balurghat Sub-Division No.-I, P.W.Dte. ICA-T18039(1)/2026

NIT

The office of undersigned invites Tender for E- NOTICE INVITING TENDER NO-01/EO/MNG/JAL/2026-27, Dated-16/09/2026, Last Date of Bid submission is 06/10/2026 within 6.00 p.m. within office hours. For further details please contact the concerned Office of the undersigned.

Sd/-
Executive Officer
Maynaguri Panchayat Samiti

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Balurghat Sub-Division No. - I, P.W. Dte. invites online e-tender for the following works - 1. Repairing of Pot-holes of Kumarganj to Samjhia Road (MDR) from Ch. 3.50 to 8.00 Km under Dakshin Dinajpur Division, P.W.Dte. during the year 2026-27. Estimated Amount: Rs. 3,64,220.00. e-NIT No. 17 of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5073788_1 & 2. Patiram Kumarganj Road (MDR) Pot-holes repairing work from Ch. 7.00 to 8.00 Km under Dakshin Dinajpur Division, P.W.Dte. Estimated Amount: Rs. 4,51,840.00. e-NIT No. 17 of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5073788_2. Bid submission start date (online) : 23.09.2026 from 12:30 PM. Bid submission closing date (online) : 30.09.2026 upto 12:30 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of eN.I.T. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in

Sd/- Debojyoti Ghosh, Assistant Engineer, Balurghat Sub-Division No. - I, P.W. Dte. ICA-T18038(1)/2026

কর্মখালি

শিলিগুড়ি নরেশমোড় তেলিপাড়ায় ডিস্ট্রিবিউটার ফার্মে গাড়ি চালানোর জন্য অভিজ্ঞ, H.S. পাশ ড্রাইভার প্রয়োজন। মাসিক আয় ২২,০০০, ও ডেলিভারি করার জন্য ডেলিভারি বয় প্রয়োজন। M-8116218303, 9832478225. (C/123890)

Require Physics, Chemistry, Biology Teachers for NEET UG/PG Coaching (On-Line/ Off Line) Interested Teachers please send there Resume at acoaching4@gmail.com, M-9667802567. (C/123564)

অ্যাফিডেভিট

I, Bijay Kumar Darjee, S/o Balbahadur Darjee, resident of Vill & PO: Paschim Satali, PS: Kalchini, Dist: Alipurduar. My name has been recorded as Bijay Kumar Darjee in my Voter ID Card, Vide No: CMC1326826. But my name has been recorded in WBBSE record of my son, Rockey Darjee, Vide Roll 102543N, No: 0004 and also other documents as Kishan Darjee. Hence, by affidavit on 21.09.2026 at Alipurduar E.M Court is declared that Bijay Kumar Darjee & Kishan Darjee is the same and one identical person. (C/123334)

ভোটার কার্ড নং WB/01/005/465464 আমার নাম Sama Barman-এর পরিবর্তে Shumo Barman ভুল বানান লিখিত হয়েছে। গত 17.9 26 J.M 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Sama Barman এবং Shumo Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Sama Barman আমার ভোটার কার্ড এবং সব বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ও পো: পাটছড়া, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। পিন : 736157. (C/122693)

কর্মখালি

Teachers required for RSM Public School Gahmar, Ghazipur, U.P., English Medium for Class 10th Math, English, SST, Computer Science Subjects. Good Salary + Fooding and Lodging free. (M) :- 8604460736. (C/123563)

অ্যাফিডেভিট

আমি Ikbal Hussain Pradhan, পিতা মৃত Abdul Mannan Pradhan ওয়ার্ড নং ৪, হলদিবাড়ী, কোচবিহার। আমার ভোটার কার্ড ও আধার কার্ডে আমার নাম Ikbal Hussain Pradhan আছে। কিন্তু ভুলবশতঃ পাসপোর্টে আমার নাম Ikbal Hosen, পিতান নাম Md. Abdul Mannan হয়েছে। গত 14/9/2026 মেখলিগঞ্জ 1st Class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Ikbal Hosen এর স্থলে Ikbal Hussain Pradhan ও পিতা Md. Abdul Mannan এর স্থলে Abdul Mannan Pradhan হলাম। (C/123563)

আমি Srimoti Rajbanshi Mandal, W/o Parimal Mandal, আধার কার্ডে No- (9701 5613 2226) আমার নাম ভুল থাকায় গত 10/9/26-এ প্রথমশ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Sreemati Mondal W/o- Parimal Mondal থেকে Srimoti Rajbanshi Mandal, W/o- Parimal Mandal করা হলো। (C/123895)

ভোটর কার্ড নং UG R1525039 আমার স্বামীর নাম Sofikul Islam নথিবদ্ধ হয়েছে। আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্রে, জন্ম শংসাপত্র নং Reg, No. 2016/11, তাং 16-5-2011 তার নাম Rahely Parveen নথিবদ্ধ হয়েছে এবং আমার নাম Jharna Bibi নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 2-9-26, J.M, Dinhata অ্যাফিডেভিট বলে Jahanara Begam এবং Jharna Bibi, আমার স্বামী Safikul Islam এবং Sofikul Islam এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম : বোরোডাঙ্গা, পো: পেটলা, থানা : দিনহাটা, জেলা : কোচবিহার। (C/122695)

Government of West Bengal
Office of the Block Development Officer
Banarhat Development Block

আগামী ২৪.০৯.২০২৬ তারিখে নিম্নলিখিত সংঘ সমবায়ের নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র বিলি ও গ্রহণ এবং ২৫.০৯.২০২৬ তারিখে শুধুমাত্র মনোনয়নপত্র গ্রহণ দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৩টা অবধি সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে (ব্লক অফিসারের মিটিং হল) অনুষ্ঠিত হবে।

সংঘের নামঃ-

১.বানারহাট -১ নারী প্রগতি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী সমবায় সমিতি লিমিটেড
২.বানারহাট -২ সৃষ্টি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী সমবায় সমিতি লিমিটেড
৩.বিন্নাগুড়ি অগ্নিদীপ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী সমবায় সমিতি লিমিটেড
৪.চামুর্চি সৃষ্টি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী সমবায় সমিতি লিমিটেড
৫.সাকোয়াঝোড়া -১ সাথী মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী সমবায় সমিতি লিমিটেড
৬.শালবাড়ী-১ মিলন মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী সমবায় সমিতি লিমিটেড
৭.শালবাড়ী -২ দুর্গা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী সমবায় সমিতি লিমিটেড

তদন্তে হোমস্টে সিল

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : ঘটনার আটদিন পর সিটংয়ের সেই হোমস্টে সিল করে দেওয়া হল। সোমবার দুপুরে জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে একটি দল সেখানে গিয়ে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে। এরপর হোমস্টেটি সিল করে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, শীর্ষস্তরের নির্দেশের ভিত্তিতেই সাময়িকভাবে বন্ধ থাকা ওই হোমস্টে এদিন পুরোপুরি সিল করা হয়েছে। পুলিশ মনে করছে, ফরেন্সিক পরীক্ষার রিপোর্ট এলে আগুন লাগার সঠিক কারণ স্পষ্ট হবে। এটা নিছকই দুর্ঘটনা নাকি পিছনে কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর কার্সিয়াং মহকুমার সিটং-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসমহল এলাকার ওই হোমস্টেতে চিকেন বারবিকিউ তৈরির সময় পাশেই বসে থাকা উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার বাসিন্দা এক মহিলা অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতর জখম হন। তাঁর শরীরের প্রায় ৬৫ শতাংশ পুড়ে যায়। অভিযোগ, ঘটনার পর দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য

হোমস্টেতে তদন্তকারী ফরেন্সিক টিম। সোমবার।

কোনও গাড়ি ছিল না। ফলে দীর্ঘক্ষণ ওই অবস্থাতেই হোমস্টেতে আটকে থাকতে হয়। এমনকি হোমস্টেতে ন্যূনতম অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাও ছিল না। এই ঘটনা নিয়ে হোমস্টে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত গাফিলতির অভিযোগ তুলে থানায় এফআইআর করেছিল পরিবার। বিষয়টি নিয়ে রাজ্যজুড়ে তোলপাড় হতেই পুলিশ হোমস্টের মালিক, ম্যানেজার সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পাশাপাশি হোমস্টেটি প্রাথমিকভাবে বন্ধ রেখে তদন্ত শুরু হয়েছিল। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেছেন, 'যথার্থ তদন্ত করার জন্য প্রশাসনকে বলা হয়েছে। ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনা রুখতে কী পদক্ষেপ করা যায় সেটাও দেখা হচ্ছে।'

অন্যদিকে, ঘটনার রাত থেকে শিলিগুড়ির কাওয়াখালির বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অগ্নিদগ্ধ ওই মহিলাকে রবিবার রাতে বিশেষ অ্যাম্বুল্যান্সে করে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর স্বামী সৌভিক দাস জানান, কলকাতার এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়েছে।

গবেষণা করতে স্পেনে পাড়ি দেবব্রতর

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২১ সেপ্টেম্বর : স্পেনে গবেষণা করার সুযোগ পেলেন কৃষক পরিবারের সন্তান দেবব্রত দাস। বাবা দীপক দাস কৃষিকাজের পাশাপাশি মুহুরির কাজও করেন। মা সরস্বতী দাস ঘরের কাজ সামলান। সেই দেবব্রতই এবার পাড়ি দেবেন বার্সেলোনায়!

দক্ষিণ মজিদখানার বাসিন্দা দেবব্রত। বার্সেলোনায় স্প্যানিশ ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের (সিএসআইসি) ইনস্টিটিউট অফ

এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ওয়াটার রিসার্চে (আইডিএইএ-সিএসআইসি) ইউরোপিয়ান রিসার্চ কাউন্সিলের (ইআরসি) অর্থায়নে চলা গবেষণা প্রকল্পে কাজ করবেন। তাঁর ছোট ভাইও আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ ফ্লোরিডার রসায়ন বিভাগে পিএইচডি করছেন। দেবব্রত এএনআরএফ ন্যাশনাল পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপের জন্যও নির্বাচিত হয়েছেন এবং আইআইটি খড়্গপুর থেকে ইনস্টিটিউট পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপের প্রস্তাব পেয়েছেন।

স্পেনে 'ল্যামিনার অ্যান্ড টারবুলেন্ট ফ্লো অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট মডেলিং ইন কার্স্ট কনডুইটস' প্রকল্পে ভূগর্ভস্থ কার্স্ট জলপথে জলের প্রবাহ ও দ্রবীভূত পদার্থের পরিবহণ নিয়ে গাণিতিক মডেল ও সংখ্যাতাত্ত্বিক সিমুলেশনের মাধ্যমে গবেষণা করবেন দেবব্রত।

গত এপ্রিলে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগ থেকে ডঃ ঋষিরাজ কৈরীর অধীনে পিএইচডি সম্পূর্ণ করেন দেবব্রত। গবেষণার বিষয় ছিল 'এ স্টাডি অন ট্রান্সপোর্ট ফেনোমেনা অফ হিট অ্যান্ড মাস ইন ফ্লুইড ওভার আরবিট্রারি জিওমেট্রি'। আইআইটি হায়দরাবাদ ও আইআইটি গুয়াহাটিতে গবেষণার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি।

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার/বিআই, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১-এর **অক্টোবর, ২০২৬ মাসের জন্য ই-অকশন কর্মসূচী।**
নং. এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৬-২৭ তারিখ: ২১.০৯.২০২৬

ক্র.নং.	ডিপো/ডিভিশন	অধিকারক্ষেত্র	তারিখ		
১	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো ও লিলুয়া ওয়ার্কশপ	০৫.১০.২০২৬	১৪.১০.২০২৬	২৯.১০.২০২৬
২	হালিশহর ডিপো	হালিশহর ডিপো ও কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কশপ	০৬.১০.২০২৬	১৬.১০.২০২৬	২৭.১০.২০২৬
৩	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো ও জামালপুর ওয়ার্কশপ	০৮.১০.২০২৬	১৫.১০.২০২৬	২৮.১০.২০২৬
৪	হাওড়া ডিভিশন	হাওড়া ডিভিশন	০৭.১০.২০২৬	১৫.১০.২০২৬	৩০.১০.২০২৬
৫	আসানসোল ডিভিশন	আসানসোল ডিভিশন	০৬.১০.২০২৬	১৪.১০.২০২৬	২৮.১০.২০২৬
৬	শিয়ালদহ ডিভিশন	শিয়ালদহ ডিভিশন	০৮.১০.২০২৬	১৬.১০.২০২৬	২৯.১০.২০২৬
৭	মালদা টাউন ডিভিশন	মালদা টাউন ডিভিশন	০৫.১০.২০২৬	১২.১০.২০২৬	২৭.১০.২০২৬

STORES-35/2026-27 চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার/বিআই
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

AIR FORCE SCHOOL HASIMARA
AIR FORCE STATION HASIMARA (PIN- 735215)
E-mail: airforceschoolhasimara@gmail.com
Website: www.afschoolhasimara.com
Contact No. 8158019552

WALK-IN-INTERVIEW NOTIFICATION
(Tentative Date: 29 Sep 26)

Air Force School Hasimara, a Non-governmental institution run by IAF Educational and Cultural Society invites applications from the eligible candidates (Indian citizens only) for contractual posts as mentioned below: -

Ser No.	Name of the Post	No. of Posts
1	TGT Counselling & Wellness Teacher	01
2	PGT (Political Science)	01

Candidates are to visit school website www.afschoolhasimara.com for qualification and other recruitment related information. Candidates wish to apply for the above mentioned posts, may send their application to '**Executive Director Air Force School Hasimara.** Duly filled in application form as available at school website along with two passport size photographs and all requisite certificates to be submitted at School/ Air Force Station Main Gate or forward by email: **airforceschoolhasimara@gmail.com**. The last date of submission of application is **28 Sep 26.**

Note: 1. Air Force School is not a Central/State government school and the staff are governed by the rules and regulation of IAF Cultural and Educational Society.
2. School Management Committee reserves the right of cancelling the selection process at any stage without any notice or assigning any reason.

তিরন্দাজিতে সেরা অবন্তিকা

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২১ সেপ্টেম্বর : দারিদ্র্যের কারণে ফালাকাটার কাদম্বিনী চা বাগানের শ্রমিক দিলীপ কুজুর তিরন্দাজিতে রাজ্য স্তরে খেলেও বেশিদূর এগোতে পারেননি। কিন্তু বাবার স্বপ্ন পূরণের জন্য লড়ে যাচ্ছে মেয়ে অবন্তিকা কুজুর। রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের দশম শ্রেণির অবন্তিকা ওয়েস্টবেঙ্গল আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ৪৭তম স্টেট আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের বিভাগে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়। গত ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর কলকাতার সল্টলেকের মাঠে এই খেলা হয়। যা নিয়ে গোটা কাদম্বিনী বাগান সহ ফালাকাটায় খুশির হাওয়া। এখন অবন্তিকার লক্ষ্য জাতীয় স্তরে খেতাব অর্জন।

অবন্তিকার কথায়, 'আমি বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে চাই। তাই এবার জাতীয় স্তরেও ভালো খেলার চেষ্টা করব।' দিলীপ বলেন, 'আমি চেষ্টা করেও বেশিদূর এগোতে পারিনি। এখন সন্তানের সাফল্যে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে।'

তিরন্দাজিতে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন অবন্তিকা কুজুর।

অবন্তিকার পরিবার আগাগোড়াই তিরন্দাজিতে জড়িয়ে। গত বছরের ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর ঝাড়গ্রামে রাজ্য স্কুল গেমসে তীরন্দাজিতে ছেলেদের অনূর্ধ্ব- ১৯ বছরের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল অবন্তিকার দাদা অরূপ কুজুর। অরূপও রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের ছাত্র ছিল। ওদের বাবা একসময় রাজ্য স্তরে খেলেছিলেন। তবে কোনও খেতাব পাননি। পরে দারিদ্র্যের কারণে খেলা ছেড়ে দিয়ে রুজির সংস্থানে নামতে বাধ্য হন। ছেলেমেয়ের মধ্যে দিয়ে এবার তিনি তাঁর স্বপ্নকে সফল করতে চান। অরূপ আগে রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলে পড়লেও পরে তীরন্দাজি চর্চার জন্য ঝাড়গ্রামের একটি অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হয়। এখন সে সেখানেই পড়াশোনা করছে। এদিকে অবন্তিকা এবার রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় স্কুলেও খুশির হাওয়া।

অবন্তিকার স্কুলের ক্রীড়া ও শারীরশিক্ষার শিক্ষক সুনীত টোপ্পো বলেন, 'ওর সাফল্য আমাদের বড় প্রাপ্তি। প্রতিকূল আর্থিক অবস্থার মাঝেও হার মানেনি।' ক্রীড়া ও শারীরশিক্ষার শিক্ষিকা কৃষ্ণা বর্মনের বক্তব্য, 'সদিচ্ছা থাকলে প্রতিকূল পরিবেশেও সাফল্য অর্জন করা যায়, তা একাধিকবার প্রমাণ করল অবন্তিকা। আশা করছি অনেক দূর এগিয়ে যাবে সে।'

আজ টিভিতে

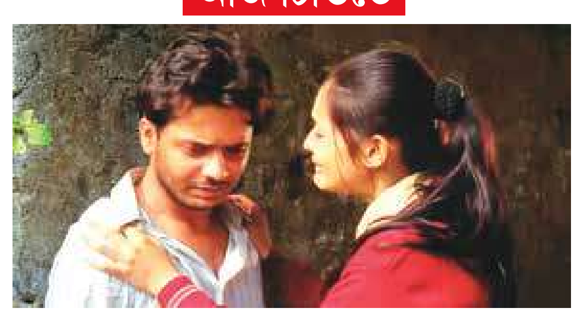
চিরদিনই তুমি যে আমার দুপুর ২.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ ক্রিমিনাল, দুপুর ২.৩০ চিরদিনই তুমি যে আমার, বিকেল ৫.৩০ দেবতা, রাত ৯.৩০ প্রতারক

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ সতী বেহুলা, বেলা ১১.০০ কলঙ্কিনী বধূ, দুপুর ২.০০ চুড়িওয়ালা, বিকেল ৫.০০ রাজার মেয়ে পারুল, রাত ৮.০০ সাথী হারা, ১১.০০ কালী আমার মা

জলসা মুভিজ : সকাল ৮.৩০ ম্যাজিক, বেলা ১১.০০ বিয়ের লগ্ন, দুপুর ২.০০ ঘাতক, বিকেল ৫.১৫ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড, রাত ৯.১৫ রাখিপূর্ণিমা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মায়াবিনী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অবুঝ মন

জি অ্যাকশন : সকাল ১০.১৮ মুম্বই কি কিরণ বেদি, দুপুর ১.৫০ অহো বিক্রমার্ক, বিকেল ৪.২৩ প্রলয় দ্য ডেস্ট্রয়ার, সন্ধে ৭.২৯ চক্র কা রক্ষক, রাত ১০.০৮ জান

স্টার গোল্ড রোমান্স : সকাল ১০.৩০ রাজাবাবু, দুপুর ১.০০ সীতারমম, বিকেল ৪.৪৫ অ্যাকশন জ্যাকসন, সন্ধে ৭.৫৯ হম হ্যায় রাহি পেয়ার কে, রাত ১১.১৫ সৌতন

জঙ্গল প্ল্যানেট সন্ধে ৭.২৮ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

হিটলার্স ট্রেজার হান্টার্স বিকেল ৩.৫৩ ডিসকভারি

সীতারমম দুপুর ১.০০ স্টার গোল্ড রোমান্স

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ কোনও প্রতিষ্ঠানে আর্থিক বিনিয়োগ করার আগে অভিজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। বৃষ : শারীরিক সমস্যার কারণে পারিবারিক আনন্দানুষ্ঠানে যাওয়া বাতিল করতে হতে পারে। দাম্পত্যে সুখ শান্তি বজায় থাকবে। মিথুন : রাজনৈতিক কর্মীদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। সম্পত্তি নিয়ে বহুদিন ধরে চলা মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি আজ হতে পারে। কর্কট : সাংসারিক খরচ বৃদ্ধিতে চিন্তা বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি খবর পেতে পারেন। ব্যবসায় বিনিয়োগ ভেবেচিন্তে করুন। সিংহ : নতুন বাড়ি নির্মাণে ব্যাংকঋণ মঞ্জুর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। মায়ের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা বাড়বে। লটারিতে প্রাপ্তির যোগ। কন্যা : অতিরিক্ত পরিশ্রমে শারীরিক সমস্যায় চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। অজানা অচেনা সংস্থায় টাকা লেনদেন করবেন না। তুলা : নিকট আত্মীয়ের প্ররোচনা সংসারে সমস্যা বাড়তে পারে। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সঞ্চয়ে সুফল পাবেন। প্রিয়জনের কাছ থেকে উপহার প্রাপ্তি। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে গুপ্ত শত্রুরা আপনার বিরোধিতায় গিয়ে পরাস্ত হবে। কোনও শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে ব্যবসায় সাফল্য পাবেন। ধনু : আপনার উৎসাহ আর উদ্দীপনার সুফল আজ হাতেনাতে পাবেন। বাইরের খাবারদাবার এড়িয়ে চলুন। মকর : আজ পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। ব্যবসায় নতুন করে বিনিয়োগ আজ না করলেই ভালো। কুম্ভ : রপ্তানি ব্যবসায় আজ প্রত্যাশিত ফল পাবেন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন, আর্থিক সমস্যা ভুগতে হতে পারে। মীন : অপ্রত্যাশিত কোনও খবরে পরিবারে আনন্দের পরিবেশ। পুরোনো কোনও বিনিয়োগে আজ লাভজনক রিটার্ন পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ আশ্বিন, ১৪৩৩, ভাঃ ৩১ ভাদ্র, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ৪ আহিন, সংবৎ ১১ ভাদ্রপদ সুদি, ১০ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।২৮, অঃ ৫।৩২। মঙ্গলবার, একাদশী রাত্রি ৮।১। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ৬।৪৯। অতিগণ্ডযোগ অপরাহ্ণ ৫।১৯। বণিজকরণ দিবা ৭।১২ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৮।১ গতে ববকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৬।৪৯ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, দিবা ৬।৪৯ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ৮।১ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ৮।১ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ৬।৫৯ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ১।১ গতে ২।৩১ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২ গতে ৮।৩১ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ৮।৩১ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৬।৫৯ মধ্যে পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পার্শ্বেকাদসীর উপবাস (পদ্মা বা পার্শ্বপরিবর্ত্তনী)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২১ মধ্যে ও ৭।৮ গতে ১১।০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪১ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ৯।২০ গতে ১১।৪৮ মধ্যে ও ১।২৭ গতে ৩।৬ মধ্যে ও ৪।৪৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৪১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

হারিয়ে যেতে বসেছে তালপাতার রাজপুঁথি

তন্দ্রা চক্রবর্তী

কোচবিহার, ২১ সেপ্টেম্বর : পুঁথি হারিয়ে গেলে হারিয়ে যাবে রাজ আমলের গোপন তন্ত্রমন্ত্র। কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের চরম উদাসীনতায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলা ঐতিহ্য আজ খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজ আমলের যে তালপাতার পুঁথির উপর ভিত্তি করে যুগ যুগ ধরে মদনমোহন ও বড়োদেবীর আরাধনা হয়ে আসছে, উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে তা এখন ধীরে ধীরে নষ্ট হতে বসেছে। প্রাচীন এই তালপাতার পুঁথি আর ঠিক কত দিন টিকে থাকবে, সে ব্যাপারে কোনও স্পষ্ট গ্যারান্টি দিতে পারছেন না দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের পুরোহিতরাও। অবিলম্বে এই অমূল্য সম্পদ বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংরক্ষণ কিংবা ডিজিটাইজ না করা হলে এগুলো অচিরেই হারিয়ে যেতে পারে। তখন পদ্ধতি মেনে পুজো করাও অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই এই পুঁথিগুলো শুধুমাত্র তালপাতার পুঁথি নয়, এটি কোচ রাজত্বের ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক নিদর্শনও বটে। এই ব্যাপারে কোচবিহারের জেলা শাসক জিতিন যাদব বলেন, 'বিষয়টি আগে আমার জানা ছিল না। তবে রাজ আমলের এই ঐতিহাসিক ঐতিহ্যবাহী পুঁথি দুটি যাতে কোনওভাবেই নষ্ট না হয়, সেজন্য যত দ্রুত সম্ভব এগুলি ডিজিটাইজ এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংরক্ষণ করা হবে।' কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের হেপাজতে থাকা এই তালপাতার পুঁথি ঠিক কবে লেখা হয়েছিল, তার সঠিক দিনক্ষণ জানা নেই কারও। তবে গবেষকদের একাংশের অনুমান, এগুলির বয়স অন্তত ৩০০ থেকে ৫০০ বছর। মদনমোহনবাড়িতে প্রাচীনকাল থেকেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তন্ত্রমতে মদনমোহনের পুজো হয়। ফলে বৈষ্ণবীয় চিরাচরিত পুজো পদ্ধতির

রাজ আমলের পুঁথি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেই।

সঙ্গে এই মন্ত্রের বিস্তর ফারাক রয়েছে। তালপাতায় লিপিবদ্ধ এই দুর্লভ মন্ত্রের কোনও দ্বিতীয় প্রতিলিপি নেই। ফলে পাতা নষ্ট হলে ভবিষ্যতে সঠিক শাস্ত্রীয় বিধি মেনে পুজো করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। এই পুঁথিগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা হলেও হরফ কিন্তু চিরাচরিত দেবনাগরী নয়। দেখতে অনেকটা প্রাচীন বাংলার কামরূপী ধাঁচের হরফের মতো।

নিত্যপুজো নয়, স্নানযাত্রা কিংবা উত্থান একাদশীর মতো বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানে মদনমোহনের গর্ভগৃহ থেকে বের করা হয় আনুমানিক ১৮ ইঞ্চি লম্বা ও ৬ ইঞ্চি চওড়া এই পুঁথিটি। উপর-নীচে কাঠের শক্ত মলাট, যাতে একসময় ছিল রঙিন লতাপাতার অপূর্ব নকশা। সময়ের নির্মম আঘাতে সেই কারুকার্য আজ অনেকটাই ফিকে। মলাটের ভেতরের দিকে বড়োদেবীর আদলে আঁকা মা দুর্গার রূপ এবং উলটো পিঠে পুরুষ যোদ্ধাদের সঙ্গে দুই বীরাঙ্গনার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের চিত্রপট রয়েছে। অপর পুঁথিটি বের করা হয় শুধু বড়োদেবীর শারদীয় পুজোর সময়। বাকি সময় মদনমোহনের গর্ভগৃহে সাধারণ লাল কাপড়ে মুড়ে রাখা থাকে এই অমূল্য সম্পদ।

ইতিহাস গবেষক স্বপনকুমার রায় বলেন, 'পুঁথিগুলি যে কয়েকশো বছরের প্রাচীন, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের আমলে বড়োদেবীর পুজো পদ্ধতিতে কিছু সংশোধন হয় এবং সম্ভবত তখনই নতুন করে পুঁথি লিপিবদ্ধ করা হতে পারে। সে হিসেবে এটি অন্তত ৩০০ বছরের পুরোনো। তবে মদনমোহনের পুঁথিটি আরও প্রাচীন হতে পারে। সঠিক বয়স নির্ধারণে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তালপাতা ও কালির কার্বন ডেটিং করানো জরুরি।' ২০১৬ সালে মদনমোহনের পুরোহিত হরগোবিন্দ মিশ্রও জানিয়েছিলেন, তাঁদের তিন পুরুষ এই পুঁথি দেখে বংশপরম্পরায় পুজো করে আসছেন।

২০২২ সালে প্রশাসনের তরফে এই পুঁথি সংরক্ষণের মৃদু তোড়জোড় শুরু হলেও তা লাল ফিতের ফাঁসে ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে। এত বড় ঐতিহাসিক নিদর্শন ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের এমন নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বাঘা যতীন পার্কে সংঘের শাখায় পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।

সংঘের শাখায় ভুল ধরালেন মন্ত্রী দিলীপ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : 'সংঘ দক্ষ' বলার পর তড়িঘড়ি যোগাসন শুরু করে দিয়েছিলেন শাখা পরিচালক। তা নজরে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে সেই ভুল ধরিয়ে দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী তথা একসময়ের আরএসএস প্রচারক দিলীপ ঘোষ। শাখা পরিচালককে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, 'আরাম, অর্থাৎ বিশ্রাম দিয়ে তবেই আসন শুরু করতে হয়। দক্ষ মানে তো সাবধান অবস্থা। সাবধানে দাঁড়িয়ে কি আসন শুরু করা সম্ভব?'

সোমবার শিলিগুড়ি শহরের বাঘা যতীন পার্কে সংঘের শাখায় গিয়েছিলেন দিলীপ। শুধু যোগাসনই নয়, কখনও প্রার্থনার সুর বা গাওয়ার পদ্ধতি, কখনও মনীষীদের বাণী ঠিকমতো বলতে না পারা, আবার কখনও বা প্রার্থনার প্রাথমিক নিয়মে একের পর এক অসংগতি তিনি শুধরে দেন। দিলীপ ঘোষের এই বারবার ভুল ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সাম্প্রতিককালে সংঘে নতুন মুখের ভিড় বাড়ছে, কিন্তু তাঁদের একটা বড় অংশই আরএসএস-এর রীতিনীতি বা নিয়মকানুন সম্পর্কে বিশদে না জেনে শাখায় আসছেন।

রাজ্যে পালাবদলের ফলে বিজেপিতে যোগদান আটকাতে দরজা বন্ধ করেছিল দল। সংঘের দরজা কিন্তু সবার জন্য খোলা। ফলে ঘুরপথে অনেকে সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করছিলেন। তাতেই অনভিজ্ঞদের ভিড় বাড়ছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। বিষয়টি যে তাঁর নজর এড়ায়নি, তা স্বীকারও করে নেন প্রাক্তন প্রচারক দিলীপ। তবে, নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি বলেন, 'চর্চা নেই, তাই সব ভুলে গিয়েছে।' তবে এদিনের বাঘা যতীন পার্কের শাখায় সাধারণ আরএসএস স্বয়ংসেবকদের চেয়ে বিজেপি নেতাকর্মীদের উপস্থিতিই ছিল চোখে পড়ার মতো। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল থেকে অন্য নেতারাও ছিলেন। শাখা আসলে কী এবং সেখানে নিয়মিত আসার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ঠিক কোথায়, সে সম্পর্কে উপস্থিত নেতাদের বিস্তারিত পাঠ দেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী। সংঘ যে কোনও লোভ-লালসার বস্তু নয় এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা কিংবা দেশ গঠনের সঙ্গে মানব চরিত্র গঠনের কাজ, তাঁর বক্তব্যে সেটাই উঠে এসেছে।

শেখালেন যোগাসনের নিয়ম

এর আগে সকালে শিলিগুড়ি কলেজ প্রাঙ্গণে প্রাতঃভ্রমণে গিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। সেখানে তিনি দুধ এবং দুধ চা খাওয়ার উপকারিতা নিয়ে বলেছিলেন। দিলীপের বক্তব্য, যাঁরা হজম করতে পারেন না, তাঁরাই দুধ না খেতে বলেন। হরিয়ানার যে মেয়েরা দিনে ৭-৮ কেজি করে দুধ খান, তাঁরাই দেশবিদেশে নানা খেলায় পদক পান। বাংলার ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে যাচ্ছে।

একটি চায়ের দোকানে বসে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে চা চক্রেও মেতে ওঠেন তিনি। তবে সেই চায়ের আসরেই বিজেপির কয়েকজন স্থানীয় নেতার সঙ্গে সংঘের কর্মীদের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য ও ক্ষোভ প্রকাশ্যে চলে আসে। দিলীপ এদিন যাদবপুরে সিপিএমের দলীয় অফিস ভাঙচুরে তাঁদের দায় নেই বলে দাবি করেছেন। পুরভোটেও দলের ভালো ফলের তিনি আশাবাদী।

জামিন পেলেন কাজল

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : জামিন পেলেন জমি দখলের অভিযোগের মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া তৃণমূল নেতা কাজল ঘোষ। গত শুক্রবারই কলকাতা হাইকোর্ট তাঁকে জামিন দিয়েছিল। শনি ও রবিবার আদালত বন্ধ থাকায় সোমবার তাঁর জেলমুক্তি হয়েছে। কুড়ি হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে এবং দার্জিলিং জেলার বাইরে না যাওয়ার শর্তে তিনি জামিন পেয়েছেন। জেলার বাইরে যেতে হলে তাঁকে আদালতের অনুমতি নিতে হবে।

শিলিগুড়ি আদালত জামিন মঞ্জুর করেনি, কাজল কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেখানে আরও নতুন অ্যাডভোকেট নিয়োগ করেছিলেন। তারপরই তাঁর জামিন হয়েছে।

কাজলের গ্রেপ্তারের পরে তাঁর মতো দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত বাকি তৃণমূল নেতারা কেন ছাড় পাচ্ছিলেন, সেই প্রশ্ন উঠছিল। অভিযোগ, এমন অনেক নেতা বিজেপির সঙ্গে সখ্য রাখার ফলে ছাড় পেয়ে যাচ্ছিলেন। প্রশ্ন উঠছে, এবার কি কাজলও বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন? যদিও কাজলের ভাই সজল ঘোষের দাবি, 'আদালতে মামলা বিচারাধীন। তবে দাদা আপাতত জামিন পেয়েছেন। সত্য-মিথ্যা বিচারের ওপর নির্ভর করবে।'

সূত্রের খবর, গ্রেপ্তারের আগে কাজল অনেক দিন থেকেই ভালো তৃণমূল নেতা হওয়ার জন্য দৌড়ঝাঁপ করছিলেন। ভালো তৃণমূল হয়ে যদি মামলা বা বিজেপির রোষ থেকে রেহাই পেতে পারেন, সেই চেষ্টা তাঁর ছিল। কিন্তু সেখানে সেভাবে সাড়া পাননি। পরে তিনি বিজেপি নেতাদের একাংশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। একাংশ কাজলের সঙ্গে বোঝাপড়ায় সম্মত হলেও বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর ঘনিষ্ঠরা তাঁকে ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না। তারপরই কাজল গ্রেপ্তার হন।

ছাড়া পাওয়ার পর কাজল বিধায়কের বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াবেন? এসব প্রশ্ন বিজেপির অন্দরে উঠতে শুরু করেছে। যদিও দুর্গার বক্তব্য, 'কীভাবে জামিন হল, বুঝতে পারছি না। বাকিটা বড় নেতারা বলতে পারবেন।'

অসন্তোষ বিজেপির অন্দরে

শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেন, 'ও বিষয়ে জানা নেই। কারা, কোথায় কী করেছে জানি না।'

তোলাবাজি এবং কয়লা ডিপোর ম্যানেজারকে মারধরের মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন জেলা বিজেপির সদস্য নিরঞ্জন বিশ্বাস। এদিন তিনিও ছাড়া পেয়েছেন। দলের তরফে কেন নিরঞ্জনকে শোকজ কিংবা বরখাস্ত করা হল না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন বিজেপির একাংশ। কারণ, সামান্য কারণে অনেককে দলের তরফে শোকজ করা হয়েছিল বলে দাবি। তাহলে এত বড় অভিযোগের পরেও কেন দলের একাংশ নিরঞ্জনের পক্ষে থেকে গেল, তা নিয়ে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠছে। তিনি জেলা বিজেপির সভাপতির ঘনিষ্ঠ বলে দাবি। বিষয়টি নিয়ে দলের জেলা সভাপতি কিছু বলতে চাননি।

বিজ্ঞপ্তি জারি জেলা শাসকের

ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের খসড়া

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : সোমবার দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক বিজ্ঞপ্তি জারি করে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের খসড়া তালিকা প্রকাশ করেছেন। ওই তালিকায় শহরের নতুন ১৬টি ওয়ার্ডের নম্বর ও সীমানা তুলে ধরা হয়েছে। ওই নতুন ওয়ার্ডগুলির নম্বর ৪৮ থেকে ৬৩। খসড়া তালিকার প্রস্তাবে যদি নাগরিকদের আপত্তি বা কোনও পরামর্শ থাকে, তবে তা ৫ অক্টোবরের মধ্যে জেলা পুর নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে জানানো যাবে। যদিও এবিষয়ে জেলা প্রশাসনের কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ আগেই লিখেছিল, প্রতিটি ওয়ার্ডের নম্বর বদলে যাবে না। একমাত্র নতুন ওয়ার্ডই বর্ধিত সংখ্যায় পরিচিতি পাবে। খসড়া তালিকায় বুথ অক্ষত রেখে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। মোট ১৪টি ওয়ার্ড ভেঙে নতুন ১৬টি নতুন ওয়ার্ড গড়ে তোলা হয়েছে। ৪০ ও ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড দুটিকে ভেঙে তিনটি করে ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে। বাকিগুলি দু'ভাগে ভাঙছে। নতুন করে তৈরি ওয়ার্ডগুলি ৪৮ নম্বর থেকে শুরু হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ১, ৪, ৫, ২৪, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪০, ৪১ থেকে ৪৪ এবং ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডগুলি ভেঙে নতুন ১৬টি ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে। ৪৪ থেকে ৫০ নম্বর বুথ (শিলিগুড়ি বিধানসভা) ১ নম্বর ওয়ার্ডেই থাকছে। ওই ওয়ার্ডের ৩৯ থেকে ৪৩ নম্বর বুথ (শিলিগুড়ি বিধানসভা) নিয়ে ৫০ নম্বর ওয়ার্ড তৈরি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

৪ নম্বর ওয়ার্ডেই থাকছে ১২০ থেকে ১২৬ নম্বর পর্যন্ত বুথ। ওই ওয়ার্ডের ১১৩ থেকে ১১৯ পর্যন্ত বুথ এলাকা ৫১ নম্বর ওয়ার্ড হিসেবে পরিচিতি পাবে। ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ১২৭

থেকে ১৩২ বুথ এলাকা। ১৩৩ থেকে ১৩৭ বুথ নিয়ে তৈরি হবে ৫২ নম্বর ওয়ার্ড। ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে থাকছে ২৩৫ থেকে ২৪০ নম্বর বুথ। ওই ওয়ার্ডের ২৪১ থেকে ২৪৫ নিয়ে তৈরি হবে ৫৩ নম্বর ওয়ার্ড।

৩১ নম্বর ওয়ার্ডে ২৭২ থেকে ২৭৬ এবং ২৭৯ ও ২৮০ নম্বর বুথ (ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা) এলাকা পড়বে। ওই ওয়ার্ডের ২৭৭, ২৭৮ এবং ২৮১ থেকে ২৮৪ নম্বর বুথ নিয়ে গঠিত হবে ৫৪ নম্বর ওয়ার্ড। ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে ২৪৯ থেকে ২৫৩ এবং ২৬০ থেকে ২৬২ নম্বর বুথ (ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা) এলাকা পড়বে। ওই ওয়ার্ডের ২৫৪ থেকে ২৫৯ নম্বর বুথ নিয়ে ৫৫ নম্বর ওয়ার্ড তৈরি হবে বলে খসড়ায় উল্লেখ রয়েছে।

৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে থাকছে ২৩৬, ২৩৭, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৬ ও ২৪৮ নম্বর বুথ। ওই ওয়ার্ডের ২৩৮ থেকে ২৪২, ২৪৫ ও ২৪৭ নম্বর বুথ নিয়ে ৫৬ নম্বর ওয়ার্ড। ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে থাকছে ২০০ থেকে ২০৩, ২০৮, ২১১ ও ২১২ নম্বর বুথ। ওই ওয়ার্ডের ২০৪ থেকে ২০৭, ২০৯ ও ২১০ নম্বর বুথ নিয়ে ৫৭ নম্বর ওয়ার্ড।

৪০ নম্বর ওয়ার্ডে ১৬৫ থেকে ১৭০ নম্বর বুথ (ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা) এলাকা পড়বে। ওই ওয়ার্ডের ১৫৯ থেকে ১৬৪ নম্বর বুথ নিয়ে ৫৮ নম্বর ওয়ার্ড। এছাড়া ওই ওয়ার্ডের ১৭১ থেকে ১৭৭ নম্বর বুথ নিয়ে ৫৯ নম্বর ওয়ার্ড গড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

৪১ নম্বর ওয়ার্ডেই থাকছে ১৪৫ থেকে ১৫১ নম্বর পর্যন্ত বুথ। ওই ওয়ার্ডের ১৫২ থেকে ১৫৮ পর্যন্ত বুথ এলাকা ৬০ নম্বর ওয়ার্ড হিসেবে পরিচিতি পাবে। ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে থাকছে ১৩১, ১৩৬, ১৩৮ থেকে ১৪৪ নম্বর বুথ এলাকা। ওই ওয়ার্ডের ১৩১ থেকে ১৩৫ ও ১৩৭ নম্বর বুথ এলাকা ৬১ নম্বর ওয়ার্ড। ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডেই থাকছে ১২০ থেকে ১২৪ নম্বর পর্যন্ত বুথ। ওই ওয়ার্ডের ১২৫ থেকে ১৩০ পর্যন্ত বুথ এলাকা ৬২ নম্বর ওয়ার্ড হিসেবে পরিচিতি পাবে। ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডেই থাকছে ১১১ থেকে ১১৫, ১১৯ নম্বর পর্যন্ত বুথ। ১০৯, ১১০, ১১৬ থেকে ১১৮ নম্বর বুথ নিয়ে ৬৩ নম্বর বুথ হবে। ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে থাকছে ১ থেকে ৪, ১৩ থেকে ১৬ নম্বর বুথ। ওই ওয়ার্ডের ৫ থেকে ১২ নম্বর বুথ নিয়ে ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড ও ১৭ থেকে ২২ বুথ নিয়ে ৪৯ নম্বর ওয়ার্ড।

বিজেপির রাজনৈতিক ফায়দা দেখে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ওয়ার্ডের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে, সোমবার এমনই অভিযোগ তুলল সিপিএম। এ বিষয়ে পুর প্রশাসক থেকে শুরু করে পুর কমিশনারের পাশাপাশি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছেও বিস্তারিত চিঠি পাঠিয়েছে তারা। এমনকি পুরনিগম অভিযান করেও নিজেদের মূল দাবিগুলি সোচ্চারভাবে তুলে ধরেছে বাম নেতৃত্ব।

পাহাড়ে দুর্যোগ মোকাবিলার মহড়া

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : দার্জিলিংয়ের জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সোমবার জোরবাংলো-সুখিয়াপোখরির তাবাকোশিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা মহড়ার আয়োজন করা হয়। এই মহড়ায় ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ), স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এসডিআরএফ), এসএসবি, পুলিশ, দমকল, স্বাস্থ্য ও বন দপ্তর সহ অন্যান্য সরকারি দপ্তরও অংশ নিয়েছিল। মহড়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি স্কুলপড়ুয়া এবং হোমস্টে ও হোটেল মালিকরাও উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, এদিনের মহড়ায় নদী থেকে উদ্ধারকাজ, ভূমিধস হলে সেখান থেকে মানুষকে উদ্ধার করা, গাছ উপড়ে পড়ে রাস্তা বন্ধ হওয়া, বিদ্যুৎ পরিষেবা পুনর্বহাল এবং অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থারও মহড়া দেওয়া হয়। মূলত পাহাড়ি ও নদী তীরবর্তী এলাকায় দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই এদিনের এই মহড়ার আয়োজন করা হয়েছিল বলে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

গাঁজা বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে ট্রেনের এসি কামরায় অভিযান চালিয়ে লক্ষাধিক টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল রেল পুলিশ। সোমবার ডাউন রানি কমলাপতি এক্সপ্রেসে দুজনকে আটক করে তল্লাশি চালান জিআরপি আধিকারিকরা। একজন অভিযুক্তের নাম রাজ কিশোর (৪৫)। অপরজন ১৬ বছরের নাবালক। তারা বিহারের বাসিন্দা। পুলিশের তরফে জানানো হয়, অভিযুক্তদের কাছ থেকে প্রায় ৭৫ কেজি গাঁজা মিলেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ। রাজ কিশোরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সচেতনতা

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : সাইবার সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করল মাটিগাড়া থানা। সোমবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে এই শিবির আয়োজিত হয়। উপস্থিত পড়ুয়াদের সাইবার সচেতনতা নিয়ে বোঝান মাটিগাড়া থানার আইসি মনোজিৎ সরকার।

তোলাবাজি

ইসলামপুর, ২১ সেপ্টেম্বর : আবাস যোজনার সমীক্ষায় দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগ তুলে সোমবার ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হন উপভোক্তাদের একাংশ। পণ্ডিতপোঁতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গরহনডাঙ্গা এলাকার উপভোক্তারা বিডিও পিনাকী দেবনাথের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। অভিযোগ, সমীক্ষার সময় উপভোক্তাদের কাছ থেকে এক হাজার টাকা করে নেওয়া হয়েছে। যাঁরা টাকা দিয়েছেন, তাঁদেরই আবাস যোজনার ঘর মিলেছে বলে দাবি আন্দোলনকারীদের। এমনকি এলাকায় পাকাবাড়ি থাকা কিছু পরিবারও ঘর পেয়েছে বলে অভিযোগ। অথচ প্রকৃত গরিব ও যোগ্য পরিবারগুলি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে তাঁদের দাবি। অভিযোগের সত্যতা প্রশাসনিক তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। বিডিওকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

স্টেশন মহোৎসব

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)-এর উদ্যোগে আয়োজিত হবে স্টেশন মহোৎসব। দার্জিলিংয়ের ঘুম স্টেশনে ৩ সেপ্টেম্বর এই উৎসব আয়োজনের কথা থাকলেও ২ সেপ্টেম্বর দার্জিলিংয়ে লোকো শেডের একাংশ ভেঙে কর্মীরা আহত হওয়ার জন্য অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে যায়।

জানা গিয়েছে, আগামী ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর রংটং-এ এবং ২৮ সেপ্টেম্বর মহানদীতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। তবে কী কী অনুষ্ঠান থাকবে তা এখনও ঠিক করা হয়নি বলে ডিএইচআর-এর তরফে জানানো হয়েছে।

মৃত সোনালি কুজুরের বাড়ির সামনে স্থানীয়দের ভিড়।

মত্ত বাবার মারে মৃত মেয়ে

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : ১৪ বছরের নাবালিকা মেয়েকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল অপ্রকৃতিস্থ বাবার বিরুদ্ধে। খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাটাগছ এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতার নাম সোনালি কুজুর (১৪)। সে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ছিল। এই ঘটনায় মায়ের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বাবা সায়ন কুজুরকে গ্রেপ্তার করেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাড়ির রান্নাঘরে কাজ করছিল সোনালি। সেই সময় তার মা প্রমীলা কুজুর মাঠে গোরু আনতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, আচমকাই মত্ত অবস্থায় ঘরে ঢোকেন সায়ন। সামান্য কোনও একটি বিষয় নিয়ে বাবা-মেয়ের বচসা শুরু হয়। সেসময়ই মেয়ের ওপর চড়াও হন সায়ন এবং তাকে ব্যাপক মারধর করতে শুরু করেন। সোনালির চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বাবার বেপরোয়া মারে অচৈতন্য হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে নাবালিকা। ইতিমধ্যে প্রমীলাও মাঠ থেকে ফিরে আসেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় মেয়েকে উদ্ধার করে তিনি তড়িঘড়ি খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। এদিকে ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে পরিবারের কিছু সদস্য কর্তব্যরত চিকিৎসককে জানান, সোনালি দুর্ঘটনায় জখম হয়েছে। কিন্তু তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসক তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার সকালে মৃত্যু হয় সোনালির। এদিন দুপুরে সোনালির মৃতদেহ ভাটাগছের বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হলে আসল বিষয়টি প্রকাশ পায়। নাবালিকার মা প্রমীলা ও আরও কয়েকজন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সরব হন।

এরপরই সোনালির মা খড়িবাড়ি থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বিকেলে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ নাবালিকার বাড়ি থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফের উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠায়। সেই রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ আরও স্পষ্ট হবে। মায়ের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ খুনের মামলা রুজু করে অভিযুক্ত বাবা সায়নকে গ্রেপ্তার করেছে। সোমবার ধৃতকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে পুলিশের দাবি। মঙ্গলবার অভিযুক্ত বাবাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলেও জানা গিয়েছে। গোটা ঘটনায় হতবাক এলাকাবাসী। একরত্তি মেয়ের এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে ভাটাগছ গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিক্ষোভ

বাগডোগরা, ২১ সেপ্টেম্বর : মাটিগাড়া পরিবহণনগরে ইএসআইসি হাসপাতালের সামনে সোমবার বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)। সুজন বর্মন ও রাজীব মণ্ডলের নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ হয়। তাঁদের অভিযোগ, ইএসআইসি পোর্টালে রেজিস্ট্রেশনের পর এসডি অফিসে ফিজিকাল রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছেন উপভোক্তারা। ২০১৫ সালে রেজিস্ট্রেশন করেও অসুস্থ না হওয়ায় এতদিন এসডি অফিসে আসেননি, এমন ব্যক্তিদের এখন কোম্পানির লেটারহেডে ডেক্ল্যারেশন আনতে বলা হচ্ছে। চিকিৎসক পরীক্ষা লিখে দিলে কাগজপত্র তৈরি করতে ২-৩ দিন সময় লাগছে। পর্যাপ্ত বসার জায়গা নেই। ওয়াশরুমের অবস্থাও বেহাল। কর্মীদের দুর্ব্যবহারের অভিযোগও উঠেছে। কর্তৃপক্ষ সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছে।

মারধরে চাঞ্চল্য

ইসলামপুর, ২১ সেপ্টেম্বর : মোবাইল ফোন চুরির সন্দেহে সোমবার ইসলামপুর বিডিও অফিস চত্বরে এক ব্যক্তিকে মারধরের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরে তাঁর কাছ থেকেই মোবাইল ফোনটি উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মোবাইলের মালিক এক মহিলার দাবি, ওটিপি দেওয়ার জন্যই তিনি ওই ব্যক্তির হাতে ফোনটি দিয়েছিলেন। পরে মোবাইল নিয়ে তিনি চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। উপস্থিত লোকজন ওই ব্যক্তিকে ধরে ফেলেন। এরপর তাঁকে চড়-থাপ্পড় মারা হয়।

বাজেয়াপ্ত

ফাঁসিদেওয়া, ২১ সেপ্টেম্বর : বালি ও পাথরবোঝাই একটি ১৮ চাকার ট্রেলার এবং একটি ট্র্যাক্টর-ট্রলি বাজেয়াপ্ত করল বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ। ট্রেলার চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম পিয়ারুল শেখ (২৪)। তিনি ফারাক্কার বাসিন্দা। মুরালীগঞ্জ নাকা পয়েন্টে চেকিং চলাকালীন বিষয়টি ধরা পড়ে। অন্যদিকে, চেঙ্গা নদী থেকে অবৈধভাবে পাথরকুচি বোঝাই একটি ট্র্যাক্টর-ট্রলি ডাঙ্গাপাড়া মোড়ে বাজেয়াপ্ত হয়।

অন্ধকারে আরও এক গঙ্গার চর নারায়ণপুর

হরষিত সিংহ

মালদা, ২১ সেপ্টেম্বর : ভূতনির চরের নাম তো জানেন। গত কয়েক দিন ধরে সংবাদমাধ্যমে বহুল চর্চিত নাম। আচ্ছা, নারায়ণপুর চরের নাম শুনেছেন? প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেখানে ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। দিন দুয়েক আগেই রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী সহ প্রশাসনের কর্তারা সেখানে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভূতনি নিয়ে এত হইচইয়ের মাঝে অন্ধকারেই রয়ে গেল মানিকচকের আরও একটি গঙ্গার চর, নারায়ণপুর।

বাঁশের মাচা করে তার ওপর চলছে রান্নাবান্না। নারায়ণপুরে।

ধারে ও ভারে, কোনওটাতেই অবশ্য নারায়ণপুর ভূতনির সমকক্ষ নয়। ভূতনি চরের জনসংখ্যা প্রায় দেড় লাখ। আর নারায়ণপুর চরে বসবাস করেন এক হাজারের কিছু বেশি মানুষ। বাসিন্দাদের প্রধান জীবিকা মাছ ধরা। ভূতনির মতো এই চরটিও এবার গঙ্গার জলে প্লাবিত হয়েছিল। এখনও গোটা চরে জমে রয়েছে গঙ্গার জল আর কাদামাটি। সে সবের মধ্যেই কোনওক্রমে দিন গুজরান করছেন গ্রামের আট থেকে আশি সকলেই। ঘরে ঘুমোতে পারছেন না, তাই উঁচু উঁচু বাঁশের মাচা বেঁধে সেখানেই শিশুদের নিয়ে থাকছে পরিবারগুলি। গবাদিপশু আর মানুষ সমস্ত কিছুই এক জায়গায় গাদাগাদি করে রয়েছে। গোটা গ্রাম গঙ্গার জলে তলিয়ে গেলেও নারায়ণপুরে কিন্তু নিয়মিত কোনও ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়নি। এ পর্যন্ত মাত্র চারবার গ্রামে পৌঁছেছে সরকারি ত্রাণ। এই চর মানিকচক ব্লকের মানিকচক পঞ্চায়েতের অধীনে। মানিকচক গঙ্গার ঘাট থেকে রাজমহল ঘাট যাওয়ার পথেই পড়ে। মানিকচক ঘাট থেকে নৌকায় যেতে সময় লাগে প্রায় দেড় ঘণ্টা। তবে যদি গঙ্গায় প্রচণ্ড স্রোত আর ঢেউ থাকে, তাহলে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় লেগে যায় নারায়ণপুর চরে পৌঁছাতে। চরের বাসিন্দারা খুব প্রয়োজন না হলে গঙ্গা পেরোতে খুব একটা রাজি হন না। মহিলারা তো বেরোনই না। গ্রামের কিছু তরুণ ও মৎস্যজীবীরা অবশ্য পেটের দায়ে নৌকায় চেপে এদিক-ওদিক বের হন। । বর্তমানে গ্রামের প্রায় ২০০ জন অসুস্থ। কারও জ্বর, আবার কারও পেটের অসুখ। গ্রামের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষের হাত-পায়ে জলে থেকে ইনফেকশন হয়েছে। হাত-পা ফুলে গিয়েছে, ব্যথা করছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ফুলমতি চৌধুরী বলেন, 'এতদিন জল থাকায় এখানে মেডিকেল ক্যাম্প করা যায়নি। এখন জল কমেছে। চরে মেডিকেল ক্যাম্প করা হবে। এ ছাড়া সরকারি প্রতিনিধিদল আসবে গ্রামে সার্ভে করতে।'

নারায়ণপুর চরে বসবাসকারী প্রায় ২৫০টি পরিবারই দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন। খড়কুটো দিয়ে তৈরি কুঁড়েঘরেই থাকতে হয়। বন্যার জল গ্রামে ঢুকে পড়ায় সকলের বাড়ি কাদায় ভরে গিয়েছে। তাই এখনও গ্রামের বাসিন্দারা থাকছেন উঁচু বাঁশের মাচা বেঁধে। গ্রামে একবার ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। আর একবার বাসন, একবার চাল ও একবার শুকনো খাবার দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে। এদিকে, চরে গঙ্গার জল নেমে যাওয়ার পর থেকে মশামাছির উপদ্রব বেড়েছে। অনেকে রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। তাই অভিভাবকরা শিশুদের মশারির ভিতরে রাখছেন অধিকাংশ সময়। স্থানীয় রাকিয়া চৌধুরী বলেন, 'সরকারি কোনও সাহায্য আমরা পাচ্ছি না। একবার শুধু চাল পেয়েছিলাম।'

মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'বিগত সরকার এদের জন্য কিছুই করেনি। বর্তমান সরকার মডেল ভিলেজ তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে। ওই এলাকায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার সমস্যা রয়েছে। তাই আগামীতে আমরা তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছি।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com
আলোয় আলোয়।। কার্শিয়াংয়ে মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন কোচবিহারের মৌসুমি রায়।

রোহিণী রোড চওড়া করার সিদ্ধান্ত

পাহাড়ের উন্নয়ন নিয়ে বৈঠকে দুই মন্ত্রী

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : জামুনির পর্যটনস্থলকে ঢেলে সাজানো এবং পাহাড়জুড়ে নতুন পার্কিং জোন তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। একই সঙ্গে রোহিণী রোডকে চওড়া করা হচ্ছে। সোমবার পূর্ত এবং জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী অজয় পোদ্দারের উপস্থিতিতে দার্জিলিংয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে সাংসদ রাজু বিস্ট জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজে গতি নিয়ে আসা, সার্কুলার রোড তৈরি সহ পাহাড়ের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।' মন্ত্রী বলেন, '৫০ বছর আগে যে দার্জিলিং দেখেছি, এখনও তেমনই রয়েছে। কোনও উন্নয়ন হয়নি। গাড়ির সংখ্যা প্রচুর বেড়েছে, অথচ রাস্তাঘাট তৈরি হয়নি। ফলে যানজটে নাজেহাল হতে হচ্ছে।' দু'বছরের মধ্যে দার্জিলিংয়ের চেহারা বদলে যাবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী। এদিনই রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ কালিম্পংয়ে একাধিক প্রশাসনিক কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন।

দুপুরে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের অফিসে পূর্ত এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর এবং জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন অজয়। এই বৈঠকে সাংসদ রাজু বিস্ট, দার্জিলিং এবং কার্শিয়াংয়ের বিধায়ক যথাক্রমে নমন রাই এবং সোনম লামা উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে পূর্ত দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ নিয়ে আলোচনা হয়। দুধিয়ার সেতু নির্মাণের কাজ ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে শেষ করা হবে বলে পূর্ত দপ্তর রিপোর্ট দিয়েছে। সার্কুলার রোড তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে মন্ত্রীকে জানিয়েছেন পূর্ত আধিকারিকরা।

সূত্রের খবর, যানবাহনের চাপের কথা মাথায় রেখে রোহিণী রোডকে চওড়া এবং মজবুত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই বৈঠকে দার্জিলিং সহ পার্বত্য শহরগুলির যানজট সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। সাংসদ জানিয়েছেন, এই সমস্যা মেটাতে দার্জিলিং শহরের দুটি মাল্টিলেভেল পার্কিং জোনকে উন্নত করা হবে এবং ঘুম, লেবং, কালিম্পং, মিরিক, কার্শিয়াংয়ে আরও মাল্টিলেভেল পার্কিং জোন তৈরি করা হবে।

বিমল গুরুংয়ের আমলে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) তরফে জামুনির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা মাথায় রেখে পর্যটনকেন্দ্র তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু বিমল জিটিএ থেকে সরে যাওয়ার পরেই ওই প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এবার জামুনির পর্যটনস্থলকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে সাংসদ জানিয়েছেন। তাছাড়া জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকদের জল জীবন মিশন প্রকল্প নিয়ে তিনি বলেন, 'এখানে বিভিন্ন জটিলতায় কাজ আটকে ছিল। এই কাজ দ্রুততার সঙ্গে করতে বলা হয়েছে।'

এদিকে এদিন কালিম্পংয়ে পৌঁছে পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের (সিএডিসি) কালিম্পং অতিথিনিবাসের উদ্বোধন করেন। এখানে কৃষি বিপণন দপ্তরের মার্কেট কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি কৃষকদের নতুন প্রজাতির কমলালেবুর চারা বিলি করেন। দিলীপের বক্তব্য, 'একটা সময় দার্জিলিংয়ের মান্ডারিন কমলালেবুর নামডাক ছিল। কিন্তু সঠিক যত্ন এবং নজরদারি না থাকায় কমলালেবুর গাছগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেগুলিতে আর ফলন হচ্ছে না। তাই আমরা নতুন করে কমলালেবুর চারা দিচ্ছি।' দিলীপের সঙ্গে পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু প্রামাণিক, কালিম্পংয়ের বিধায়ক ভরত ছেত্রী সহ দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

দার্জিলিংয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে মন্ত্রী অজয় পোদ্দার, সাংসদ রাজু বিস্ট প্রমুখ।

কোথাও জাল নথি তৈরি করে, কোথাও সরকারি জমি লিজ দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকার তছরুপ চলছিল। জালিয়াতির এই জাল চোপড়া, এমনকি নকশালবাড়িতেও ছড়িয়েছে।

চোপড়ায় ভুয়ো নথির চক্র

বাজেয়াপ্ত আধার, ভোটার কার্ড

মনজুর আলম

চোপড়া, ২১ সেপ্টেম্বর : কাপড়ের দোকানের আড়ালে চলছিল ফোটোকপির দোকান। সেখানেই ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরির অভিযোগে চোপড়ায় এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। রবিবার রাতে গ্রেপ্তারের পর সোমবার আমিরুল ইসলামকে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানিয়ে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল বলেছেন, 'বিচারক ধৃতকে ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ধৃতের কাছ থেকে বেশি কিছু নকল আধার, ভোটার এবং প্যান কার্ড পাওয়া গিয়েছে।' যদিও অভিযুক্তের আইনজীবী ওয়াহেদুর রহমান বলেছেন, 'আমার মক্কেলকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ফাঁসানো হয়েছে।'

চোপড়া থানা এলাকাতেই একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার টাকায় জালিয়াতি, স্বনারশিপ কাণ্ড থেকে শুরু করে একের পর এক সাইবার প্রতারণার অভিযোগ সামনে এসেছে। এবার ফের নকল পরিচয়পত্র তৈরির অভিযোগ উঠল সেই চোপড়াতেই।

ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার রাকেশ সিংয়ের কথায়, 'আধার, প্যান কার্ড সহ বিভিন্ন নথি তৈরির কাজ করা হচ্ছিল। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনায় আর কে কে জড়িত এবং কতদিন ধরে এই কাজ চলছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চোপড়ার কলেজপাড়া এলাকায় আমিরুলের কাপড়ের দোকানের সঙ্গে থাকা একটি ফোটোকপির দোকানে ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরি হত বলে খবর আসে। সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালান তদন্তকারীরা। তল্লাশিতে একটি ল্যাপটপ, ৩২ জিবি পেনড্রাইভ এবং বেশ কিছু সন্দেহজনক নথি বাজেয়াপ্ত হয়। পুলিশ সূত্রে দাবি, নথিগুলির মধ্যে ৪৭টি আধার, ৫টি ভোটার ও ৫টি প্যান কার্ড রয়েছে। পাশাপাশি জমি সংক্রান্ত কিছু নথিও উদ্ধার হয়েছে।

তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, সফটওয়্যারের মাধ্যমে আসল নথির আদলে তথ্য, সরকারি সিল এবং স্বাক্ষর তৈরি করে নতুন পরিচয়পত্র বানানো হত। পরে টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে সেই নথি সরবরাহ করা হত। সরকারি প্রকল্প বা বিভিন্ন সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রেও ওই জাল নথি ব্যবহার করা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিশের দাবি, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আমিরুল জাল নথি তৈরির কথা স্বীকার করেছেন। উদ্ধার হওয়া ল্যাপটপ ও পেনড্রাইভ ফরেন্সিক পরীক্ষায় পাঠানো হবে। তবে ধৃতের দাদা জাহাঙ্গির আলমের দাবি, তাঁর ভাই এ ধরনের কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত নন। তিনি কয়েক বছর ধরে ফিন্যান্স কোম্পানির ঋণের কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

- তল্লাশিতে একটি ল্যাপটপ, ৩২ জিবি পেনড্রাইভ উদ্ধার হয়
- সরকারি প্রকল্প বা বিভিন্ন সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে ওই জাল নথি ব্যবহার করা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা
- ঘটনায় আর কে কে জড়িত এবং কতদিন ধরে এই কাজ চলছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে

সই জাল কাণ্ডে ধৃতদের আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সোমবার।

সই জালে ধৃত সরকারি কর্মী

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : সরকারি আধিকারিকদের সই জাল এবং সরকারি জমি লিজ দেওয়ার নামে নথিপত্র জাল করার সঙ্গে বিপুল টাকা নিয়ে তছরুপের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন হাসপাতালের এক কর্মী। নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের ওই কর্মী গ্রেপ্তার হতেই এলাকায় শোরগোল ছড়িয়েছে। একই সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছে এক চায়ের দোকানদার। নকশালবাড়ি থানার সামনেই ওই চা দোকানদার ভুয়ো বিএলঅ্যান্ডএলআরও সেজে ফোন করতেন। অবশেষে বাগডোগরার এক নার্সিংহোমের চিকিৎসকের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ সোমবার ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করে।

অভিযুক্ত গৌতম দত্ত নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের এক্স-রে বিভাগের টেকনিশিয়ান পদে কর্মরত। দীর্ঘ ১২ বছর ধরে তিনি নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। গৌতম সরকারি হাসপাতালের কর্মী হলেও ঘুরপথে ওই চিকিৎসকের বাগডোগরার নার্সিংহোমে কাজ করতেন। নকশালবাড়িতে প্রাইভেট ক্লিনিক চালাতেও চিকিৎসক ওই চিকিৎসককে সহযোগিতা করতেন।

শুভম ঘোষ থানার সামনেই চা ও লটারি বিক্রি করতেন। গৌতমের টাকার প্রলোভনে পড়ে শুভম বেশ কয়েকবার বাগডোগরার ওই চিকিৎসককে বিএলঅ্যান্ডএলআরও সেজে ফোন করেন। জমির সব নথিপত্র সঠিক আছে বলে ওই চিকিৎসককে ফোনে চাপ দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগডোগরার ওই চিকিৎসক তাঁর নিজের নার্সিংহোমের ট্রাস্টের নামে সরকারি জমি লিজে নেওয়ার দায়িত্ব দেন গৌতম দত্তকে। এরপরেই গৌতম নথি জাল করে টাকা হাতানোর ছক কষেন। সরকারি জমির লিজপত্রে দার্জিলিংয়ের ডিএলএলআরও এবং বিএলএলআরও-র সই জাল করে বাগডোগরার ওই চিকিৎসককে দেন গৌতম। এই সইগুলি তিনি নিজেই করেন। এই নথি দিয়ে ধাপে ধাপে মোট ১৭ লক্ষ টাকা আদায় করেন গৌতম। চা দোকানদার শুভমকে বিএলএলআরও সাজিয়ে ফোনে সরকারি জমির লিজের নথিপত্র যে সঠিক, তা বলা হত। সবকিছু ঠিকঠাক চললেও বিষয়টি নিয়ে ওই নার্সিংহোমের চিকিৎসক নিজেই

পাকড়াও চায়ের দোকানদারও

একদিন দার্জিলিংয়ের অতিরিক্ত জেলা শাসকের দপ্তরে সমস্ত লিজের নথিপত্র যাচাই করতে যান। এরপরেই মাথায় হাত পড়ে তাঁর। কারণ অতিরিক্ত জেলা শাসক এমন কোনও জমি লিজ দেননি এবং তাঁর সই জাল করা হয়েছে বলে জানান। লিজের নথিপত্রে বিএলএলআরও-র সইও জাল করা হয়েছে বলে জানতে পেরে রবিবার নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই চিকিৎসক। অভিযোগ পেয়েই পুলিশ সোমবার গৌতম এবং চা দোকানদার শুভমকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতারণা, টাকা আত্মসাৎ, সরকারি আধিকারিকের সই জালিয়াতি সহ একাধিক মামলা রুজু করা হয়েছে। সোমবার দুজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। তবে ওই চিকিৎসককে ফোন করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি।

কুরুক্ষেত্রে খুনে অভিযুক্ত ৩ ধরা পড়ল বাগডোগরায়

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২১ সেপ্টেম্বর : হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রের পেহুয়ায় খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত তিন তরুণকে বাগডোগরা থানার পুলিশ এবং শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) গ্রেপ্তার করল। নেপালে পালানোর পথে সোমবার বাগডোগরা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের পরে হরিয়ানা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হরিয়ানা পুলিশ এদিনই তাঁদের শিলিগুড়ি আদালতে তুলে ট্রানজিট রিমান্ডে হরিয়ানায় নিয়ে যায়। ধৃতরা হলেন যশনপ্রীত সিং, করণ কৌশল ও আশিস সিং। যশনপ্রীত ও করণ পেহুয়ার বাসিন্দা। আশিসের বাড়ি পাতিয়ালায়।

এই খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে হরিয়ানাজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। গুরুপ্রীত সিংয়ের দেহ সড়কে রেখে পেহুয়া শহরে অবরোধ শুরু হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে এলাকা প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে।

হরিয়ানা পুলিশ ও বাগডোগরা পুলিশ সূত্রে খবর, সেখানকার কলেজে ছাত্র সংগঠন দখল করা নিয়ে কিছু দিন ধরে দুই দলের মধ্যে বিরোধ চলছিল। একে অপরকে হুমকি দেওয়াও চলছিল। গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে অভিযুক্ত তিনজন সহ আরও কয়েকজন তরুণ বিরোধী পক্ষের গুরুপ্রীত সিংয়ের গাড়ি থামিয়ে তাঁকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। এরপর তলোয়ার দিয়ে গুরুপ্রীতের মাথা ও হাতে আঘাত করা হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর গুরুপ্রীত মারা যান।

গুরুপ্রীতের পরিবার খুনের মামলা রুজু করলে পেহুয়া থানার পুলিশ আগেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে হেপাজতে নেয়। কিন্তু অভিযুক্ত আরও তিনজন গ্রেপ্তার না হওয়ায় বাসিন্দারা গুরুপ্রীতের দেহ নিয়ে সড়ক অবরোধ করেন। পরিবারের দাবি, করণই এই খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত। তিনিই তলোয়ার নিয়ে গুরুপ্রীতের ওপর হামলা চালান। এজন্য করণ সহ বাকি অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার না হলে অবরোধ তোলা হবে না বলে দাবি জানানো হয়।

হরিয়ানা পুলিশের তরফে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এরপর বাগডোগরা থানার পুলিশ এবং এসওজি অভিযুক্তদের ধরতে ফাঁদ পাতে। পুলিশ জানতে পারে, ১৫ সেপ্টেম্বর হরিয়ানা থেকে গাড়িভাড়া করে তিনজন বেরিয়ে ভুটানে চলে যান। ভুটান থেকে সোমবার তাঁরা বাগডোগরা হয়ে নেপালে পালানোর চেষ্টা করছিলেন। তার আগেই বাগডোগরা থানা এলাকা থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সোমবার হরিয়ানা পুলিশের পাঁচজনের একটি দল বাগডোগরায় পৌঁছায়। হরিয়ানা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'ধৃত তিনজনের মধ্যে করণই মূল অভিযুক্ত। এঁদের গ্রেপ্তার না করা হলে ওখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হত না।'

বাড়িতে চুরি

খড়িবাড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : দিনদুপুরে খড়িবাড়ি বিডিও অফিসের পাশে এক শিক্ষিকার বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটল। খড়িবাড়ি তারকনাথ সিন্দুরবালা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা বিথি রায় তাঁর ছেলের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সোমবার সকালে বাড়িতে তালা দিয়ে হাতিঘিসার একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে যান। দুষ্কৃতীরা বাড়ির পেছনের জানলা ভেঙে এবং লোহার গ্রিল খুলে আলমারি ও লকার ভেঙে সোনা ও রুপোর গয়না সহ কিছু নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। বিকেলে পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে ফিরে শিক্ষিকা বিষয়টি বুঝতে পেরে খড়িবাড়ি থানার পুলিশকে জানান। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সাত দফা দাবি

নকশালবাড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : সাত দফা দাবিতে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় ঘেরাও করে ডেপুটেশন দিল নকশালবাড়ি ব্লক কংগ্রেস। সোমবার নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্তী কিরোকে ডেপুটেশন দেন কংগ্রেসের কর্মীরা। ১২৫ দিনের কাজ চালু, নতুন জব কার্ড প্রদান, প্রতিটি গ্রাম সংসদ এলাকায় পথবাতি বসানো, পানিঘাটা মোড় থেকে রথখোলা মোড় পর্যন্ত রাস্তা পুজোর আগেই সংস্কার, নালা পরিষ্কার এবং ডেঙ্গি প্রতিরোধের দাবিতে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

দুর্ঘটনায় জখম

চোপড়া, ২১ সেপ্টেম্বর : চোপড়ার মেরধাগছ এলাকায় সোমবার বিকেলে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক স্কুটারচালক। এদিন ওই ব্যক্তি স্কুটারে চেপে চোপড়ার দিকে যাচ্ছিলেন। মেরধাগছ এলাকায় পৌঁছাতেই আচমকা একটি ছাগল রাস্তার উপর চলে আসে। ছাগলটিকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটার থেকে ছিটকে পড়েন ওই চালক।

সংকটে সাহু

কাঠামো ও পুজোর সামগ্রীতে ভরেছে সাহু নদী। সোমবার সূত্রধরের ক্যামেরায়।

বার্ধক্য ভাতার আবেদন করতে গিয়ে মৃত্যু

চাকুলিয়া, ২১ সেপ্টেম্বর : বার্ধক্য ভাতার আবেদন জমা দিতে এসে ব্লক অফিস চত্বরেই মৃত্যু হল বাকু সিংহ নামে একানব্বই বছরের এক বৃদ্ধের। সোমবার চাকুলিয়ার বিডিও অফিসের এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। তিনি চাকুলিয়া থানার মাজরা ডুমুরটোলা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকাল থেকেই অন্নপূর্ণা যোজনা সংক্রান্ত একাধিক দাবি নিয়ে স্থানীয় মহিলাদের বিক্ষোভ চলছিল বিডিও অফিস চত্বরে। ফলে কার্যালয় চত্বরে ছিল উপচে পড়া ভিড় ও চরম বিশৃঙ্খলা। ঠিক সেই সময়ই বার্ধক্য ভাতার আবেদনপত্র জমা দেওয়ার আশায় ব্লক অফিসে পৌঁছান বাকু সিংহ। কিন্তু কার্যালয়ের মূল ফটকে মাত্রাতিরিক্ত ভিড়ের কারণে তিনি ভেতরে ঢুকতে পারেননি। দীর্ঘক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করার পর ক্লান্ত হয়ে তিনি বাইরেই বসে পড়েন। কিছুক্ষণ পর আচমকাই মাথা ঘুরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হলে চিকিৎসকরা অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তবে সেই সময় তাঁর সঙ্গে কোনও আত্মীয় না থাকায় তাঁকে বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। শেষপর্যন্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই মারা যান তিনি। ঘটনায় শোক প্রকাশ করে চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিবি তাজকেরা খাতুন বলেছেন, 'এই ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও মর্মান্তিক। পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তর থেকে বহু যোগ্য ব্যক্তির বার্ধক্য ও বিধবা ভাতার আবেদন জেলা স্তরে পাঠানো হলেও সেখান থেকে কোনও সবুজ সংকেত মিলছে না। যার চরম খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ অসহায় মানুষকে।'

গ্রেপ্তার চালক

বাগডোগরা, ২১ সেপ্টেম্বর : রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে নদী থেকে বালি-পাথর তুলে পাচারের অভিযোগে একটি ট্রাক্টর আটক করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে চালক সুজিত সিংহকে। তারাবাড়ি থেকে বাগডোগরা থানার পুলিশ ট্রাক্টরটি আটক করে। চালক চালান দেখাতে না পারায় ট্রাক্টরও গ্রেপ্তার করা হয়।

বাচ্চাটিকে দেখে বড় মায়া হল

অজয় দাস
উদ্ধারকারী

তখন সকাল পৌনে আটটা বাজে। হঠাৎ আমার বন্ধু তপন দাস আমাকে ফোন করে বলল, ব্যারেজের গেট পেরিয়ে ভেসে যাচ্ছে একটি হাতির বাচ্চা। সঙ্গে সঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়ি এবং উদ্ধারের জন্য সবাইকে ডাকাডাকি করি। বাবলু দাস, মিঠু দাস, বিশ্বনাথ দাস ও গোপাল দাস সবাই চলে আসে। আমরা নৌকা নিয়ে উত্তাল তিস্তার জলে নেমে পড়ি। দূরে হাতির বাচ্চাটি দেখা যাচ্ছিল। আমরা লাগাতার বৈঠা বেয়ে ওর কাছাকাছি চলে যাই। প্রায় চার কিমি দূরের কাঠামবাড়ি এলাকার পাঞ্জাবপাড়ার আগে বাচ্চাটিকে উদ্ধার করি।

হাতির বাচ্চাটির বয়স মাত্র দু'-তিনদিন। দেখেই বড় মায়া হল। সবাই মিলে ওকে উদ্ধার করে আমাদের বাড়ির কাছে বারো নম্বর শান্তি কলোনিতে এনে কোলে তুলে নৌকা থেকে নামালাম। এরপর বন বিভাগের কর্মীরা এলেন। তাঁদের হাতে বাচ্চাটি তুলে দিয়েও সঙ্গ ছাড়িনি।

বাচ্চাটিকে নিয়ে গেলাম বাঁধের মাথায়। একটু দূরে অপেক্ষা করছিল একটি হাতির দল। ওই দলে বাচ্চাটির মা ছিল। কিছুক্ষণ পর বাচ্চার ডাক শুনে উন্মাদের মতো সে ছুটে এল। বাচ্চাটিও মাকে দেখে যেন আত্মহারা। প্রথমে ওরা চিৎকার করছিল। বাইরে থেকে ভয়ও হয়ে গেল। মা হাতিটি বাচ্চাকে স্নান করিয়ে দিল নদীর জলে। ধীরে ধীরে দুজনই শান্ত হয়ে গেল। এরকম আবেগঘন দৃশ্য আগে কখনও দেখিনি। এই ঘটনা সারাজীবন মনে থেকে যাবে।

একটি হস্তীশাবককে দলে ফিরিয়ে দিতে প্রচুর ধৈর্য ও সময়ের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে অবশ্য বন দপ্তর দ্রুততার সঙ্গে পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে পেরেছে। সেই কারণেই মা তার শাবককে ফিরিয়ে নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পার্বতী বড়ুয়া হস্তীবিশারদ

মানুষের ছোঁয়া লেগেছিল হস্তীশাবকের গায়ে। তবু তাকে দূরে ঠেলে দেয়নি মা। এখন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে হাতিরা মানুষের কাছাকাছি চলে আসছে। ফলে মানুষের সংস্পর্শে এলে কোনও শাবককে দল থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে হাতিরা, এমনটা সব ক্ষেত্রে নাও হতে পারে বলে মনে করছেন বন আধিকারিকরা। দলছুট শাবককে দলে ফেরানোর ক্ষেত্রে গজলডোবার ঘটনা বনকর্মীদের নতুন করে আশাবাদী করছে।

মায়ের টান মুছল না মানুষের স্পর্শেও

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ২১ সেপ্টেম্বর : মানুষ হোক বা বন্যপ্রাণী - মায়ের স্নেহ যে তুলনাহীন, সোমবার তার সাক্ষী রইল গজলডোবা।

মানুষের ছোঁয়া লেগেছিল শাবকের গায়ে। তবু তাকে দূরে ঠেলে দিল না মা। বরং তিস্তার জলের মধ্য দিয়ে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসা তিন-চারদিন বয়সি শাবককে শুঁড় দিয়ে নিজের কাছে টেনে নিল সে। তারপর শুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে যেন শাবকটির শুদ্ধ করে আপন করে নিল মা হাতি। একবার দলছুট হয়ে মানুষের সংস্পর্শে আসার পর সাধারণত দলের সদস্যকে আর ফিরিয়ে নেয় না হাতিরা— এমন ধারণাই প্রচলিত। অথচ এদিন মানুষের হাতে উদ্ধার হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মায়ের কাছে ফিরল নবজাতক। তবে কি বদল আসছে হাতিদের স্বভাবেও? একটি ঘটনা দিয়ে অবশ্যই এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়, মত ওয়াকিবহাল মহলের। কিন্তু দলছুট শাবককে দলে ফেরানোর ক্ষেত্রে গজলডোবার এই ঘটনা যে বনকর্মীদের নতুন করে আশাবাদী করছে, তা বলাই যায়।

বিশিষ্ট হস্তীবিশারদ পার্বতী বড়ুয়া বলেন, 'অতীতেও এমন ঘটনা ঘটেছে। একটি হস্তীশাবককে দলে ফিরিয়ে দিতে প্রচুর ধৈর্য ও সময়ের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে অবশ্য বন দপ্তর দ্রুততার সঙ্গে পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে পেরেছে। সেই কারণেই মা তার শাবককে ফিরিয়ে নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।' পার্বতীর কথাতেই সায় দিয়েছেন গরুমারার অভিজ্ঞ মাহুত দীনবন্ধু বর্মন। তিনিও বলেন, 'শাবকটি দলছুট হওয়ার পর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সেই কারণেই হয়তো মা তাকে সহজেই গ্রহণ করেছে। আরও বেশি সময় কেটে গেলে পরিস্থিতি অন্য রকমও হতে পারত।'

মায়ের সঙ্গে নিশ্চিন্তে। সোমবার গজলডোবায়।

প্রাক্তন বন আধিকারিক বিমল দেবনাথ বলেন, 'এখন তো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে হাতিরা মানুষের খুব কাছাকাছি চলে আসছে। ফলে মানুষের সংস্পর্শে এলে কোনও শাবককে দল থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে হাতিরা, এমনটা সব ক্ষেত্রে নাও হতেই পারে।' বিমল মনে করেন, শাবকটি আগামী কয়েকদিন দলের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে রয়েছে কি না, সেদিকে নজর রাখা জরুরি। আরও কয়েকদিন পর্যবেক্ষণের পরই নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে তাকে দলে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মলে শ্লীলতাহানি

অ্যাক্রোপলিস মলে সিনেমা দেখতে গিয়ে হেনস্তার শিকার চিকিৎসক দম্পতি। অভিযোগ, মহিলাকে কুমন্তব্য করেন মদ্যপ ৬ তরুণ। প্রতিবাদ করায় পালটা শ্লীলতাহানি করা হয়। কসবা থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে ছ'জনকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

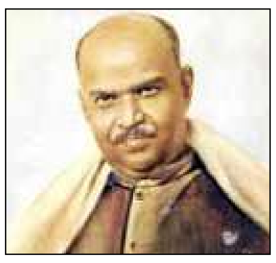

থিমে শ্যামাপ্রসাদ

সুরুচির পুজোয় হাতবদল হতে পুজোর থিমে জায়গা পেলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর ১২৫তম জন্মদিনের কথা মাথায় রেখে এই থিম নির্বাচন করা হয়েছে কমিটির তরফে। মণ্ডপের শিল্পীরা জানিয়েছেন, সেখানে শ্যামাপ্রসাদের বিরাট মূর্তিও থাকবে।

ইডির রিপোর্ট

প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুকে জেলে রেখে কী কী তথ্য পেয়েছে ইডি, তার রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট। সোমবার সুজিতের জামিন মামলায় গত ৬০ দিনের তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কেও জানতে চাওয়া হয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর এই বিষয়ে চূড়ান্ত শুনানি করতে চায় আদালত।

দখলদারি

ফের সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ে দখলদারির অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। হরিদেবপুরের অফিসে ঝোলানো হয় তালা। দেওয়ালে গেরুয়া রং করে দেওয়ার অভিযোগ। সিপিএম সমর্থকরা ওই তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে গেরুয়া রং মুছে দেয়।

লগ্নির খোঁজে মুম্বই পৌঁছলেন শুভেন্দু

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের জন্য লগ্নির খোঁজে সোমবার আম্বানি গোষ্ঠীর কর্ণধারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মুম্বই গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে বিনিয়োগ টানতে মুকেশ আম্বানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, কিছুদিন আগে এমন কথাই শোনা গিয়েছিল নবান্ন সূত্রে। কিন্তু এযাত্রায় সম্ভবত মুকেশের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হচ্ছে না। নবান্ন সচিবালয় সূত্রে খবর, খুব সম্ভবত অনন্ত আম্বানির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হতে পারে। যদিও তাঁর মুম্বই সফরের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর দপ্তর থেকে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি।

রাজ্যের শিল্প খরা কাটাতে বড় শিল্প দরকার। বৃহৎ শিল্প ছাড়া কর্মসংস্থানে জোয়ার আনা যাবে না। বিজেপি ও রাজ্য সরকার এব্যাপারে একমত। সেই লক্ষ্যে আদানি, আম্বানি, টাটার মতো বড় শিল্পপতিদের এরাজ্যে বিনিয়োগের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কথা ছিল গণেশ পুজোর পরেই আম্বানি গোষ্ঠীর কর্ণধারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মুম্বই যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন নিউটাউনের সরকারি অনুষ্ঠান সেরে মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে তাঁর কর্মসূচি নিয়ে খোলসা করতে চাননি তিনি। তবে নবান্ন সচিবালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুম্বইয়ে মুকেশ আম্বানির ছেলে অনন্ত আম্বানির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করতে পারেন। সম্প্রতি অনন্ত আম্বানির বনতারা প্রকল্পের একটি শাখা পূর্ব ভারতে করার ব্যাপারে ইচ্ছাপ্রকাশ করা হয়েছিল। রবিবার পুরুলিয়ায় প্রশাসনিক বৈঠকে জঙ্গলমহলের উন্নয়নে পুরুলিয়াতে একটি অভয়ারণ্য গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু জঙ্গলমহলই নয় উত্তরবঙ্গের তরাই, ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক বনভূমিকে সংরক্ষণ ও সেখানে অভয়ারণ্য গড়ে তোলার ব্যাপারেও রাজ্য সরকার খতিয়ে দেখছে বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনিক মহলের অনেকে মনে করছেন মুম্বইয়ে অনন্ত আম্বানির সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যে বনতারার মতো অভয়ারণ্য গড়ে তোলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হতে পারে।

- সোমবার মুম্বই গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে অনন্ত আম্বানির সঙ্গে বৈঠক হতে পারে
- রাজ্যের শিল্প খরা কাটাতে বড় শিল্প দরকার। সেই লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য সরকার
- রাজ্যে বনতারার মতো অভয়ারণ্য গড়ে তোলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হতে পারে অনন্তর

বিগত সরকারের আমলে রাজ্যে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে একাধিকবার সম্মেলনের মঞ্চে হাজির হয়েছেন মুকেশ আম্বানি। রাজ্যে ফাইবার অপটিকস কেবল পাতা নিয়ে আম্বানি গোষ্ঠীর চুক্তিও হয় সেইসময়। মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাতেই এই বিষয়ে বিনিয়োগ নিয়ে সুনির্দিষ্ট আশ্বাসও দেন মুকেশ। ফাইবার অপটিকস ছাড়াও রাজ্যে আরও গোষ্ঠীর বিনিয়োগ নিয়ে কথাও হয়। ওই পর্যন্তই। বিগত সরকারের শিল্পায়নের সমালোচনায় এসব দৃষ্টান্তকে সামনে এনেই মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, শুধু ছবি তোলার জন্য শিল্পপতিদের নিয়ে সম্মেলন নয়। সুনির্দিষ্টভাবে বিনিয়োগের প্রস্তাব এবং কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হলে তবেই সেব্যাপারে উৎসাহ দেখাবে সরকার।

তবে নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর আম্বানি গোষ্ঠী আবার এ রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করায় নতুন করে আবার এই নিয়ে নবান্ন নড়েচড়ে বসেছে।

মুম্বইয়ে বৈঠক সেরে এদিন রাতেই মুখ্যমন্ত্রীর কলকাতা ফেরার কথা।

উচ্চমাধ্যমিক শুরু...

পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে সমবেত প্রার্থনা ছাত্রীদের। (ডানদিকে) বাবার সঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্রের পথে। সোমবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

তহবিল মমতার হাতেই

নির্দেশ হাইকোর্টের, ধাক্কা ঋত-শিবিরে

রিমি শীল

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : প্রতীক ও নাম হাতছাড়া হয়েছে কালীঘাট তৃণমূলের। তবে দলীয় তহবিল নিয়ে স্বস্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের। ফ্রিজ হওয়া তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করার অধিকার আপাতত বজায় রইল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলের কাছে। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দিয়েছেন, পরের বছর ২৯ জানুয়ারি বা পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় টাকা খরচ করতে পারবে তারা। দলের প্রতীক ও নাম নিয়ে এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি নির্বাচন কমিশন। তাই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বাধা নেই। এদিন কমিশনের অন্তর্বর্তী নির্দেশ এবং রাজ্যের আপত্তিকে গুরুত্ব দেয়নি হাইকোর্ট। আদালতের নির্দেশের ফলে ফের ধাক্কা খেল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল শিবির।

- ফ্রিজ হওয়া তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করার অধিকার আপাতত বজায় রইল
- পরের বছর ২৯ জানুয়ারি বা পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তহবিল থেকে টাকা খরচ করা যাবে
- প্রতীক কার হাতে যাবে তা নির্বাচন কমিশনের কাছে বিচারাধীন

চলতি বছরের ৯ জুলাই কালীঘাট তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করেছিল হাইকোর্ট। সেই নির্দেশেরই মেয়াদ এদিন বাড়িয়ে বিচারপতি জানিয়েছেন, 'কালীঘাট তৃণমূলের স্বীকৃত দুজন তিনটি অ্যাকাউন্টের চেকে সই করতে পারবেন। তারপর আদালত নিযুক্ত অফিসার সই করলে ব্যাংক টাকা দেবে।' সম্প্রতি তৃণমূলের প্রতীক ফ্রিজ করেছে নির্বাচন কমিশন। অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়, 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' নামও ব্যবহার করা যাবে না। রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার এদিন আদালতে সওয়াল করেন, কমিশনের অন্তর্বর্তী নির্দেশ অনুযায়ী নাম ব্যবহার করতে পারবে না তৃণমূলের কোনও গোষ্ঠী। এছাড়াও অ্যাকাউন্টগুলি নিয়ে তদন্ত চলছে। প্রতিটি অ্যাকাউন্টে বড় অঙ্কের টাকা রয়েছে। তাই এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নেই। কালীঘাট তৃণমূলের আইনজীবী সোহেব আলম বলেন, প্রতীক কার হাতে যাবে তা নির্বাচন কমিশনের কাছে বিচারাধীন। অন্তর্বর্তী নির্দেশের ভিত্তিতে অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে বিচারপতি জানতে চান, 'নির্দেশ যদি কালীঘাট তৃণমূলের বিরুদ্ধে যায় সেক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী হবে?' সওয়াল-জবাব শেষে এখনই কালীঘাট তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞা দিতে চায়নি হাইকোর্ট।

ভোটের আগে পর্যন্ত জেলে মিলন

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : উপনির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত জেলেই থাকতে হচ্ছে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে। সোমবার নতুন মামলায় হলদিয়া ও কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করানো হয় নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থীকে। ভার্চুয়াল শুনানির শেষে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। সমস্ত তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে কাঁথি মহকুমা আদালতের বিচারক মিলনকে ২৩ সেপ্টেম্বর সশরীরে আদালতে হাজির করাতে বলা হয়েছে। অন্যদিকে, আগেই তিনটি মামলায় ৩ অক্টোবর পর্যন্ত মিলনকে জেল হেপাজতে রাখারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রক্ষাকবচ চেয়ে এদিনই কলকাতা হাইকোর্টের

দ্বারস্থ হয়েছেন মিলন। আরও পাঁচটি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে বলে হাইকোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাঁর আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার তাঁর মামলা শুনবে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চ। সব মিলিয়ে নির্বাচনের আগে আইনি টানাপোড়েনে ঝুলেই রইল প্রার্থী।

হাতে গুনে আর মাত্র দু'সপ্তাহ বাকি উপনির্বাচন। তার মধ্যে সকলের নজরে 'হট সিট' নন্দীগ্রাম। ময়দানে শুধু রয়েছেন বিজেপি, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল, সিপিআই সহ অন্যান্য দলের প্রার্থী। এই পরিস্থিতিতে জেল বন্দি মিলনের হয়ে প্রচারে নামছে প্রদেশ নেতৃত্ব। এদিন নন্দীগ্রামের মীরের বাজার এলাকায় সকাল ৮টায় মিছিল করে কংগ্রেস। বিকেলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার সামসাবাদের সরস্বতী বাজারে প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নেন। এর পর মিলনের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখাও করেছেন। প্রার্থীর অনুপস্থিতিতে কোনও মতেই যাতে প্রচারে খামতি না থাকে বা প্রচার কাজ কীভাবে এগোনো হবে তা নিয়ে স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বদের সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি। মিলনের স্ত্রী অর্পিতা প্রধানও স্বামীর হয়ে ভোট প্রার্থনা করেছেন। তিনি বলেন, 'ভোটে রায় দিয়ে মানুষ সত্যের পক্ষে জবাব দিক।'

বাবরি মসজিদ ইস্যুতে হাজিরা হুমায়ুনের

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : বরাতজোরে রেজিনগরের ইভিএমে থেকে গেল বামেরা। সোমবার রেজিনগরের উপনির্বাচনের জন্য আরএসপির কোদাল-বেলচা প্রতীক বাতিল করে নতুন প্রতীক বরাদ্দ করে কমিশন। এরপরই উপনির্বাচন থেকে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে আরএসপি। তবে ফ্রন্টের বড় শরিক সিপিএমের প্রার্থী থাকছে। এতে রেজিনগরের ফলে বিশেষ কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এদিকে ঘণ্টা চারেক পুলিশি জেরার পর বহরমপুর থানা থেকে বেরিয়ে আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান হুমায়ুন কবীর বলেন, তিনি ভোটের ময়দান ছাড়ছেন না। পুলিশ, বিজেপি এবং অবিভক্ত তৃণমূলকে একযোগে নিশানা করে হুমায়ুন জানালেন, তাঁর ছেড়ে দেওয়া রেজিনগরে আসনে বিজয়ী হবেন পুত্র গোলাম নবী আজ়াদ'ই।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের আগেই রেজিনগরে প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছিল সিপিএম। তার জেরে

রেজিনগরে হাওয়া বিজেপির পালে

ক্ষোভপ্রকাশ করেছিল আরএসপি। কারণ, রেজিনগরে বামফ্রন্টের আসন আরএসপিকে ছাড়ার জন্য সিপিএমের কাছে দাবি জানিয়েছিল আরএসপি নেতৃত্ব। যদিও আরএসপি নেতৃত্বকে তখনই সিপিএম জানিয়েছিল রেজিনগর থেকে এবার তারাই লড়তে চায়। শরিকি এই টানাপোড়েনে শেষপর্যন্ত আরএসপির দাবি খারিজ করে সিপিএম প্রার্থী ঘোষণা করায় সিপিএমের পাশাপাশি আরএসপিও প্রার্থী ঘোষণা করেছিল। তা নিয়ে জট পাকিয়েছিল রেজিনগরে। সোমবার নির্বাচন কমিশন আরএসপির প্রতীক বাতিল করে দেওয়ায় রেজিনগরের উপনির্বাচন থেকেই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আরএসপি। প্রাথমিকভাবে কমিশনের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরে বিরোধী রাজনৈতিক মহল থেকে কমিশনের সমালোচনা করা হলেও আরএসপি নিজেই স্বীকার করেছে, তাদের ভুলেই প্রতীক খারিজ হয়েছে। সাধারণভাবে স্ক্রুটিনির দিনে প্রতীক জমা দেওয়াই রীতি। কিন্তু এবার সেই নিয়ম বদলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিনে প্রতীক জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। আরএসপির সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভট্টাচার্য জানান, 'যাঁর ওপর দায়িত্ব ছিল, তিনি ভুলবশত কমিশনের ওই পরিবর্তিত নির্দেশ খেয়াল করেননি। সেই কারণে আমাদের প্রতীক খারিজ হয়েছে।' তবে প্রতীক খারিজ হওয়ার জেরে আরএসপি সরে দাঁড়ানোয় রেজিনগরের ভোটে ফ্রন্টের দুই শরিকের লড়াইয়ে ভোট ভাগাভাগির সম্ভাবনা কমল।

রণক্ষেত্র ভাঙড় কলেজ

সায়ন্তনকে আটকে বিক্ষোভ

ভাঙড়, ২১ সেপ্টেম্বর : ফের ছাত্র সংঘর্ষ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এবার ভাঙড় কলেজ। এসএফআই-আইএসএফ সমর্থক ছাত্রদের সঙ্গে এবিভিপির সংঘর্ষে সোমবার রণক্ষেত্রের চেহারা নিল কলেজ চত্বর। এদিন পরিচালন সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথমবার ভাঙড় কলেজে আসেন বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু। তাঁর ক্যাম্পাসে ঢোকা আটকাতে গেট আটকে বিক্ষোভ দেখায় এসএফআই এবং আইএসএফ সদস্যরা। একটানা 'গো-ব্যাক' স্লোগান ওঠে বিজেপি নেতার উদ্দেশে। পালটা স্লোগান দেয় এবিভিপিও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে পুলিশ। ২ জনকে আটক করা হয়। বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে সায়ন্তনের কলেজে ঢোকার ব্যবস্থা করে দেয় নিরাপত্তাবাহিনী। কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিটিংও করেন তিনি।

বাধা পাওয়া প্রসঙ্গে সায়ন্তন বসু বলেন, 'আমি সরকারের নির্দেশে এখানে এসেছিলাম। দায়িত্ব নিয়ে আমার কাজ করেছি। কলেজ পরিদর্শনও করেছি। আবার যেদিন প্রিন্সিপাল ডাকবেন বা আমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার হবে বা সরকার পাঠাবে, সেদিন আবার আসব।'

এসএফআই নেতা দীপাঞ্জন নস্করের প্রশ্ন, 'ভাঙড়ে গুণীজনদের অভাব নেই, তা সত্ত্বেও কেন সায়ন্তন বসুকে সমিতির সভাপতি করা হল? আর তিনি কেন বাইরের লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে কলেজে প্রবেশ করবেন?' বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের আরও দাবি, 'কর্তৃপক্ষ চাইলেই আলোচনা করে বিষয়টি মেটাতে পারত। কিন্তু তাঁরা সরাসরি পুলিশকে ক্যাম্পাসে ঢোকার নির্দেশ দেয়। পুলিশ নির্বিচারে আমাদের মেরেছে।' আটক ২ জন পড়ুয়ার মুক্তির দাবিতে রাত পর্যন্ত ভাঙড় থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন ছাত্রছাত্রীরা।

আইএসএফ-এর বিধায়ক

- পরিচালন সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পর ভাঙড় কলেজে আসেন বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু
- বিক্ষোভ দেখায় এসএফআই এবং আইএসএফ, চলে 'গো-ব্যাক' স্লোগান
- পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে পুলিশ। আটক হয় ২ জন

নৌশাদ আবার বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের সুরেই বলেন, 'সরকার সায়ন্তন বসুকে পরিচালন সমিতির মাথায় বসিয়েছে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যদি বহিরাগতরা কলেজে এসে হইহই করে, তাহলে নিশ্চিতভাবে পড়ুয়ারা বিক্ষোভ দেখাবেই।' বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষের মন্তব্য, 'বিক্ষোভ দেখিয়ে লাভ কী? বোঝাই যাচ্ছে ঘটনাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।'

লেনিন, মার্কসের নামে রাস্তা নিয়ে প্রশ্ন

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : আগামীতে লেনিন সরণি, কার্ল মার্কস সরণির মতো রাস্তার নাম মুছে যেতে পারে কলকাতা থেকে। বাইপাসের বিশ্ববাংলা সরণি বদলে গিয়ে হতে পারে চৈতন্য মহাপ্রভু সরণি। কলকাতা পুরসভার অধীন রাস্তা পুনর্নামকরণ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর সোমবার নিজের দপ্তরে প্রথম আসেন কার্তিক মহারাজ। সেখানেই কলকাতার একাধিক রাস্তার নাম বদল নিয়ে এই সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন তিনি।

পিপিপি নয়

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : পড়ুয়াহীন সরকারি বা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করলেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। তিনি বলেন, 'পিপিপি মডেলের জন্য কোনও স্কুলকে এখনও বাছাই করা হয়নি। এমনকি এই মডেল বাস্তবায়িত করার কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। প্রাথমিকভাবে পরিকল্পনা রয়েছে, কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে বন্ধ স্কুলভবনগুলিকে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হবে। স্কুল শিক্ষা দপ্তর এইটুকুই করতে পারে, বাকি সিদ্ধান্ত সরকারের।'

নতুন লোগো প্রকাশ, প্রচারে নামার নির্দেশ

নাম-প্রতীক বিতর্কে জরুরি শুনানিতে সুপ্রিম সায়

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর : নির্বাচন কমিশনের অন্তর্বর্তী নির্দেশে দলের নাম ও প্রতীক 'জোড়াফুল' সিন্দুকে বন্দি হওয়ার পর তড়িঘড়ি নিজেদের নতুন লোগো প্রকাশ্যে আনল মমতা তৃণমূল। নীল-সাদার মিশেলে তৈরি এই নয়া লোগোর ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে ঠাঁই পেয়েছে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া নতুন প্রতীক—'ফুটবলার'। আগামী ৬ অক্টোবরের বিধানসভা উপনির্বাচন ও পুজো-পরবর্তী পুরভোটকে পাখির চোখ করে এখন থেকেই ভোটারদের মনে নতুন প্রতীক গেঁথে দিতে কোমর বাঁধছে মমতা শিবির। নতুন লোগো ও প্রতীক দ্রুত জনমানসে ছড়িয়ে দিতে দলের সাংসদ, বিধায়ক, জনপ্রতিনিধি ও নিচুতলার কর্মীদের কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। দলের প্রতীক হিসেবে পাওয়া 'ফুটবলার' এবং নতুন নাম 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস'-কে সাধারণ ভোটারদের কাছে পরিচিত করতে দলের নেতা-কর্মীদের জোরকদমে প্রচারে নামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার প্রকাশিত লোগোটির কেন্দ্রে রয়েছে নতুন প্রতীক 'ফুটবলার'। নীল প্রেক্ষাপটে সাদা হরফে লেখা 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস'। এছাড়া লোগোর নকশায় জাতীয় পতাকার ছোঁয়া। লোগোটিতে স্থান পেয়েছে তেরঙার গেরুয়া, সাদা এবং সবুজ রঙের ছোঁয়া। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন এবং আসন্ন পুর ও পঞ্চায়েত ভোটকে সামনে রেখে

ভোটারদের নতুন লোগো ও প্রতীক চেনাতে ইতিমধ্যেই কালীঘাটপন্থী তৃণমূল সাংসদ, বিধায়কেরা সমাজমাধ্যমে প্রচার শুরু করেছেন।

এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও প্রতীক নিয়ে নির্বাচন কমিশনের অন্তর্বর্তী সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা আবেদনের দ্রুত শুনানিতে সম্মতি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে মামলার জরুরি শুনানির আবেদন করেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল। তিনি বলেন, 'জুন মাসে কমিশন নোটিশ দিয়েছিল এবং জুলাইয়ে তার জবাব দেওয়া হয়। সেই প্রক্রিয়া চলার মধ্যেই ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর প্রতীক ফ্রিজ করে দেওয়া হল।' শীর্ষ আদালত চলতি সপ্তাহেই মামলাটি তালিকাভুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করে দেন, মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে দু-পক্ষকেই বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হবে। সিবালকে তিনি বলেন, 'মামলা যখন তালিকাভুক্ত হবে, তখন এই বিষয়গুলি বলবেন। দু-পক্ষই বক্তব্য জানাতে পারবে।' এদিন বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের সঙ্গে ছিলেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনা। ১৭ সেপ্টেম্বর কমিশন নির্দেশ দেয়, কালীঘাট ও ঋতব্রত শিবিরের দ্বন্দ্বের কারণে পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত জোড়াফুল প্রতীক আপাতত কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। পরবর্তীকালে মমতা শিবিরকে 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' নাম ও 'ফুটবলার' প্রতীক এবং প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরকে 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস' নাম ও 'খাম' প্রতীক বরাদ্দ করা হয়। আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি নতুন প্রতীক নিয়ে মাঠে নামাই এখন মমতা শিবিরের পাখির চোখ।

কাউন্টডাউন শুরু...

পুজো মণ্ডপের প্রস্তুতি। শিল্পীর হাতে গড়ে উঠছে বিশালাকাল পা। কলকাতায় সোমবার। -পিটিআই

রোবোটিক সাজারিতে নবজীবন

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর: স্ট্রোক কেড়ে নিয়েছে খাওয়া-দাওয়ার ক্ষমতা। ক্রমশ অসাড় হচ্ছে শরীর। তবুও ওপেন হার্ট সাজারিতে নারাজ নববধূ। চিকিৎসকের পরামর্শ কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। দু'বার স্ট্রোকের পরও শরীরে অপারেশনের ক্ষতচিহ্ন বয়ে বেড়াতে রাজি নন ২২ বছরের তরুণী। শেষমেশ স্বামী ও চিকিৎসকদের পরামর্শে রোবোটিক অস্ত্রোপচারে নতুন জীবন ফিরে পেলেন তিনি। কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে রোবোটিক অস্ত্রোপচারের এখন স্থিতিশীল রয়েছেন তরুণী।

-এআই

বছর খানেক আগে পাশের গ্রামের তরুণের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা যায়, নববধূর হৃৎপিণ্ডে টিউমার রয়েছে। সেই মাংসপিণ্ডের একাংশ রক্তনালীর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছে স্ট্রোকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে চিকিৎসার জন্য ছত্তীসগড়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানে ওপেন হার্ট সাজারি হওয়া রোগীদের বুকের ক্ষতচিহ্ন দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তিনি। ফিরে এসে দ্বিতীয় স্ট্রোক হয়। এরপর শরীরের বাঁ দিকের অংশ অসাড় হতে শুরু করে। খাওয়ার জন্য রাইলস টিউবের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তবে কিছুতে অস্ত্রোপচারের জন্য রাজি ছিলেন না। স্ত্রীর বিষয়ে ঘনিষ্ঠ মহলে আলোচনার পর একবালপুরের বেসরকারি হাসপাতালের খোঁজ পান তরুণীর স্বামী। ভিডিও কলের মাধ্যমে পুরো বিষয়টি বোঝানো হলে অস্ত্রোপচারে সম্মতি দেন রোগিণী। প্রথমে কাউন্সিলিং, তারপর হয় অস্ত্রোপচার। চিকিৎসক সৌম্য গুহর কথায়, 'এই সাফল্যের নেপথ্যে সার্জেন, অ্যানাস্থেসিয়োলজিস্ট, পারফিউশনিস্ট সহ সকলের প্রচেষ্টা রয়েছে। তরুণীর স্বামী স্ত্রীর পাশে থেকে ক্রমাগত সাহস দিয়ে গিয়েছেন।'

পরপর দু'বার স্ট্রোকের কারণে হৃদ্‌যন্ত্রের পাম্প করার ক্ষমতা কমে যায়। ফলে রোবোটিক হার্ট সাজারিতে ঝুঁকি নেহাত কম ছিল না। চিকিৎসকদের দক্ষতায় ঝুঁকি কাটিয়ে অস্ত্রোপচারে সাফল্য মিলেছে। আপাতত স্ট্রোকের প্রভাব কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরছেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১২৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৪ আশ্বিন ১৪৩৩

পুর নির্বাচনে জাতীয়তাবাদ

যে রাজনৈতিক ভাষ্যকে আশ্রয় করে বামেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে থাকে ভারতীয় জনতা পার্টি, এবার সেই অস্ত্রে গেরুয়া শিবিরকে ঘায়েল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিপিএম। বিজেপি বরাবর জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে বামেদের বিঁধে থাকে। তাদের অভিযোগ, বামেরা কোনওকালে জাতীয়তাবাদী শক্তি ছিল না। এমনকি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পর্যন্ত সিপিএম-কে দেশবিরোধী বলতে কসুর করেননি।

বাম দর্শনে দীক্ষিত নেতাদের বহুবার বিজেপির কর্মকর্তারা দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশ থেকে মাওবাদীদের নিশ্চিহ্ন করার যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন, তার মধ্যে বাম বিরোধিতা স্পষ্টভাবে প্রকট হয়েছে। পুর নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্ব সিপিএম-কে একই অভিযোগে বিদ্ধ করে চলেছে।

সিপিএম যে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে আর রক্ষণাত্মক খেলায় রাজি নয়, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে প্রকাশ্য জনসভায় দলীয় নেতৃত্বের বক্তব্যে। জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে নির্বাচনি প্রচারের অভিমুখটি বদলাতে শুরু করেছে সিপিএমের বক্তব্য থেকে। সিপিএমের অভিযোগ, গেরুয়া শিবির কোনওকালে জাতীয়তাবাদী শক্তি ছিল না। বরং তারা প্রাকস্বাধীনতা পর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। অর্থাৎ তারাই দেশ বিরোধিতায় শামিল ছিল।

পুর নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে তত রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের সংখ্যা বাড়ছে, বিরোধী দলের অফিস ভাঙচুরের ঘটনা ঘটছে। একদিকে যখন রাজনৈতিক সংঘর্ষ বাড়ছে, তখন শাসকদল এবং বিরোধীদের বাগযুদ্ধের উত্তাপ সমানতালে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক কিছু অনভিপ্রেত ঘটনার প্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

রাজ্য সরকার এবং বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে একশ্রেণির বামপন্থী পড়ুয়ার মুখে 'আজাদি' শব্দটির উচ্চারণের মধ্যে দেশদ্রোহিতার প্রতিফলন রয়েছে। সুতরাং এই ধরনের স্লোগান দেওয়া চলবে না। ডিওয়াইএফআই-এর সমাবেশে সদ্য সিপিএমের দুই নেতা মহম্মদ সেলিম এবং মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেছেন, স্বাধীনতার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই দেশের 'আজাদি' চেয়েছিলেন।

'আজাদি' উচ্চারণে বিজেপি নেতৃত্বের বিতৃষ্ণাকে সিপিএম শুধুমাত্র দেশ বিরোধিতা বলে চিহ্নিত করেনি, তারা এর মধ্যে বিভাজনের রাজনীতি প্রত্যক্ষ করেছে। সিপিএমের অভিযোগ, বিজেপি ভারতের বহুত্ববাদে বিশ্বাস করে না। এই কারণে উর্দু শব্দের প্রতি তাদের এত বীতরাগ। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষিতে বিজেপির বিরুদ্ধে সিপিএমের বক্তব্যকে অনৃত ভাষণ বলে খারিজ করার উপায় নেই।

কারণ এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, বিজেপি দল যাঁর মতাদর্শে দীক্ষিত- সেই সাভারকর বা গোলওয়ালকরের মতো নেতারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে কখনও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না। বরং ব্রিটিশদের প্রতি নরমভাবাপন্ন ছিলেন। অন্যদিকে ভারতের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধেও কিছু অভিযোগ যে সম্পূর্ণ অসত্য, তেমনটি বলা যাবে না। ভারতের কমিউনিস্টদের মধ্যেও দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে চরম মতানৈক্য দেখা দিয়েছে বহু সময়।

কাজেই জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটি খুবই স্পর্শকাতর। বর্তমানে জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গটি মোটেও মতাদর্শগত বিরোধিতার ইঙ্গিতবাহী নয়, বরং তা এখন রাজ্যে ক্ষমতা দখলের স্লোগান হয়ে দেখা দিয়েছে। এই রাজ্যে পূর্বের শাসকদল তৃণমূল হীনবল হয়ে যাওয়ায় এই মুহূর্তে বিরোধী পরিসর দখলে মরিয়া হয়ে উঠেছে সিপিএম। শাসকদলের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিজেপি বিরোধী হাওয়া ইতিমধ্যে বইতে শুরু করেছে। সেই হাওয়ায় ভর করে সিপিএম তাদের জমি পুনরুদ্ধারে উঠেপড়ে লেগেছে।

পুর নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, তত এই হাওয়ার জোর বাড়তে পারে। বিজেপির অজানা নয় যে, সিপিএম যদি পুর নির্বাচনে বিরোধী শক্তি হিসাবে এরাজ্যে ফের আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে শাসকদলের পক্ষে তা মোটেও স্বস্তিকর হবে না। অন্যদিকে সিপিএম জানে, তাদের এখন আক্রমণাত্মক খেলায় নামা ছাড়া ভিন্ন পথ নেই। এজন্য তারা বিজেপির প্রধান অস্ত্রটিকেই পালটা হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাতীয়তাবাদের প্রশ্নেই তারা ঘায়েল করতে চাইছে বিজেপিকে।

অমৃতধারা

অনুতাপ কর, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন, আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে, তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে, আর তা হলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়, বুঝতে হবে যে সত্বরই অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে। শুধু মুখে মুখে অনুতাপ অনুতাপই নয় ও আরও অন্তরে অনুতাপ আসার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্পবিস্তর প্রকাশ পায়। জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

-শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

নাম বদলায়, ইতিহাস ফিকে হয়

নামফলক বদলালেও জনপদের স্মৃতি, ইতিহাস ও পরিচয়ের স্তর কি সত্যিই মুছে ফেলা সম্ভব?

আবদুল্লা রহমান

-এআই

সালটা ১৯৯১, সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ বছর। গণভোটের পরে লেনিনগ্রাদ ফিরে গেল সেন্ট পিটার্সবার্গ নামে। নামফলক, নথি বদলাল। কিন্তু 'লেনিনগ্রাদ' কি মুছে গেল? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবরোধ, সোভিয়েত যুগ, মানুষের ব্যক্তিগত স্মৃতি, কিছুই নাম বদলের সঙ্গে অদৃশ্য হল না। বদলেছিল শহর চেনানোর সরকারি ভাষা। একটি নাম সরল, অন্যটি এল। পুরোনো নামটি রইল ইতিহাসে, মানুষের মুখে, স্মৃতিতে।

ভারতে নামবদলের ইতিহাস দীর্ঘ। বোম্বে থেকে মুম্বই, মাদ্রাজ থেকে চেন্নাইয়ের মতো পরিবর্তনের পিছনে স্থানীয় ভাষা ও পরিচয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুক্তি রয়েছে। কেরলের নাম কেরলম করার প্রস্তাবও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রশ্নে ছিল, ২০২৬ সালে তা সরকারি নাম হয়েছে। আবার এলাহাবাদ থেকে প্রয়াগরাজ, আওরঙ্গাবাদ থেকে ছত্রপতি সম্ভাজিনগর, মুঘলসরাই থেকে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, এই বদল অন্য প্রশ্ন তোলে। অতীতের বহু চরিত্রের মধ্যে কাকে সামনে আনা হচ্ছে?

ইতিহাসের ভুল সংশোধন আর ইতিহাস থেকে বেছে নেওয়া এক নয়। ভুল তথ্য সংশোধন ইতিহাসচর্চার কাজ। কিন্তু অতীতের স্মৃতিকে বেছে নিয়ে রাস্তা, সেতু, স্টেশন বা শহরের নামে স্থায়ী করে দেওয়া অন্য ব্যাপার। নাম তখন পরিচয় নয়, নির্দিষ্ট ইতিহাস তুলে ধরার উপায়।

মিশেল ফুকোর ক্ষমতা ভাবনা এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতা শুধু আইন প্রণয়ন করে না, নিষেধ বা শাস্তিও দেয়। কোন জ্ঞান প্রকাশ্যে থাকবে, কোন বয়ান স্বাভাবিক হবে, তার উপর ক্ষমতা কাজ করে। রাস্তার নাম সেই ক্ষমতার কার্যকর জায়গা। নথি, মানচিত্র, ঠিকানা, কথাবার্তায় একই নাম ফিরে আসে। নাম বদলানো মানে শুধু শব্দ বদলানো নয়, জনপরিসরে কোন ইতিহাসটি বেশি দৃশ্যমান থাকবে, তার সিদ্ধান্ত।

বাংলায় নাম বদলের উদাহরণ নিছক কম নেই। ১৯৭০ সালে ধর্মতলা স্ট্রিটের নাম হয় লেনিন সরণি, হ্যারিংটন স্ট্রিটের নাম হয় হো চি মিন সরণি। তখন বাংলায় বাম রাজনীতির প্রভাব বাড়ছিল। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সমর্থনের পাশাপাশি ভিয়েতনামে মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধেও বামপন্থীদের তীব্র অবস্থান ছিল। লেনিনের নামে রাস্তার নামকরণ সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য, হো চি মিনের নামে নামকরণ ছিল ভিয়েতনামের মার্কিনবিরোধী সংগ্রামের প্রতি সংহতির প্রতীক। রাস্তার নাম তখন স্মরণের পাশাপাশি কলকাতার রাজনৈতিক ছায়াও বহন করেছিল।

পরে সেই স্মৃতির অভিধানও বদলেছে। ২০০৯ সালে টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের নাম হয় মহানায়ক উত্তমকুমার। কুদঘাট নেতাজি, বাঁশদ্রোণী মাস্টারদা সূর্য সেন, নাকতলা গীতাঞ্জলি এবং গড়িয়া বাজার কবি নজরুল হয়। ২০১৩ সালে লেক টেরেস হয় দেবব্রত বিশ্বাস সরণি, বর্ধমান রোড পণ্ডিত রবিশংকর সরণি, রাজডাঙ্গা রোড সলিল চৌধুরী সরণি। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির স্মৃতিও কলকাতার ভূগোলে স্থায়ী।

কিন্তু সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হয় তখন, যখন যে ইতিহাস 'সংশোধন' করা হচ্ছে, তার পরিচয় নিয়েই প্রশ্ন থাকে। ২০২৬ সালে কলকাতার সোহরাওয়ার্দী অ্যাভিনিউয়ের নাম বদলে গোপাল মুখার্জি রোড করা হয়েছে। সরকারি ব্যাখ্যায় 'গোপাল পাঁঠা'র স্মৃতিকে সামনে আনা হলেও, নামবদলের যুক্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ঐতিহাসিক তথ্যের কারণে। ১৯৩৩ সালের কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে রাস্তার নামকরণের সময় সেটিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যর হাসান সোহরাওয়ার্দীর বাড়ির পাশের নতুন রাস্তা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ফলে রাস্তাটি হুসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর নামে করা হয়েছিল—এমন ধারণা যে বিভ্রান্তিকর, তা স্পষ্ট। তাই নাম বদলের আগে মূল নথি যাচাইয়ের গুরুত্বই এই বিতর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

নাম বদলালে বদলায় ঠিকানা, নথি এবং জনপরিসরে ইতিহাসকে চেনানোর ভাষা। কিন্তু মানুষের স্মৃতি কি এত সহজে বদলায়? কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গ, দেশ থেকে বিশ্ব, নামবদলের পর্বে উঠে আসে পরিচয়, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রশ্ন। কখনও পুরোনো নাম ফেরে, কখনও নতুন নাম প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার কখনও নামের পিছনের ইতিহাস নিয়েই দেখা দেয় ভুল ও বিতর্ক।

২০২৬ সালে বিতর্ক আরও বিস্তৃত। লেনিন সরণি গণিতজ্ঞ ও ভারতীয় জনসংঘের প্রাক্তন সভাপতি দেবপ্রসাদ ঘোষের নামে করার প্রস্তাব এসেছে। কার্ল মার্কস সরণির জায়গায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত বা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম, হো চি মিন সরণি মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ারের নামে করার প্রস্তাবও উঠেছে। বিশ্ব বাংলা সরণির নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অ্যাভিনিউ করার কথা উঠেছে। লেনিনের মূর্তি সরিয়ে রাস্তার নাম সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নামে করার প্রস্তাবও রয়েছে। এগুলি এখনও প্রস্তাব বা সুপারিশের স্তরে।

বারাসতের তিতুমীর বাসস্ট্যান্ডের নাম কাজী আবদুল ওদুদ, বেগম রোকেয়া অথবা এস ওয়াজেদ আলির নামে করার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। মেট্রো স্টেশনের নাম মনীষীদের বদলে সংশ্লিষ্ট এলাকার নামে করার দাবিও রয়েছে। প্রশ্ন, জনপরিসরের নাম কি শুধু স্মরণ, নাকি পথ চিনিয়েও দেয়?

নামবদলের এই ধারা থেকে উত্তরবঙ্গও বাদ যায়নি। চলতি বছরের ২ মার্চ ইসলামপুরে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন ঘোষণা করেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ইসলামপুরের নাম 'ঈশ্বরপুর' করা হবে। এটি কোনও প্রশাসনিক নামবদল নয়, রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি। কিন্তু সীমান্তবর্তী ইসলামপুরের ইতিহাস একরৈখিক নয়। ভাষা, ধর্ম, অভিবাসন, সীমান্ত, কৃষি, বাণিজ্য ও বহু প্রজন্মের বসবাসে তার সামাজিক ইতিহাস। ফলে একটি নাম সরিয়ে অন্য নাম বসানোর প্রস্তাব শুধু শব্দের পরিবর্তন নয়, কোন পরিচয়টি সরকারি পরিচয়ের কেন্দ্রে থাকবে, সেই প্রশ্নও। ভোটের সময় আলিপুরদুয়ারের নাম বদলের প্রসঙ্গও উঠেছিল। নামটির সঙ্গে কর্নেল হেদায়েত আলির সম্পর্ক ঐতিহাসিক সূত্রে রয়েছে। 'দুয়ার' এসেছে ডুয়ার্স থেকে। একটি নামের ভিতরে ঔপনিবেশিক প্রশাসন, ভুটান যুদ্ধ, ডুয়ার্সের ভূগোল এবং সীমান্তের ইতিহাসের একাধিক স্তর রয়েছে।

স্মৃতির লড়াই সবসময় সরকারি সিদ্ধান্তে সীমাবদ্ধ নয়। বারাসতের 'তিতুমীর সভাকক্ষ' তার সাম্প্রতিক উদাহরণ। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সদস্যরা সভাকক্ষটির নাম 'শ্যামাপ্রসাদ ভবন' বলে ঘোষণা করেন। তিতুমীরের প্রতিকৃতি সরিয়ে শ্যামাপ্রসাদের ছবি বসান। জেলা প্রশাসনের অনুমোদিত নামবদল হিসেবে এর প্রমাণ নেই। এটি জনপরিসরে প্রতীক নিয়ে রাজনৈতিক সংঘাত।

রামপুরহাটেও ২০২৬ সালের অগাস্টে 'নেতাজি সুভাষ রোড'-এর জায়গায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে নতুন নামফলক বসানো নিয়ে প্রতিবাদ ও রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়। নাম দেওয়া আর গ্রহণযোগ্যতা এক কথা নয়। পালাবদলে নামফলক বদল হতে পারে, কিন্তু ব্যবহৃত নাম একদিনে মুছে যায় না। সরকারি নাম লেনিন সরণি হলেও 'ধর্মতলা' এখনও জীবন্ত।

৩ সেপ্টেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামে এক সভায় যাদবপুরের বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব দেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম 'ঋষি অরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়' করা হোক। প্রয়োজনে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে দাবিপত্র দেওয়ার কথাও জানান। অরবিন্দ ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ধারায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম, তার সঙ্গে এই ইতিহাস জড়িয়ে। ফলে প্রশ্নটা শুধু নাম বদলের নয়, প্রতিষ্ঠানের জন্মের ইতিহাসকে নতুন নামে কীভাবে স্মরণ করা হবে তা নিয়েও।

রাজা, মহারাজা, নেতা, কবি, বিপ্লবী, শিল্পী, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের নামে রাস্তা পাওয়া যায়। কিন্তু চা বাগানের শ্রমিকের নাম কতটা দেখা যায়? উদ্বাস্তু বসতি গড়া মানুষের নাম কোথায়? নারী, আদিবাসী, শ্রমজীবী ও প্রান্তিক মানুষের কতজন জনপরিসরের স্থায়ী স্মৃতিতে জায়গা পান? স্মৃতির রাজনীতিতে অনুপস্থিতিও গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নটি শুধু 'কার নামে রাস্তা হবে' নয়, কাদের স্মরণযোগ্য গণ্য করা হবে, সেটিও।

তাই সমাধান নামবদল বন্ধ করা নয়। নতুন নাম আসতে পারে, পুরোনো নামও ফিরতে পারে। নামবদলের কারণ, সময় ও ঐতিহাসিক ভিত্তি নথিভুক্ত থাকা দরকার। নতুন নামের পাশে পুরোনো নামও রাখা যায়। কারণ একটি শহর কোনও পরিষ্কার স্লেট নয়, যার উপর নতুন ক্ষমতা এসে ইতিহাস লিখবে।

নাম বদলালে ঠিকানা বদলায়। মানুষের স্মৃতি বদলায় না এত সহজে। পুরোনো নাম বেঁচে থাকবে বই, দলিল, লোকমুখে।

ক্ষমতা নামফলক, মানচিত্র, সরকারি ভাষা বদলাতে পারে। কোনও সরকারই একটি জনপদের স্মৃতির একমাত্র মালিক নয়। নামফলকে একটি নাম থাকে, ইতিহাসে অনেকগুলি। গণতন্ত্রের কাজ একটি নাম মুছে একটি নাম বসানো নয়, বহু ইতিহাস পাশাপাশি দৃশ্যমান রাখা।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

২০১১
আজকের দিনে প্রয়াত হন ক্রিকেট অধিনায়ক মনসুর আলি খান পতৌদি।

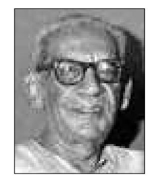

১৯৭০
সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

পিপিপি মডেলে একটিও স্কুল চয়ন করা হয়নি বা এ ধরনের কোনও স্কুল চালানো হবে, এমন সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক ও মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় মিলিয়ে প্রায় ৯৩৩টি বিদ্যালয়ের কাজ গত ২০ বছরে বিভিন্ন সময় বন্ধ হয়েছে। তার অন্যতম কারণ স্কুলের পড়ুয়াশূন্য হয়ে পড়া। বিগত ২০ বছর থেকে সর্বশেষ ৫ বছরে কোনও পড়ুয়া ভর্তি হয়নি- এমন স্কুলের সংখ্যা অনেক। এইসব স্কুলের সম্পত্তি পড়ে থেকে থেকে নষ্ট হচ্ছে। সেইসব স্কুল ভবন, জমি, মাঠের পরিমাণ কোথায় কত, তা খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে।

-দীপক বর্মন

ভাইরাল/১

উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে ভারতীয় নাবিক রুশিল সরণ উলটো দিক থেকে একটি জাহাজকে আসতে দেখেন। তথ্য দেখে বুঝতে পারেন, সেটিতে রয়েছেন তাঁর বাবা রবিরাজ। কাকতালীয়ভাবে দুই প্রজন্মের দুই নাবিকের পথ মিলে যায় সমুদ্রে।

ভাইরাল/২

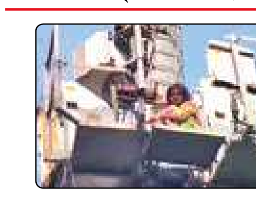

জমি বিবাদের সমাধান না পেয়ে আগ্রার এক মহিলা মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকারি বাসভবনের কাছে থাকা টাওয়ারে উঠে পড়েন। লখনউ পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের টিম তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন জনমত

প্রতিযোগিতা নিয়ে উদাসীনতা

ভারতীয় ডাক বিভাগ হাতে লেখা চিঠির ঐতিহ্য ও চর্চাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে 'ঢাই আখর পত্রলিখন' প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। এই উদ্যোগ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সৃজনশীলতা, ভাষাচর্চা এবং পত্রলেখার অভ্যাস গড়ে তোলার এক প্রশংসনীয় প্রয়াস। বিভিন্ন স্কুল ইতিমধ্যে শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতা সম্পর্কে জানিয়েছে। প্রতিযোগিতার চিঠি সংগ্রহের জন্য আলাদা লেটার বক্স রাখার কথাও জানানো হয়েছে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বালুরঘাটের প্রধান ডাকঘরে এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যথাযথ জানানো দূরের কথা, আলাদা লেটার বক্স রাখার ব্যবস্থাও চোখে পড়ছে না। সংশ্লিষ্ট ডাককর্মীদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে প্রতিযোগিতার বিষয়ে তাঁদের কাছে পর্যাপ্ত তথ্য নেই।

ডাক বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ যদি তার নিজস্ব দপ্তর বা কার্যালয়েই যথাযথভাবে প্রচারিত ও বাস্তবায়িত না হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ ও ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে উৎসাহিত হবে? প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্থানীয় ডাকঘরগুলির সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত জরুরি।

সংশ্লিষ্ট ডাক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ জানাই, বালুরঘাট প্রধান ডাকঘরে অবিলম্বে প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রচার, আলাদা লেটার বক্স রাখা এবং চিঠি গ্রহণের যথাযথ ব্যবস্থা করা হোক। একইসঙ্গে জেলার অন্যান্য ডাকঘরেও উদ্যোগটির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। হাতে লেখা চিঠির ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখতে ডাক বিভাগের এই উদ্যোগ যেন প্রশাসনিক উদাসীনতায় বাধাগ্রস্ত না হয়— এই প্রত্যাশাই রইল।

বিধানচন্দ্র সান্যাল
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।

কোন পথে ভবিষ্যৎ?

ছোটবেলা থেকেই শেখানো হয়, ভালো করে পড়াশোনা করো, ভালো ফল করো, একটি ডিগ্রি অর্জন করো— তাহলেই ভবিষ্যৎ সুন্দর হবে। সেই স্বপ্নে অসংখ্য পরিবার সামর্থ্যের সীমা অতিক্রম করে সন্তানদের পড়াশোনা করায়। কিন্তু শিক্ষাজীবন শেষে ডিগ্রি হাতে কর্মসংস্থানের সন্ধানে বেরিয়ে বহু তরুণের সামনে দেখা দেয় অনিশ্চয়তা। পরীক্ষার পর পরীক্ষা, নিয়োগের অপেক্ষা, সীমিত সুযোগ ও দীর্ঘ বেকারত্বে শিক্ষিত তরুণদের জীবনের মূল্যবান সময় কেটে যায়। একটি ডিগ্রি তখন ভবিষ্যতের নিশ্চয়তার প্রতীক না হয়ে চাকরির দরজায় প্রবেশের একটি যোগ্যতার প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু চাকরি পাওয়া নয়; শিক্ষা মানুষের চিন্তাকে প্রসারিত করে, যুক্তিবোধ ও মানবিক মূল্যবোধ তৈরি করে। তাই শিক্ষা, দক্ষতা, গবেষণা ও কর্মসংস্থানকে একসঙ্গে এগিয়ে নিতে হবে। আজ প্রশ্ন শুধু 'চাকরি কোথায়' নয়; প্রশ্ন হল, শিক্ষিত প্রজন্মের জন্য কেমন ভবিষ্যৎ তৈরি হচ্ছে? তরুণদের হাতে শুধু সার্টিফিকেট নয়, নিজেদের যোগ্যতা ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগানোর বাস্তব সুযোগও থাকতে হবে। তাদের স্বপ্নকে অনিশ্চয়তায় রেখে কোনও সমাজ সত্যিকার অর্থে এগিয়ে যেতে পারে না।

আরিফ সরকার, ছাত্র, বক্সীগঞ্জ।

শুধু গন্ডার নয়, বাঁচুক পরিবেশও

আবাসস্থল না বাড়লে গন্ডার সংরক্ষণের সাফল্যও ভবিষ্যতের সমস্যা হয়ে উঠতে পারে ডুয়ার্সে।

বিমল দেবনাথ

লেখকের ক্যামেরায়।

২২ সেপ্টেম্বর বিশ্ব গন্ডার দিবস। পৃথিবীর নানা প্রান্তে পরিবেশ, বন, নদী, জলাভূমি, পাখি ও বিভিন্ন প্রাণীকে ঘিরে আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হয়। রাষ্ট্রসংঘ কখনও সপ্তাহ, কখনও বছর, কখনও দশক ঘোষণা করে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে মানুষের সামনে তুলে ধরে। ২০২১ থেকে ২০৩০, এই দশকটি বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দশক হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। গন্ডার দিবসে পৃথিবীতে টিকে থাকা পাঁচ প্রজাতি, আফ্রিকার সাদা ও কালো গন্ডার, ভারত ও নেপালের একশৃঙ্গী গন্ডার, জাভান ও সুমাত্রান গন্ডারকে মনে করানো হয়। 'কিপ দ্য ফাইভ অ্যালাইভ' সেই আহ্বানকেই সামনে আনে। একসময় ভারতীয় উপমহাদেশে পাকিস্তান থেকে মায়ানমার পর্যন্ত একশৃঙ্গী গন্ডারের বিচরণ ছিল। নদীর প্লাবনভূমির ঘাসবন, জলাভূমি ও নদীচর ছিল তাদের স্বাভাবিক আবাস। সভ্যতার বিস্তার, কৃষিজমির বৃদ্ধি এবং আবাসস্থল সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পৃথিবীও ছোট হয়ে এসেছে।

একটি প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য শুধু শিকার বন্ধ করলেই হয় না। দরকার উপযুক্ত আবাসস্থল, পর্যাপ্ত খাদ্য, প্রজননের সুযোগ, সুস্থ লিঙ্গ অনুপাত এবং জিনগত বৈচিত্র্য। সবচেয়ে বড় কথা, প্রয়োজন এমন একটি বাস্তুতন্ত্র, যেখানে সে স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে পারে। গন্ডারের জীবন নদীর প্লাবনভূমি ও জলাভূমির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। প্লাবনভূমির নতুন নরম ঘাস এবং জলাভূমির কাদামাটি এই প্রজাতির টিকে থাকা ও বংশবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই নতুন প্লাবনভূমি ও জলাভূমি তৈরিতে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ও গতিশীলতা বজায় রাখা জরুরি। তবেই এক পাড় ভেঙে অন্য পাড় গড়ে উঠবে, সৃষ্টি হবে গন্ডারের জন্য নতুন ও টেকসই বাস্তুতন্ত্র।

এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ কাজিরাঙ্গা। ছোট পরিসরে হলেও জলদাপাড়ার তোর্ষা, বুড়িতোর্ষা এবং গরুমারার জলঢাকা ও মূর্তি নদীর প্লাবনভূমিও গন্ডারের গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল। ২০২৫ সালের গন্ডার গণনায় গরুমারায় গড়ে ৬১টি এবং জলদাপাড়ায় গড়ে ৩৩১টি গন্ডার পাওয়া গিয়েছে। গত কয়েক দশকে গন্ডারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এর পাশাপাশি দুই উদ্যানের আয়তনও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ভৌগোলিক আয়তন আর গন্ডারের উপযুক্ত আবাসস্থল, দুটি এক বিষয় নয়। সংযুক্ত সংরক্ষিত এলাকার অনেক অংশই ঘন বনভূমি। এই বনভূমি জীববৈচিত্র্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে গন্ডারের আদর্শ আবাস নয়। স্বাভাবিকভাবেই গন্ডারের ঘনত্ব বাড়বে মূলত প্লাবনভূমিতেই। ফলে খাদ্য ও আবাসস্থল নিয়ে প্রতিযোগিতাও বাড়তে পারে।

তাই সময় এসেছে জলদাপাড়া ও গরুমারার ধারণক্ষমতা পুনর্মূল্যায়ন করার। গন্ডারের সংখ্যা ও পরিবেশগত প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন নতুন প্লাবনভূমি ও উপযুক্ত আবাসস্থলকে সংরক্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার কথাও ভাবতে হবে। সম্ভাব্য সেই নতুন আবাসস্থল পাওয়া যেতে পারে তোর্ষা, বুড়িতোর্ষা, জলঢাকা ও মূর্তি নদীর নিম্ন ও পার্শ্বস্থ অববাহিকার বনভূমি এবং সরকারি অন্যান্য জমিতে, যেখানে পরিবেশগত ও আইনগতভাবে সংরক্ষণ সম্ভব। নতুন বনভূমি ও সরকারি পতিতভূমি সংরক্ষণের অধীনে এলে বাড়বে জল সংরক্ষণ ও নদীর নাব্যতা। নদীই তো সভ্যতার জিয়নকাঠি। গন্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে সংরক্ষণের সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। কিন্তু সেই সাফল্যকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে সংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার আবাসস্থলও বাড়াতে হবে। নইলে একদিন সংখ্যাই হয়ে উঠতে পারে সমস্যার কারণ।

তাই গন্ডার দিবসে প্রশ্নটি শুধু কতগুলি গন্ডার বেঁচে আছে, এমন হওয়া উচিত নয়। প্রশ্ন হওয়া উচিত, যে পরিবেশে গন্ডার স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে, সেই পরিবেশটুকু কি আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারছি? সংখ্যা বাড়ছে, এটি আনন্দের। কিন্তু সেই সংখ্যার সঙ্গে যদি প্লাবনভূমি না বাড়ে, নদীর স্বাভাবিক গতিপথ সংকুচিত হয় এবং আবাসস্থলের উপর চাপ বাড়তে থাকে, তাহলে অদূরভবিষ্যতে ডুয়ার্সের মানুষকে নতুন করে বন্যপ্রাণীর হামলার মুখে পড়তে হতে পারে। এই আশঙ্কাকে তাই এখন থেকেই গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন।

(লেখক প্রাক্তন বনাধিকারিক)

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৫৬

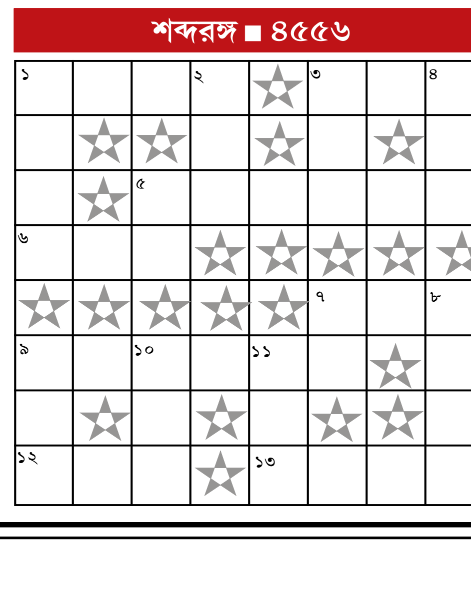

পাশাপাশি : ১। গালবাদ্যের আওয়াজবিশেষ ৩। তামাম-এর রূপভেদ ৫। শাস্ত্রীয় বা প্রথাগত নিয়মপালন ৬। শ্রীরাধিকার সখীদের অন্যতম ৭। হিমালয় পর্বতে অবস্থিত হিন্দু তীর্থবিশেষ, শিব ৯। অস্পষ্টভাবে স্বীকার বা অস্বীকার, হ্যাঁ বা না কোনওটাই স্পষ্টভাবে না বলা ১২। গাব জাতীয় কালো রংয়ের গাছবিশেষ ১৩। কর্কশ শব্দ, দ্রুত চলার শব্দ।

উপর-নীচ : ১। বনদেবীর আরেক নাম ২। মরচে-এর সাধুরূপ ৩। আহ্বানসূচক, হাজির হওয়ার নির্দেশ সংক্রান্ত ৪। নূপুর-এর আরেক নাম ৫। উনুনের আরেক নাম ৭। কায়দা, ফ্যাশন ৮। সূর্যের রশ্মি বা আলো ৯। চোট, ঘা বা প্রহার ১০। যা পান সুপারি চুন ইত্যাদি সহযোগে খাওয়া হয় ১১। কিরণ, রশ্মি বা জ্যোতি।

সমাধান ■ ৪৫৫৫

পাশাপাশি : ১। ওস্তাদ ৪। মরীচি ৫। তোপ ৭। শালিক ৮। তিনকাল ৯। পরিহাস ১১। অকূল ১৩। শণ ১৪। তনিকা ১৫। লিটার।

উপর-নীচ : ১। ওড়িশা ২। দমক ৩। শচিপতি ৬। পলল ৯। পট্টিশ ১০। সনাতন ১১। অকালি ১২। লহর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : খানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গাড়িস্ত স্টোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা ৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯২১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০১৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

রাম মন্দিরে ১০৫ বার প্রণামি চুরি

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর : অযোধ্যার রাম মন্দিরে সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়া ১০৫ বার প্রণামি চুরির ঘটনায় তদন্ত প্রায় শেষ পর্যায়ে, জানাল বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই আদালতে প্রথম চার্জশিট পেশ করা হবে।

সোমবার সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে মামলার শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সিটের রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি বলেন, 'প্রথম গ্রেপ্তারির দিন থেকে ৯০ দিনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২৫ সেপ্টেম্বর। তার মধ্যে চার্জশিট জমা না হলে অভিযুক্তরা জামিন পেয়ে যেতে পারেন। আমরা দু-দিনের মধ্যে জমা করে দেব।'

এই ঘটনায় ধৃত আটজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে মামলা করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ ও স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার লকারের নথি বিশ্লেষণ করে সিট তদন্ত চালায়। বিতর্কের জেরে ট্রাস্ট থেকে চম্পত রাই ও অনিল মিশ্রকে সরিয়ে অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তা জীতেন্দ্র মিশ্রকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সিইও পদে বসানো হয়েছে।

স্কুলে বোরখা নিষিদ্ধ করার ভাবনা মেলোনির

রোম, ২১ সেপ্টেম্বর : স্কুলে বোরখা ও নিকাব পরা নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা করছে ইতালি। পাশাপাশি প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে বিদেশি পড়ুয়াদের সংখ্যা বেঁধে দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি।

রোমে নিজের দল 'ব্রাদার্স অফ ইতালি'র যুব সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলনে এই প্রস্তাবের কথা জানান তিনি। মেলোনি বলেন, 'মুখ না ঢেকেই স্কুলে আসতে হবে।' ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে কাউকে মুখ ঢাকতে বাধ্য করা যাবে না বলেও জানান তিনি। এছাড়া যেসব বিদেশি পড়ুয়ার ইতালীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সমস্যা রয়েছে, তাঁদের অভিভাবকদের ইতালীয় ভাষা শেখার ক্লাসে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ইতালির স্কুলগুলিতে বর্তমানে প্রায় ১১.৬ শতাংশ বিদেশি পড়ুয়া রয়েছে।

ইতালিতে ১৯৭৫ সালের আইন অনুযায়ী 'পরিচয় আড়াল করা' পোশাক পরায় কড়াকড়ি থাকলেও স্কুলে নির্দিষ্টভাবে বোরখা নিষিদ্ধ ছিল না। ইউরোপের অন্যান্য দেশ, যেমন ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে ২০১১ সাল থেকেই জনসমক্ষে মুখ ঢাকা পোশাকে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অস্ট্রিয়া, নেদারল্যান্ডস, বুলগেরিয়া, ডেনমার্ক ও সুইৎজারল্যান্ডেও এমন কঠোর নিয়ম বহাল রয়েছে। এবার ইতালিও একই ধরনের পদক্ষেপ নিতে চলেছে। এযাবৎ বিশ্বের অন্তত ২৪টি দেশে বোরখার ওপর কমবেশি নিষেধাজ্ঞা চালু হয়েছে।

কেরলে হড়পায় মৃত ৫

তিরুবনন্তপুরম, ২১ সেপ্টেম্বর: প্রবল বৃষ্টি, হড়পা ও ভূমিধসে বিপর্যস্ত 'ঈশ্বরের আপন দেশ'। প্রাকৃতিক দুর্যোগে কেরলে অন্তত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ দুই। রবিবার কোট্টাকাম্বুর, নীলাম্বুর এবং ইদুক্কি জেলায় এই প্রাণহানির ঘটনাগুলি ঘটেছে। নীলাম্বুরের কোট্টাপুঝা নদীতে প্রবল স্রোতে একদল মানুষ ভেসে গেলে ২ জনের মৃত্যু হয় এবং দু'জন নিখোঁজ হন। কোট্টায়াম ও ইদুক্কিতে ২টি ভূমিধসের ঘটনায় আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

উদ্ধারকাজে নেমেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসন। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সতীশন প্রতি ঘণ্টায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আবহাওয়া দপ্তর বেশ কয়েকটি জেলায় 'কমলা সতর্কতা' জারি করেছে।

একশৃঙ্গী গন্ডারের পিছুধাওয়া কুনকিদের। সোমবার অসমের পবিতোরা অভয়ারণ্যে।

সাসপেন্ড শিক্ষক, ক্ষমাপ্রার্থী কর্তৃপক্ষ

মুম্বই, ২১ সেপ্টেম্বর : বি-টেক দ্বিতীয় বর্ষের দলিত পড়ুয়া সাহিল ওয়াকোডের আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রবিক্ষোভের মুখে অবশেষে নতিস্বীকার করল আইআইটি বোম্বে কর্তৃপক্ষ। টানা তিন দিনের উত্তাল ক্যাম্পাস আন্দোলন এবং শিক্ষার্থীদের পেশ করা ১৮ দফা দাবিপত্র মেনে নিয়ে 'ডিন অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাফেয়ার্স' পদ থেকে অভিযুক্ত অধ্যাপক সূর্যনারায়ণ দুল্লাকে অবিলম্বে বরখাস্ত করেছেন ডিরেক্টর প্রফেসর শিরীশ কেদারে। একইসঙ্গে, তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই মৃত ছাত্রের বিরুদ্ধে চ্যাটজিপিটি সম্পর্কিত বিবৃতির জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চাইল আইআইটি কর্তৃপক্ষ।

মিড-সেমিস্টার পরীক্ষার হলে মোবাইল ও চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করার অভিযোগে সাহিলকে ধরেছিলেন পরিদর্শক। ওইদিনই হস্টেলের ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপরেই ক্যাম্পাসে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী বিক্ষোভ শুরু করেন। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বৈঠকে ডিরেক্টর শিরীশ কেদারে ছাত্রদের পেশ করা ১৮ দফা সনদে স্বাক্ষর করেছেন। ওই সনদে ছাত্র প্রতিনিধি ও বহিরাগত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন, জাতিগত বৈষম্য রোধে অধ্যাপকদের জন্য বিশেষ সংবেদনশীল আচরণবিধি তৈরির কথা বলা হয়েছে। সরিয়ে দেওয়া হয় অধ্যাপক সূর্যনারায়ণ দুল্লাকে। তবে তিনি সাধারণ শিক্ষক পদে বহাল থাকবেন। ডিরেক্টর শিরীশ কেদারে ইস্তফা দিয়েছেন বলে যে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, তা খারিজ করে দিয়েছেন আইআইটি কর্তৃপক্ষ।

আইআইটি বোম্বেতে ছাত্রমৃত্যু

সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে নিজেদের বক্তব্য প্রত্যাহার ও ভুল স্বীকার করেছে আইআইটি বোম্বে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, 'সাহিলের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে আমাদের পূর্ববর্তী বিবৃতিতে থাকা সব মন্তব্যের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।' তাঁরা আরও বলেন, 'চলতি তদন্ত প্রক্রিয়ার কথা মাথায় রেখে ঘটনাটি নিয়ে আগবাড়িয়ে বিবরণ প্রকাশ করা অনুচিত হয়েছিল।'

সাহিলের পরিবারের অভিযোগ, অভিযুক্ত শিক্ষক গত তিন মাস ধরে সাহিলকে জাতিগত বৈষম্য ও মানসিক নির্যাতন করে আসছিলেন। বাবা-মায়ের দায়ের করা লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তপশিলি জাতি ও জনজাতি প্রতিরোধ আইনে এফআইআর দায়ের করেছে মুম্বই পুলিশ। পুরো মামলার তদন্তভার এখন ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে।

অবশ্য অভিযুক্ত শিক্ষকের পাশে দাঁড়িয়ে আইআইটি বোম্বের ফ্যাকাল্টি ফোরাম জানিয়েছে, পরিদর্শক হিসাবে তিনি শুধু প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলি মেনে চলছিলেন। কংগ্রেস নেত্রী শামা মহম্মদ প্রথম দিকে শিক্ষকের নিয়ম পালনকে সমর্থন করলেও বিতর্কের মুখে পরে বলেন, 'পরীক্ষায় অসদুপায় রুখতে বলা পরিদর্শকের কাজ, তবে দলিত পড়ুয়াকে হেনস্তা এবং তার বিরুদ্ধে বৈষম্য মেনে নেওয়া যায় না।' আপাতত ক্যাম্পাসে মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা বৃদ্ধি ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে অনড় আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা।

'ক্যায়া হুয়া তেরা ওয়াদা'

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর : চাল, ডাল, ভোজ্য তেল ও মশলা সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। এই অভিযোগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়াল কংগ্রেস। ১৯৭৭-এর একটি জনপ্রিয় বলিউড চলচ্চিত্রের গানের লাইন—'ক্যা হুয়া তেরা ওয়াদা, ও কসম, ও ইরাদা?' উদ্ধৃত করে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নীরবতা এবং অতীতের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বিরোধী নেতৃত্বের অভিযোগ, সরকারের নীতিগত শিথিলতা ও অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতি কমানোর ব্যর্থতার কারণে মধ্যবিত্তের বাজেট সম্পূর্ণ বেসামাল হয়ে পড়েছে।

রমেশের দাবি করেন, এক মাসে এলাচ, জিরে, জয়ত্রীর মতো মশলাপাতির দাম ১০ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজারে অড়হর ডাল কেজি প্রতি ১৩০ টাকা এবং ছোলার ডাল ১০০ টাকায় পৌঁছেছে। সরষের তেল লিটার প্রতি ২১০ টাকা ছুঁয়েছে। গত তিন মাসে দেশে পেঁয়াজের গড় দাম কেজি প্রতি সাড়ে ২৯ টাকা থেকে বেড়ে প্রায় ৫৪ টাকা হয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের মতে, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের পক্ষ থেকে নানা আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে খুচরো বাজারে সাধারণ মানুষের জন্য কোনও আর্থিক স্বস্তি মেলেনি। জয়রাম রমেশের কটাক্ষ, 'প্রধানমন্ত্রীজি, আপনাদের সেই বহুল প্রচারিত 'ভালো দিন' (অচ্ছে দিন) কোথায় গেল? সেগুলো কি শুধু রাজনৈতিক বক্তৃতা ও উপদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল?'

বন্দে মাতরম বিতর্ক এবার কর্ণাটক বিধানসভায়

বেঙ্গালুরু, ২১ সেপ্টেম্বর : বন্দে মাতরম নিয়ে বিতর্কে জলঘোলা হল এবার কর্ণাটক বিধানসভায়। বিশেষ অধিবেশনের শুরুতে জাতীয় গান বন্দে মাতরমের প্রথম দুই স্তবক গেয়ে শাসকদল কংগ্রেস থেমে গেলেও সুর চড়িয়ে পুরো ছ'টি স্তবক গেয়ে বিধানসভায় তীব্র প্রতিবাদ জানালেন বিরোধী বিজেপি বিধায়করা। এই নিয়ে চরম হট্টগোল তৈরি হয় কর্ণাটক বিধানসভা ও বিধান পরিষদে।

রাজ্যের খরা পরিস্থিতি ও কস্তুরীরঙ্গন রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার জন্য ডাকা বিশেষ অধিবেশনে সরকারি নির্দেশিকা মেনে বন্দে মাতরমের দুই স্তবক গাওয়া নিশ্চিত করতেই স্পিকার জিএস পাতিল শোকপ্রস্তাব পেশের নির্দেশ দেন। কিন্তু শাসকদল গাওয়া থামাতেই বিজেপি সদস্যরা কাগজ দেখে সম্পূর্ণ গান গাইতে শুরু করেন। একই ছবি দেখা যায় বিধান পরিষদেও, যেখানে চেয়ারম্যান সালিম আহমেদ সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ শুরু করতেই বিরোধী সদস্যেরা বিক্ষোভ দেখিয়ে সভা উত্তপ্ত করে তোলেন।

ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিজেপি বিধায়ক এসআর বিশ্বনাথ বলেন, 'সোনিয়া গান্ধিকে সন্তুষ্ট করতে মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার বন্দে মাতরমকে ছেঁটে দুই স্তবকে এনেছে, আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' একই সুর শোনা যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশির গলায়। তিনি একে 'দেশপ্রেমবিরোধী' নির্দেশ বলে তোপ দাগেন।

পালটা জবাবে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'গত ৯০ বছর ধরে

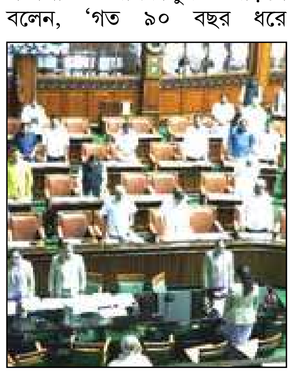

বন্দে মাতরম একভাবে গাওয়া হচ্ছে, আজ কোনও সরকার এসে তা বদলে দিতে পারে না।' কংগ্রেসের প্রবীণ নেতৃত্বের মতে, ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত নিয়ে মহাত্মা গান্ধি, জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর উপস্থিতিতে জাতীয় গানের প্রথম দুই স্তবক নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, যা ১৯৫০ সালে সংবিধান সভাও অনুমোদন করে।

বিহারে প্রকাশ্যে যুগলকে হেনস্তা, ধৃত ৩

পাটনা, ২১ সেপ্টেম্বর : টিউশন সেরে ফেরার পথে বিহারের জামুইয়ে দশম শ্রেণির এক কিশোরী ও তার বন্ধুকে প্রকাশ্যে হেনস্তা, মারধর ও শ্লীলতাহানির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সমাজমাধ্যমে দুষ্কৃতীদের অত্যাচারের ওই ভিডিও ছড়াতেই নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ।

শনিবার সন্ধ্যায় স্কুটারে চেপে মারওয়া পাহাড় এলাকা থেকে শহরের বাড়ি ফিরছিল এক বেসরকারি স্কুলের দুই শিক্ষার্থী। অভিযোগ, জামুই-লক্ষ্মীসরাই সড়কের কাছে নির্জন রাস্তায় পথ আটকে আচমকাই তাদের ওপরে চড়াও হয় একদল তরুণ। কিশোরীর সহপাঠী বন্ধুকে মারধর ও শার্টের কলার ধরে টেনে একপাশে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর দুষ্কৃতীরা মেয়েটিকে ঘিরে ধরে অশালীনভাবে স্পর্শ করে এবং তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায়। ঘটনার সময় দুষ্কৃতীদের একজন নিজেই এই নির্মম নির্যাতনের ভিডিও তৈরি করে। আতঙ্কে কান্নাভেজা গলায় হাতজোড় করে কিশোরী আকুতি জানায়, 'প্লিজ আমাদের যেতে দিন, আমরা কথা দিচ্ছি আর কোনওদিন এখানে আসব

না।' এই ন্যক্কারজনক নির্যাতনের দুটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়।

ঘটনাটির সংবেদনশীলতা বিচার করে স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআর দায়ের করেছে জামুই থানার পুলিশ। পকসো ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার কড়া ধারায় মামলা দায়ের করে যৌথ তদন্ত শুরু হয়েছে। জামুইয়ের পুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ দয়াল জানান, 'জামুই থানায় যে এফআইআর করা হয়েছে, সেখানে কিশোর-কিশোরী কোনও অভিযুক্তের নামোল্লেখ করেনি। তবে ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখে আমরা সাতজন অভিযুক্তকে চিহ্নিত করেছি।' তল্লাশি চালিয়ে তিনজন অভিযুক্তকে ধরেছে পুলিশ।

এই অমানবিক ঘটনা ঘিরে বিহার সরকারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এটা কোনও সংস্কৃতি নয়, এটা পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা।' সেই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন, সন্ধ্যা ৭টায় কেন এক কিশোরী রাস্তায় নিরাপদ থাকবে না? পালটা জবাবে বিহারের মন্ত্রী সুনীল কুমার বলেন, 'এই ঘটনাটি অবশ্যই নিন্দনীয়, কিন্তু একটি ঘটনার ওপর ভিত্তি করে পুরো বিহারে জঙ্গলরাজ চলছে বলা ঠিক নয়।'

পিছু হটলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

হুথি নিয়ে দোটানা ■ চরম হুঁশিয়ারি ইরানকে

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ২১ সেপ্টেম্বর : ইরান সমর্থিত হুথি জঙ্গিদের ওপর হামলা চালানো নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন বায়ুসেনা পুরোপুরি তৈরি। হামলার লক্ষ্যবস্তুও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যাবতীয় প্রস্তুতি সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে ইয়েমেনে সেনা অভিযান স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাম্প। একদিকে সৌদি আরবকে সামরিক সাহায্যের দায়, অন্যদিকে ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের মধ্যে সেনাকে ঝুঁকিতে না ফেলতেই ওয়াশিংটনের এই অবস্থান বলে মনে করা হচ্ছে। হুথি ইস্যুতে পিছু হটলেও ইরান নিয়ে কড়া অবস্থান বজায় রেখেছেন ট্রাম্প।

তাঁর সাফ কথা, 'তিনটি রাস্তা রয়েছে। প্রথমত, ইরানকে পুরোপুরি গুঁড়িয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, অর্থনীতিকে দুর্বল করে ওদের পথে বসানো। তৃতীয়ত, আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খোঁজা।' সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, 'আমরা কখন ওদের দেশটাকে উড়িয়ে দেব, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। ওদের উচিত সংযত আচরণ করা।' জবাব দিতে দেরি করেনি ইরান। ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) জানিয়েছে, আমেরিকা হামলা চালালে রক্ষাণাত্মক রণকৌশল ছেড়ে বেরিয়ে আসবে তারা। যেসব জায়গায় এতদিন ইরানি সেনা হামলা চালায়নি সেগুলিকে এবার নিশানা করা হবে। আইআরজিসি-র মুখপাত্র হোসেন মহেবি বলেন, 'আমরা

আমরা কখন ওদের দেশটাকে উড়িয়ে দেব, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। ওদের উচিত সংযত আচরণ করা।
-ডোনাল্ড ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট

আমরা এবার যুদ্ধের ভূগোল বদলে দেব। আমাদের লক্ষ্যবস্তুগুলি আগের মতো নির্দিষ্ট থাকবে না।
-হোসেন মহেবি
আইআরজিসি'র মুখপাত্র

এবার যুদ্ধের ভূগোল বদলে দেব। আমাদের লক্ষ্যবস্তুগুলি আগের মতো নির্দিষ্ট থাকবে না। আমরা এমন কিছু নতুন লক্ষ্যবস্তু চিহ্নিত করেছি, যেখানে আগে কখনও আক্রমণ চালানো হয়নি।'

হুথিদের নিয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি এখনও বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমেরিকা এই গোষ্ঠীর (হুথি) সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে যোগাযোগ রাখছে। এখনও পর্যন্ত তারা আমেরিকার ওপর হামলা না চালানোর অবস্থানে রয়েছে।' মার্কিন প্রশাসনের একটি সূত্র জানিয়েছে, ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টাদের বেশির ভাগই হুথিবিরোধী অভিযানের পক্ষে নয়। ইরানের সঙ্গে চলা যুদ্ধে মার্কিন সামরিক বাহিনী চরম চাপে রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নতুন ফ্রন্ট খোলা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে বলে মনে করছে হোয়াইট হাউস।

কয়েকমাস ধরে মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে ইয়েমেনে সৌদি সমর্থিত সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ জোরদার করেছে হুথিরা। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাব আল-মানদেব প্রণালীর বড় অংশ তারা দখল করেছে। পাশাপাশি লোহিত সাগরে সৌদি জাহাজ ও তেল পরিকাঠামোর ওপর হুথিরা লাগাতার হামলা চালাচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গত সপ্তাহে সৌদি যুবরাজ মহম্মদ-বিন-সালমান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ফোন করে হুথিদের বিরুদ্ধে সামরিক সহায়তার অনুরোধ জানান। শুরুতে হুথিদের বিরুদ্ধে সেনা পাঠাতে রাজি হননি ট্রাম্প। সৌদির আর্জির পর তিনি মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরকে হামলার জন্য তৈরি হওয়ার নির্দেশ দেন। তবে রবিবার সকালে ফের সিদ্ধান্ত বদল করেন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, এখনই হুথিদের বিরুদ্ধে কোনও সামরিক পদক্ষেপে যাচ্ছে না আমেরিকা। এই উত্তপ্ত আবহেই চলতি সপ্তাহে হতে চলা রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে নিউ ইয়র্ক সফরে যাচ্ছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান।

সোনিয়ার ভোটার তালিকা মামলা ফের শুরুর নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর : কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধির বিরুদ্ধে ১৯৮০ সালের ভোটার তালিকায় বেআইনিভাবে নাম তোলার অভিযোগে দায়ের মামলায় নিম্ন আদালতের নির্দেশ খারিজ করে দিল দিল্লির দ্বারকা আদালত। বিচারক বিশাল গোগানে মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশকে 'অসংলগ্ন ও ত্রুটিপূর্ণ' উল্লেখ করে মামলাটি নতুন করে শুনানির জন্য এসিজেএম আদালতে ফেরত পাঠিয়েছেন। ২৯ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

আইনজীবী বিকাশ ত্রিপাঠীর দায়ের করা অভিযোগে বলা হয়েছে,

জন্মসূত্রে ইতালীয় নাগরিক সোনিয়া গান্ধি ১৯৮৩ সালে ভারতের নাগরিকত্ব পান। অথচ তার তিন বছর আগেই অর্থাৎ ১৯৮০ সালে জাল নথি ব্যবহার করে দিল্লির ভোটার তালিকায় তাঁর নাম তোলা হয়েছিল। এর আগে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এই নিয়ে এফআইআর দায়ের বা পুলিশি তদন্তের আর্জি খারিজ করে দিয়েছিল। সেই রায় বাতিল করে বিশেষ বিচারক বিশাল গোগানে জানান, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৭৫(৩) ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট থানা থেকে স্টেটাস রিপোর্ট চাওয়া হয়নি। অভিযোগটি কোনও গুরুতর অপরাধের প্রকাশ কি না তা বিচার করেননি মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট, যা আইনত ভুল।

ছাত্র ভোটে হারের রিপোর্ট চাইলেন রাহুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর : দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে একটি আসনেও জিততে না পারায় কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই-এর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে দলের ভিতরেই। সূত্রের দাবি, ফল নিয়ে ক্ষুব্ধ কংগ্রেস শীর্ষনেতৃত্ব। এবারের নির্বাচনে এনএসইউআই-এর নির্বাচনি কৌশল ও প্রার্থী বাছাই নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সংগঠনের ইনচার্জ কানাইয়া কুমারের কাছেও এর ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস আন্দোলনের রেশ ধরে গোটা দেশে জেনজি প্রজন্মের মধ্যে শাসক শিবিরের প্রতি ক্ষোভ যখন বাড়ছে, সেই সময় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে কংগ্রেসের খারাপ ফল দলীয় নেতৃত্বের চিন্তা বাড়িয়েছে।

এবারের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ডিইউএসইউ-এর চারটি কেন্দ্রীয় পদেই এনএসইউআই হেরেছে। এবিভিপি প্রার্থীরা সভাপতি, সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক পদে জিতেছেন। সহ-সভাপতি পদে জয়ী হয়েছেন এনএসইউআইয়ের বিদ্রোহী প্রার্থী শোকিন। এবারের ভোটে এনএসইউআই-এর অন্তর্দ্বন্দ্বকে এবিভিপি কাজে লাগিয়েছে বলে কংগ্রেস সূত্রের দাবি।

ইয়েমেনের সানা শহরে সৌদি আরব বিরোধী সমাবেশে সশস্ত্র হুথি সমর্থকরা।

বাণিজ্য-জট কাটাতে মরিয়া শি ও ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২১ সেপ্টেম্বর : ১১ বছরের বিরতি। ফের ওয়াশিংটনে পা রাখতে চলেছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। ২৩ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁর তিনদিনের এই হাইপ্রোফাইল সফরকে কেন্দ্র করে হোয়াইট হাউসের অন্দরে কূটনৈতিক তৎপরতা চরমে পৌঁছেছে। প্রোটোকল ভেঙে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই 'জয়েন্ট বেস অ্যান্ড্রুজ'-এর টারম্যাকে চিনা প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা জানাবেন।

দুই শীর্ষনেতার আসন্ন বৈঠকের কেন্দ্রে রয়েছে আমেরিকা ও চিনের মধ্যে চলা বাণিজ্য সংঘাত এবং তার অর্থনৈতিক প্রভাব। গত বছর বুসানে দু-দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত এক বছরের বাণিজ্য যুদ্ধবিরতি চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। এই চুক্তি টিকিয়ে রাখা, পারস্পরিক শুল্ক হ্রাস, আমেরিকার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ কৃষিপণ্য কেনা ও বাণিজ্যিক বিমান হস্তান্তর সংক্রান্ত সমঝোতায় পৌঁছোনো দু-পক্ষের কাছেই বড় চ্যালেঞ্জ। একই সঙ্গে কৃত্রিম মেধা (এআই) সুরক্ষায় 'ক্রাইসিস-নোটিফিকেশন চ্যানেল' চালুর প্রস্তাব, তাইওয়ান প্রণালীর নিরাপত্তা এবং ইরান যুদ্ধের পর তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক জট কাটানো এখন ওয়াশিংটন বৈঠকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হতে চলেছে।

সোমবার নিউ ইয়র্কে চিনের উপপ্রধানমন্ত্রী হি লিফেং, মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট এবং সেদেশের বাণিজ্য প্রতিনিধি জ্যামিসন গ্রিয়ারের মধ্যে একটি বৈঠক হয়েছে। এপ্রসঙ্গে চিনের বাণিজ্যমন্ত্রকের মুখপাত্র হুয়াং লিং জানিয়েছেন, একটি পারস্পরিক

শুল্ক হ্রাস ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যেই আলোচনা এগিয়ে চলেছে।

চিনে তৈরি রোবোটিক্স ও পাওয়ার ইনভার্টারের ওপর চড়া মার্কিন শুল্ক, উচ্চপ্রযুক্তির সেমিকনডাক্টর তৈরির যন্ত্রাংশ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা এবং এর জবাবে চিনের তরফে বিরল খনিজের রপ্তানি কমানোর সিদ্ধান্ত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে কঠিন করে তুলেছে। আমেরিকা ও চিন প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলারের পণ্যে পারস্পরিক শুল্ক হ্রাসের সমঝোতায় না পৌঁছালে বিশ্ব অর্থনীতি ফের বড়সড়ো সংকটে পড়তে পারে।

তবে অর্থনৈতিক উত্তেজনার পারদ চড়িয়েছে ট্রাম্প প্রশাসনের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ। রাশিয়া ও ইরানের তেল এবং গ্যাস কেনা দেশগুলির ওপর ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তি শুল্ক চাপানোর এক নিষেধাজ্ঞায় সই করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। জবাবে পালটা সতর্কবার্তা দিয়েছে বেজিং। চিনা বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন বলেছেন, 'সমতা ও পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে চিন অন্যান্য দেশের সঙ্গে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা চালায়। আন্তর্জাতিক আইন বহির্ভূত কোনও এক তরফা নিষেধাজ্ঞা কিংবা তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ বেজিং মেনে নেবে না।'

সরকারি প্রকল্পের ফর্ম জমা দেওয়ার ভিড় সামলাতে হিমসিম অবস্থা পুলিশের। সোমবার বিহারের পাটনায়।

ট্রোলারদের থাপ্পড় সলমনের, কিন্তু কেন

হালে ক্যাটরিনা কাইফকে দেখা গিয়েছে, বেশ খানিকটা ওজন বেড়েছে তাঁর। ফলে ট্রোলডও হয়ছেন। এবং আরও উদাহরণ আছে। সবকিছুর উত্তর দিয়েছেন সলমন খান। তাঁকেও ট্রোলিংয়ের মুখে পড়তে হয়েছে বারবার—তিনি মোটা হয়েছেন, তাঁর বয়স হয়ে গিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিগ বস-এ এই ৬০ বছরে ক্যামেরার সামনে কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই শার্ট খুলে বলেছেন, 'এবার ট্রোল করো। কোনও সিক্স প্যাক নেই, ক্লোজ শট নিয়ে দেখো। আমাদের ট্রোল না করে নিজেদের বাবা-মার দিকে নজর দাও। আমাকে বলছে টাকলা হয়ে গিয়েছে, আসলে ছবির চরিত্রের জন্যই এই লুক। আমার এসবে কিছু আসে যায় না, কিন্তু অনেকে ডিপ্রেশনে চলে যায়, আত্মহত্যাও করে। যে ভাষায় এরা কথা বলে, এতে তাদের লালনপালন কীভাবে হয়েছে বোঝা যায়, এসব মূলসুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে।' বস্তুত নতুন ছবির জন্য সলমন ওজন বাড়িয়েছেন, চুল ছোট করেছেন, তার জন্য তাঁকে ট্রোলিংয়ের মুখে পড়তে হয়। বিগ বস-এ আবার তিনি হঠাৎই মাটিতে পড়ে গিয়েছেন একবার, লোক ভেবেছে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত। সলমন এর জন্য ক্ষমা চেয়ে বলছেন, প্রতিযোগী কাজি তৌকির নিজেকে শারীরিকভাবে অসুস্থ দেখিয়ে বাজি জিততে চাইছেন। তাঁর এ কাজ যে ঠিক নয়, সেটা বোঝাতেই মাটিতে পড়ে অসুস্থতার ভান করেছিলেন বলে সলমন নিজে জানিয়েছেন।

পরপর ছবির কাজ করবেন আমির

আমির লালা অমরনাথের বায়োপিক লালকারাতে নামভূমিকায় আছেন। ১৯৫২ সালে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ হয়েছিল, অমরনাথ তাঁর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমির অক্টোবর থেকে ছবির শুটিং শুরু করে মার্চে শেষ করতে চান, যাতে ছবি ২০২৭-এর ডিসেম্বরে মুক্তি পেতে পারে। সেইসঙ্গে ছবিটিকে টেস্ট সিরিজের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীকে উৎসর্গ করা যায়। পরিচালক আশুতোষ গোয়ারিকর সেভাবে টানা শুটিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এরপরেই আমিরের ক্যালেন্ডারে আছে রাজকুমার হিরানির থ্রি ইডিয়টস। ছবির চিত্রনাট্য লেখা চলছে। আমির চান আগামী ফ্রেব্রুয়ারিতেই ছবির চূড়ান্ত চিত্রনাট্য পড়ে নিতে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে মার্চ থেকে ছবির শুটিং শুরু হবে আমির, শরমন যোশি, করিনা কাপুর, আর মাধবন এবং অন্যান্যদের নিয়ে।

একনজরে সেরা ৫

দৌড়োচ্ছে ডাক্তারকাকু

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, পাভেল, ঋদ্ধি সেন, এনা সাহার ডাক্তারকাকু রবিবার ৫ লক্ষ টাকা আয় করে প্রতিদ্বন্দ্বী বেপরোয়াকে পিছনে ফেলে দিল। অভিরূপ ঘোষ পরিচালিত আদৃত রায় ও নবাগতা আরিয়ার এই ছবি গোড়া থেকেই মন্থর গতিতে এগোচ্ছে। রবিবার তার আয়ের পরিমাণ ৩ লাখ। পরবর্তীতে কার পাল্লা ভারী হবে, সময়ই বলবে।

কাও বায়োপিক

র-এর প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বরনাথ কাও-এর বায়োপিকের কথা ঘোষণা করলেন করণ জোহার। র-এর ৫৮তম প্রতিষ্ঠাদিবসকে মাথায় রেখে ২১ সেপ্টেম্বর ছবির কথা ঘোষিত হয়। তাঁর ধর্মা প্রোডাকশনসের সঙ্গে এই প্রজেক্টে আছে লিও মিডিয়া কালেক্টিভ। নীতিন গোখালের জেন্টেলম্যান স্পাইমাস্টার বইটি অবলম্বনে নির্মীয়মান ছবির মুক্তি ১১ অগাস্ট, ২০২৮।

ফিরছে প্রেম

১২ বছর পর রাজশ্রী প্রোডাকশন আয়ুষ্মান খুরানাকে 'প্রেম'-সাজিয়ে ছবি করেছে, নাম ইয়ে প্রেম মোল লিয়া, পরিচালক সুরজ বরজাতিয়া। ছবির টাইটেল ট্র্যাক প্রকাশিত হল রবিবার। হিমেশ রেশামাইয়ার গানে রাজশ্রীর অতীতের ছবির পরম্পরাই দৃশ্যমান হয়েছে। তার সঙ্গে আয়ুষ্মান ও নায়িকা শর্বরী ওয়াগের কেমিস্ট্রিও। মুক্তি ২৭ নভেম্বর, ২০২৬।

বিদ্যার কান্তা

রজনীকান্তর জেলার ২-তে বিদ্যা বালানের চরিত্রের নাম কান্তা। তাঁর চরিত্রের ঝলক এল রবিবার। সিঁড়ি দিয়ে ধীর পায়ে নেমে আসছেন। হাতে সিগারেট, পিঠের অনেকটা উন্মুক্ত, ছোট চুল—এ এক অন্য বিদ্যা, বেশ উদ্ধত, সাহসী। তবে চরিত্রটি সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি। নেটজেন তাঁকে দেখে খুশি। ১৫ অক্টোবর ছবির মুক্তি।

জিতুর চাল

বিগ বস ২-এ জিতু কমল ও রাজবীরের আবার ঝামেলা। নতুন প্রোমোতে দেখা গেল, ওঁরা একে অপরকে হুমকি দিচ্ছেন, জিতু বলছেন রাজবীরকে ফাইনাল পর্যন্ত যেতেই দেবেন না।

রাজবীরের ফ্যানেরা রাগ করছেন এতে। আবার এটাও সত্যি, রাজবীরকে জিতুই ঘর থেকে বেরোতে দেননি। তাহলে কি এভাবেই নিজের ঘুঁটি সাজিয়েছেন জিতু?

চলে গেলেন

বাংলার 'রেখা'

উজ্জ্বল হাসি। মারকাটারি চাউনি। অসাধারণ স্ক্রিন প্রেজেন্স। দারুণ সুন্দরী। ভয়ংকর আবেদন। সুচিত্রা সেনের মতো আলোময় থাকতেই অন্তরালে চলে যাওয়া। চলে যাওয়া অন্ধকারে। পর্দায় জ্যোতি ছড়ানো সেই মিঠু মুখোপাধ্যায় আর নেই। দীর্ঘদিন ক্যানসারে ভুগছিলেন। রবিবার রাতে মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। তিনি কেন চলে গিয়েছিলেন আড়ালে, আবডালে? উত্তরের খোঁজে

তারাদের কথা

মনে পড়ে, সেই দাপুটে উচ্চারণ-'বেশ করেছি, প্রেম করেছি, করবই তো?'

যে দশকে প্রেম মানে অজস্র ট্যাবু, কি ভীষণ লজ্জা আর মেয়ে হলে তো কথাই নেই-গোপনীয়তা চূড়ান্ত, সেই যুগে এই গানটা যেন আস্ত এক যুগবদলের ইঙ্গিত। গানটা আবার কিনা নায়িকার লিপে! সেই নায়িকার চোখে, মুখে, উচ্চারণে আর অভিব্যক্তিতে কোনও জড়তা নেই। এমন সহজভাবে এই অঙ্গীকার করছেন তিনি যে, মাঝখান দিয়ে গোটা দুই বা আড়াই দশক কেটে গেলেও আজও সেই উচ্চারণের কোনও বিকল্প নেই। কারণ মিঠু মুখোপাধ্যায়ের কোনও বিকল্প হয় না যে।

না, তিনি সুচিত্রা সেনের মতো গ্ল্যামারাস নন। আবার সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের মতো অনিবার্যও নন। তিনি আসলে এক দমকা হাওয়ার মতো। বাংলা সিনেমার দিকবদল বলুন আর যুগবদল যা-ই বলুন না কেন, তার অনেকটাই মিঠু মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে। অবশ্য মিঠু মুখোপাধ্যায়ের যে সহজাত গ্ল্যামারটা ছিল, তার কারণে দর্শকরা তাঁকে 'কলকাতার রেখা' বলে আখ্যা দিয়ে রেখেছেন।

তাঁর অভিনয়ে যেমন ছিল স্বতঃস্ফূর্ততা, তেমনই ছিল ক্যামেরার সামনে প্রাণখোলা উপস্থিতি। 'স্বয়ংসিদ্ধা', 'মর্জিনা আবদুল্লা', 'মৌচাক', কিংবা 'বেশ করেছি প্রেম করেছি'—সাতের দশকের একের পর এক হিট সিনেমায় তাঁর অভিনয় আজও সিনেপ্রেমীদের স্মৃতিতে অমলিন।

কিন্তু যতটা দ্রুত তিনি দর্শকের মনে পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছিলেন, ততটাই নিঃশব্দে সরে গিয়েছিলেন রূপোলি জগৎ থেকে। সুচিত্রা সেনের পর বাংলা ছবির জগতে মিঠু মুখোপাধ্যায়ই একমাত্র নায়িকা, যিনি এতটা জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় নিজেকে জনসমক্ষ থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনকে রেখেছিলেন কড়া পাহারায়, একেবারে আড়ালে। কেন এই দূরত্ব—সেই উত্তর অবশ্য আজও অজানা।

জনপ্রিয়তার একেবারে শিখরে থেকেও আচমকাই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। আর সেই দীর্ঘ অন্তরালেই চিরঘুমে চলে গেলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী মিঠু মুখোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। এই মারণরোগের সঙ্গে চলছিল তাঁর দীর্ঘ লড়াই। অবশেষে সেই লড়াই থামল। গত রবিবার রাতে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সাতের দশকের এই দাপুটে নায়িকা।

তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসতেই টলিপাড়ায় নেমে এসেছে শোকের স্তব্ধতা। নিভৃতবাসেই জীবনের শেষ দিনগুলো কাটালেন একসময়ের এই চর্চিত নায়িকা। তাঁর প্রয়াণের সঙ্গে অবসান হল একটা গোটা যুগের। চিরতরে নিভে গেল বাংলা সেলুলয়েডের আরও এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

কেন নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন মিঠু?

ব্যাপারটা অনেকটা সুচিত্রা সেনের মতোই। আলো থাকতে থাকতে সরে যাওয়া। অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া নয়। বরং আলোয় মাখামাখি এক সরে থাকা। মিঠু মুখোপাধ্যায় ঠিক তাই করেছিলেন। অনেকেই বলেন যে, তাঁর সরে থাকার কারণ অজ্ঞাত। পর্দার এত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও কেন তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিলেন, কেউ জানে না।

না। তিনি কাউকে বলেননি ঠিকই। তবে কারণটা কিন্তু বোঝা যায়। মহুয়া রায়চৌধুরি, দেবশ্রী রায়দের সামনে নিজেকে আর নতুন করে প্রমাণ করতে চাননি মিঠু। তাই জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

১৯৭১-৭২ সাল নাগাদ চিত্র পরিচালকের হাত ধরে রুপোলি জগতে পা রেখেছিলেন মিঠু। চিত্ত বসুর 'শেষ পর্ব' ছবিতে তাঁর অভিষেক হলেও, সেরা হিট মেলে ১৯৭৩ সালে। দীনেন গুপ্তর 'মর্জিনা-আবদুল্লা' ছবিতে নামভূমিকায় অভিনয় করার পর থেকে আর কোনওদিন পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। এর পর ১৯৭৪ সালে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের কালজয়ী কমেডি ছবি 'মৌচাক'। একদিকে উত্তম কুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের মতো মেগাস্টাররা, অন্যদিকে রঞ্জিত মল্লিকের বিপরীতে চঞ্চল নায়িকা মিঠু! পর্দায় তাঁদের কেমিস্ট্রি এতটাই জমে গিয়েছিল যে সিনেমাটি ব্লকবাস্টার হিট হয়। আর সেই ছবিতে মিঠুর কণ্ঠে 'বেশ করেছি প্রেম করেছি...' গানটি তো সাতের দশকের তরুণ-তরুণীদের কাছে ভালোবাসার এক প্রকাশ্য ইশতেহার হয়ে উঠেছিল।

এরপর মিঠুর কেরিয়ার যেন এক ধূমকেতুর মতো গতি পায়। 'নিশিকন্যা', 'কবীর'-এর মতো একের পর এক হিট ছবি। রঞ্জিত মল্লিকের সঙ্গে জুটি বেঁধে উপহার দেন অনন্য এক ছবি 'স্বয়ংসিদ্ধা', যা মৌচাকের চেয়ে একেবারেই আলাদা স্বাদের গল্প ছিল। শুধু তাই নয়, মহানায়ক উত্তম কুমারের বিপরীতেও নায়িকা হিসেবে চুটিয়ে কাজ করেছিলেন তিনি; যার মধ্যে 'হোটেল স্নো ফক্স' এবং 'চাঁদের কাছাকাছি' অন্যতম।

বাংলার গণ্ডি ছাড়িয়ে মুম্বইয়ের বলিপাড়াতেও নিজের দক্ষতার ছাপ ফেলেছিলেন মিঠু মুখোপাধ্যায়। ১৯৭৬ সালে দুলাল গুহর 'খান দোস্ত' ছবির মাধ্যমে হিন্দিতে আত্মপ্রকাশ করেন। পরবর্তীতে বাসু চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'দিললগি', 'সফেদ ঝুট', 'দো লাড়কে দোনো কাড়কে'র মতো বেশ কিছু হিন্দি ছবিতে তাঁর অভিনয় প্রশংসা পায়। তবে মায়ানগরী মুম্বইয়ের ঝকমকে দুনিয়া খুব একটা মন টানেনি বাংলার এই ক্রাশের। তিনি আবার ফিরে আসেন কলকাতায়।

কিন্তু ততদিনে টলিউডের হাওয়া অনেকটাই বদলে গিয়েছিল। পর্দায় রাজত্ব করছেন মহুয়া রায়চৌধুরি, দেবশ্রী রায়ের মতো নতুন প্রজন্মের অভিনেত্রীরা। কিছু বাংলা ছবি করলেও আগের মতো ম্যাজিক তৈরি হচ্ছিল না। কিন্তু মিঠু মুখোপাধ্যায় যে লড়াই না করে মাঠ ছাড়ার পাত্রী নন! ১৯৮৯ সালে চন্দ্র বারোটের পরিচালনায় মুক্তি পায় 'আশ্রিতা'। কনওয়ালজিৎ সিংয়ের বিপরীতে মিঠুর কাজ ফের আলোড়ন ফেলেছিল টলিউডে।

আর ঠিক তার পরেই, সাফল্যের আলো গায়ে মেখেই হুট করে রুপোলি পর্দা থেকে উধাও হয়ে যান মিঠু মুখোপাধ্যায়। লাইমলাইট থেকে চিরতরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে মুম্বইয়ে একপ্রকার নিভৃতবাস বেছে নেন তিনি। গ্ল্যামারের ঝকমকে আলো যখন মধ্যগগনে, হয়তো তখনই বিদায় নিতে চেয়েছিলেন তিনি—যাতে ভক্তদের হৃদয়ে তাঁর সৌন্দর্য আর অভিনয়ের সেই উজ্জ্বল স্মৃতি চিরকালের জন্য অমর হয়ে থাকে! সিনেমার পর্দার সেই রূপসী কন্যা এবার চলে গেলেন একেবারেই অন্তরালে। শুধুই রয়ে গেল, তাঁর সেই মারকাটারি চাউনি আর উজ্জ্বল হাসি।

শোকস্তব্ধ টলিউড

দীর্ঘদিন ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইয়ে হার মেনে পাড়ি দিয়েছেন মহাশূন্যে। তাঁর মৃত্যুতে টালিগঞ্জে তাঁর সহকর্মীরা বিহ্বল, বিশ্বাসই করতে পারছেন না তাঁরা।

স্বয়ংসিদ্ধা, মৌচাক ছবিতে তাঁর নায়ক ছিলেন রঞ্জিত মল্লিক। ছবি হিট, তাঁদের জুটিও হিট। শ্রী মল্লিক মিঠুর প্রয়াণের খবরে হতচকিত। তার মধ্যে একটি ভিডিও পোস্ট করে তিনি বলেছেন, 'শকিং খবর। আমাদের থেকে ও অনেকটা ছোট ছিল। এরকম একটা খবর যে আমার কাছে আসবে ভাবিনি। আজ সকালে যখন শুনলাম খবরটা, তখন বিশ্বাস করতে অসুবিধা হচ্ছিল। হয় না আজকাল, ভুল খবর দেয় অনেকে। অসাধারণ অভিনেত্রী ছিল ও। স্বয়ংসিদ্ধায় ও যা অভিনয় করেছে তা ভোলার নয়। ছায়াদেবীর সঙ্গে ও যেভাবে ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে কাজ করেছিল তাও ভোলার নয়। মৌচাক ছবিতে উত্তমদার সঙ্গে কাজ করেছিল। সেদিনগুলোর কথা ভীষণভাবে মনে পড়ছিল। ও যেখানেই থাকুক, শান্তিতে থাকুক।'

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিঠুর কাজ মৌচাক ছবিতে। মিঠুর খবরে থমকে গিয়েছিলেন সাবিত্রী। পরে বলেছেন, 'ওঁর সঙ্গে খুব একটা আমি কাজ করিনি। একটাই ছবিতে কাজ করছিলাম। খুব ভালো অভিনয় করতেন। ভালো মেয়ে ছিলেন, মিশুকে। তবে ওঁর বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না আমি। খুবই খারাপ খবর, শুনে খারাপ লাগছে ভীষণ।'

সন্ধি ছবিতে মিঠুর নায়ক ছিলেন দীপঙ্কর দে। স্মৃতি উলটে তিনি বলেছেন, 'খুব ভালো অভিনেত্রী ছিলেন। তখন খুব জনপ্রিয় উনি, প্রচুর কাজ করতেন। তবে শর্ট টেম্পার্ড ছিলেন, অল্পতেই মাথা গরম করে ফেলতেন। এতদিন আড়ালে ছিলেন কেন, জানি না।'

বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, ও যখন অভিনেত্রী হয়নি তখন থেকেই ওকে চিনি।ওর বাবার সঙ্গে পরিচয় ছিল। তখন থেকেই সুন্দরী, তার ওপর ওরকম ফিগার। তারপর তো অভিনয়ে এল। মর্জিনা আবদুল্লা, মৌচাক-এর মাধ্যমে দর্শকের হৃদয়ে তুফান তুলে দিয়েছিল। আজকাল একটা দৃশ্যে অভিনয় করেই অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী যেমন দম্ভ দেখায়, তার ছিটেফোঁটা মিঠুর মধ্যে ছিল না। তবে ঘরকুনো ছিল, বাছাই করা লোকের সঙ্গে গল্প-আড্ডা চালাত। হিন্দিতেও তো কাজ করত। তারপর সব ছেড়ে মুম্বাইয়ে থিতু হল। যোগাযোগ কমিয়ে দিল।

ছোট্ট তারা

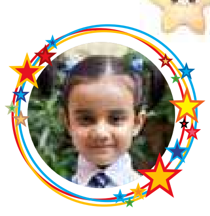

নির্মলা কনভেন্ট স্কুলের ছাত্রী শ্রীনিত্যা পাল নাচে ভালো। নাসারির এই ছাত্রী পড়াশোনাতেও মনোযোগী।

পুরভোটে জনসংযোগে জোর

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : তৃণমূলের ডামাডোলে ফায়দা তুলতে সচেষ্ট কংগ্রেস। জমি পুনরুদ্ধারে পুরভোটকেই পাখির চোখ করে আগাম মাঠ পরিচর্চায় নেমে পড়ল কংগ্রেস। 'উন্নত শিলিগুড়ি সংকল্প' অভিযানে নেমে জনসংযোগে যুব কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা শুনছেন সাধারণ মানুষের বিস্তর সমস্যার কথা। তুলে ধরা হচ্ছে শহরকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের ভাবনার কথাও। তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিদিন রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পাশাপাশি জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে। দীর্ঘ বছর পর এভাবে কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের ময়দানে দেখে কিছুটা হলেও অবাক হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

দলীয় সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে শহর শিলিগুড়ির ১, ৪, ৫, ৭ ও ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। শোনা হয়েছে তাঁদের নানাবিধ সমস্যার কথা। পানীয় জল, বেহাল রাস্তা, জঞ্জাল অপসারণ, জলনিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে বাসিন্দারা নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা তুলে ধরেন বলে জানা গিয়েছে।

পুরভোটকে মাথায় রেখেই যে এই জনসংযোগ, তা স্বীকার করেছেন দার্জিলিং (সমতল) জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি রোহিত তিওয়ারি। রোহিতের কথায়, 'তৃণমূল আমলে যে বেহাল পরিস্থিতি ছিল, তার কোনও পরিবর্তন হয়নি বিজেপি সরকারের আমলে। পুজোর বাকি নেই বেশি দিন। কিন্তু শহরে রাস্তা, নিকাশির চরম খারাপ অবস্থা। সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে এমন সমস্যা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানের দাবিতে পুরনিগমের প্রশাসক বোর্ডের কাছে সমস্তটা তুলে ধরব।'

ইতিমধ্যে দিল্লি থেকে দার্জিলিং জেলার ইনচার্জ করে শিলিগুড়িতে পাঠানো হয়েছে দলের মহিলা নেত্রী কমল রাজকে। তিনি জেলার নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বের হচ্ছেন। কমল জানান, সমস্ত কিছু হচ্ছে শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে। সব রিপোর্ট নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হচ্ছে।

দার্জিলিং মোড়ে যানজট নেই, অবাক শহর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : শহরবাসী থেকে পর্যটক- দার্জিলিং মোড়ের যানজটে আটকে থাকার তিক্ত অভিজ্ঞতা নেই, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ফলে সোমবার যাঁরা দার্জিলিং মোড় দিয়ে চলাচল করলেন, তাঁদের চোখেমুখে ছিল বিস্ময়ের ঘোর। যানজট তো দূরের কথা, রেল ওভারব্রিজের (আরওবি) ওপর হঠাৎই যেন সমস্ত যানবাহন পেয়ে গিয়েছে বাড়তি গতি। সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে চূড়ান্ত ব্যস্ততার সময়েও দার্জিলিং মোড় গতিশীল, অতীতে এমন অভিজ্ঞতা বিরল, দাবি চলাচলকারী প্রায় প্রত্যেকের।

রবিবার আরওবি উদ্বোধন হলেও শহরবাসীর মধ্যে যানজট নিয়ে কিছুটা হলেও সংশয় ছিল। তাই অনেকেই অভ্যাসমতো মাটিগাড়ার উপনগরী যাওয়ার ক্ষেত্রে পাতিয়াকলোনির রাস্তা ধরেছেন। অনেকে আবার 'নতুন দার্জিলিং মোড়' দেখার আশায় মাল্লাগুড়ির দিকেই গিয়েছেন। সাধারণত কর্মব্যস্ত যে কোনও দিন দার্জিলিং মোড়েই চলাচলের সিংহভাগ সময় নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এদিন আর গাড়ির লম্বা লাইন ছিল না। সিটি সেন্টারের সামনে থেকে দার্জিলিং মোড় পেরিয়ে প্রধাননগর থানা পৌঁছাতে সময় লাগল মাত্র চার মিনিট। সিগন্যালের কারণে আটকালে সেই সময় খুব বেশি হলে বেড়ে হয়েছে সাড়ে পাঁচ মিনিট। কার্যত একই সময় লাগল জংশন মোড় থেকে পুলিশ কমিশনারেট পর্যন্ত পৌঁছাতে। বেলা সাড়ে ১১টায় এই রাস্তা অতিক্রম করতে সময় লাগল ছয় মিনিট। পুলিশ কমিশনারেটের শেষপ্রান্তে পুরোনো রাস্তার সঙ্গে সংযোগকারী অংশে পৌঁছে মোবাইল ফোনে সময় মিলিয়ে দেখার পর সৌরভ সরকার বললেন, 'মাত্র কয়েক মিনিটে চলে এলাম, বিশ্বাস করতে কেমন যেন লাগছে।' 'এবার থেকে আর যানজটে সময় নষ্ট হবে না', দার্জিলিং যাওয়ার পথে বললেন পেশায় গাড়ির চালক উগেন লেপচা। দিনের শেষে ফুল মার্কস পেয়েছে নতুন আরওবি।

দার্জিলিং মোড় অতিক্রম করতে অন্তত ৩০ মিনিট লাগবে, এতদিন জানা ছিল শহরবাসীর। সেভাবেই

সন্ধ্যাবেলা ফাঁকা দার্জিলিং মোড় এলাকা। সোমবার তোলা ছবি।

পরিকল্পনা করে গন্তব্যে রওনা দিতেন সকলে। তা মনে করিয়ে দিয়ে অবিনাশ দাস বললেন, 'গাড়ির লম্বা লাইন দেখলেই ভয় লাগত। মাটিগাড়া থেকে শহরে আসার সময় ভেবেছিলাম, আজকেও যানজটে পড়তে হবে। কিন্তু কিছুই দেখলাম না।' মূলত দার্জিলিং মোড় দিয়ে এখন চলাচলের পথ চওড়া ওয়ান-ওয়ে হয়ে যাওয়ায় প্রতিটি গাড়ি ছুটতে পেরেছে প্রয়োজনীয় গতিতে। পুলিশ প্রশাসনের কাছেও ছিল যানজটহীন দার্জিলিং মোড়ের চ্যালেঞ্জ। তাই ট্রাফিক পুলিশকর্মীদেরও এদিন সকাল থেকে বিশেষ সক্রিয় থাকতে দেখা গিয়েছে। বিশেষ করে হিলকার্ট রোড দিয়ে ওভারব্রিজে ওঠার মুখে চারজন ট্রাফিক পুলিশকর্মীকে বিশেষ দায়িত্বে দেখা গিয়েছে। এর মধ্যে দুজন হিলকার্ট রোড ধরে ওভারব্রিজে ওঠার অংশে নজর রেখেছেন, বাকি দুজন চম্পাসারি থেকে ওভারব্রিজের দিকে আসা গাড়ির প্রতি চোখ রাখছিলেন। এসবের মধ্যেই নতুন রেল ওভারব্রিজ ধরে স্কুটারে করে যাওয়ার সময় পূজা রায় বললেন, 'যাক, পুজোর দিনগুলিতে দার্জিলিং মোড়ে আর কোনও সমস্যা থাকবে না। চলাচলের ক্ষেত্রে আর সমস্যায় পড়তে হবে না।'

যানজটহীন দার্জিলিং মোড়ের জন্য খুশি দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলছেন, 'একটি রাস্তা খুলতেই দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। এর জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। এখনও তিন লেয়ারের রাস্তা বাকি রয়েছে। আমাদের ওপর ভরসা রাখার জন্য শহরবাসীকে ধন্যবাদ।'

আহত তরুণ

ইসলামপুর, ২১ সেপ্টেম্বর : সোমবার রাতে ইসলামপুর শহরের নিউটাউন রোডে ছুরির আঘাতে গুরুতর জখম হলেন এক তরুণ। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রমজান আলি নামে ওই তরুণকে প্রথমে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ঘটনার জেরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের একাংশ জানিয়েছে, আর্থিক লেনদেনে বচসার জেরেই অন্য এক তরুণ এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। পলাতক অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

চারা রোপণ

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : 'সেবায় আমার যোগদান' কর্মসূচিকে সামনে রেখে সোমবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে চারা রোপণ করা হয়। এদিন শহরের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের দশরথপল্লি এলাকায় মহানন্দা নদীর চরে প্রায় ৬০টি গাছের চারা লাগানো হয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে জানা গিয়েছে, পরিবেশ বিভাগের তরফে ওই গাছগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। তবে শুধু ওই গাছগুলিই নয়, সাম্প্রতিক অতীতে লাগানো অন্য গাছগুলিরও পরিচর্যার দায়িত্ব পুরনিগমের পরিবেশ বিভাগের কর্মীদের কাঁধে রয়েছে।

পরিদর্শন

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রের সেবা সংকল্প অভিযানকে কেন্দ্র করে বিশেষ টিম এল শিলিগুড়ি শহরে। ছয়জনের এই বিশেষ টিম সোমবার দার্জিলিং মোড়ের এলিভেটেড রোড সহ নির্মীয়মাণ বিমানবন্দর চত্বর ঘুরে দেখে। এছাড়াও এনজেপি স্টেশন চত্বরও ঘুরে দেখে তারা। মঙ্গলবারও এই টিম বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখবে বলে খবর। বিজেপি নেতা মানবেন্দ্র সিনহা বলেন, 'প্রতিনিধিদলের সদস্যরা এই সমস্ত কাজের সুফল নিয়ে বিভিন্ন মানুষকে প্রশ্ন করছেন।'

ডিএম-কে রিপোর্ট

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার জানিয়েছেন, 'পুরনিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের এক বয়স্ক মহিলা অত্যন্ত গুরুতর অবস্থায় মাদারিহাটের একটি শেলটারে রয়েছেন। আমরা ওঁর পরিবারের সঙ্গে অনেকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেননি। আমরা তাই যাবতীয় তথ্য সহ ওই মহিলার শারীরিক পরিস্থিতির কথা পূর্ণাঙ্গভাবে জানিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের কাছে এদিন রিপোর্ট পাঠিয়েছি।'

পাবে অভিযান

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : মাটিগাড়ার একটি শপিং মলে নির্দিষ্ট সময়ের পরে পাব বন্ধের পর তরুণ-তরুণীদের ভিড় খালি করতে রবিবার রাতে ফের অভিযান চালায় মাটিগাড়া থানার পুলিশ। কয়েকজন মদ্যপ তরুণ ও তরুণীকে মহিলা পুলিশকর্মীরা টেনে শপিং মল চত্বর থেকে বাইরে নিয়ে যান।

উদ্ধার কিশোরী

ইসলামপুর, ২১ সেপ্টেম্বর : অবশেষে রামগঞ্জ গার্লস হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে সোমবার উদ্ধার করল পুলিশ। রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ চোপড়ার সোনাপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই পড়ুয়াকে উদ্ধার করেছে। সঙ্গে ওই কিশোরীকে অপহরণে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।

শহরে বাড়ছে বয়স্ক নির্যাতন

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : শহরে বাড়িতে থাকা বয়স্ক সদস্যদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা বাড়ছে। বিভিন্ন সময়ে এমন অভিযোগ উঠেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ এবং মহকুমা শাসকের কাছে চিঠি পাঠাল দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরাম। সোমবার দেশবন্ধুপাড়ায় এমনই অভিযোগ পেয়ে একটি বাড়িতে গিয়েছিল ফোরাম। সেখানে নব্বই বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধের ওপর অত্যাচারের খবর পাওয়া গিয়েছিল। এ ব্যাপারে ওই বৃদ্ধের ছেলেকে সতর্কও করা হয়। দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকারের বক্তব্য, 'কোনও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অসহায় অবস্থায় ফোন করলে তাঁদের সহযোগিতা করা হবে বলে পুলিশের তরফে মাঝে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এখনও সেই সহযোগিতার প্রক্রিয়া রয়েছে কি না, জানা নেই। এ ব্যাপারটা যাতে কোনওভাবেই শিথিল না হয়, সেজন্য পুলিশ কমিশনারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। পাশাপাশি সিনিয়ার সিটিজেন কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশনের আওতায় নোডাল ডিপার্টমেন্টকে এ ধরনের ঘটনাগুলোর কেস স্টাডি করার অনুরোধ করা হয়েছে।'

অ্যাম্বুল্যান্স বিভ্রাট

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : রোগী নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার সময় অ্যাম্বুল্যান্সের তেল শেষ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন এলাকায়। পরে ট্রাফিক পুলিশের তরফেই অন্য একটি অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করে রোগীকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে খবর, ওই অ্যাম্বুল্যান্সটি জরুরিভিত্তিতে এক রোগীকে সোমবার হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল। দার্জিলিং মোড় পেরোনোর সময়ই গাড়িটির তেল শেষ হয়ে যায়। ঘটনাটি নজরে আসতেই ট্রাফিক পুলিশের তরফে আলাদা অ্যাম্বুল্যান্সের খোঁজ করা হয়। এরপর ওই রোগীকে অন্য অ্যাম্বুল্যান্সে করে তড়িঘড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। অ্যাম্বুল্যান্সের মতো জরুরি পরিষেবায় কেন পর্যাপ্ত পেট্রোল ছাড়াই রোগী নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, বলে প্রশ্ন উঠেছে।

নয়া প্রজন্মের গয়না

অফিস, কলেজ বা নিছক আড্ডা— সাজগোজ এখন ছিমছাম অথচ নজরকাড়া হওয়া চাই। আর এই 'মিনিমাল' সাজের অন্যতম সঙ্গী এখন 'অ্যান্টি-টার্নিশ' জুয়েলারি। ঘাম-জলে কালো হওয়ার ভয় নেই, পকেট ফ্রেন্ডলি আবার ত্বকের জন্যও নিরাপদ। হালফিলের ফ্যাশনে শিলিগুড়ির তন্বীদের মন মজেছে এই ম্যাজিক গয়নাতেই। খোঁজ নিলেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**।

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : কফি শপের আড্ডা, অফিসের কনফারেন্স রুম কিংবা বিকেলের সোজাসাপটা ডেনিম শার্টের সাজ হোক, তার সঙ্গে ভারী গলার চেন, ভারী কানের দুল 'নৈব নৈব চ।' সাধারণ ইমিটেশনের গয়না অল্পদিনেই তামাটে রং ধরে। এখন হালকা সোনার গয়না পরেও রোজ বাইরে বেরোনো ঝুঁকির। তাই শহরের ফ্যাশন সচেতন তরুণীদের পছন্দও বদলেছে আমূল। তাঁদের মন একেবারে জয় করেছে নতুন 'অ্যান্টি-টার্নিশ' জুয়েলারি। সোনালি উজ্জ্বল দ্যুতি, আর জল বা ঘামে সহজে রং বদলে যাওয়ার ভয়ও অনেক কম। গয়নার এই জাদুকরি মন্ত্রেই এখন মেতেছেন শহরের জেন জেড ও কর্মজীবী মহিলারা।

সাধারণ ইমিটেশনের গয়নায় জল বা পারফিউমের ছোঁয়া লাগলেই তাতে কালচে ভাব হতে শুরু হয়ে যায়। কিন্তু অ্যান্টি-টার্নিশ গয়নার মূল ভিত হল স্টেনলেস স্টিল। তার ওপর রং করা হয়। স্টেনলেস স্টিল হওয়ার ফলে জলের সংস্পর্শ কিংবা ঘাম কোনওটাই সহজে ধাতুর ওপর বিক্রিয়া ঘটায় না। সংবেদনশীল ত্বকেও কোনও অ্যালার্জি বা র‍্যাশের ঝুঁকি থাকে না বলেও আশ্বাস দিয়ে থাকেন অনেক ব্যবসায়ী।

সেবক রোডের এক অফিসে কর্মরতা সায়ন্তী মুখোপাধ্যায় বলছিলেন, ''অফিসে যতই কাজের চাপ থাকুক নিজেকে যাতে সুন্দর দেখায় তার ব্যবস্থা তো অবশ্যই করতে হবে। এখন সবাই 'মিনিমাল' সাজে যেমন বিশ্বাসী তেমন কোয়ালিটির সঙ্গেও খুব বেশি কম্প্রোমাইজ করতে চায় না। এই গয়নার চল বেশ কয়েক বছর ধরে শুরু হলেও এখন এর চাহিদা তুঙ্গে। গলায় একটা সরু চেন, হাতে ব্রেসলেট, কানের দুল হলেই যেন মনে হয় সাজ সম্পূর্ণ। এগুলি যেমন দেখতেও স্টাইলিশ তেমন রং ওঠার চিন্তাও নেই। বেশ ক্লাসিক লুক এনে দেয়।''

কলেজ ছাত্রী অনন্যা দে বলেন, 'আমি মা-কে সাধারণ ইমিটেশনের গয়না পরতে দেখতাম। কয়েকদিন পরই রং উঠে যায়। দেখতেও ভালো লাগে না। আমি তো কখনোই পরিনি। তবে অ্যান্টি-টার্নিশড জুয়েলারি পরি। ক্লে জুয়েলারি, মাটির গয়না ট্র্যাডিশনাল পোশাকের সঙ্গে ভালো লাগলেও ওয়েস্টার্ন পোশাকের সঙ্গে মানানসই গয়না নিয়ে হিমসিম খেতে হত। এখন লেয়ার্ড চেন, জিওমেট্রিক কানের দুল সহ নানা ধরনের অ্যান্টি-টার্নিশ জুয়েলারি পাওয়া যায় যা ট্র্যাডিশনাল এবং ওয়েস্টার্ন সব পোশাকের সঙ্গেই মানানসই।'

প্রথমদিকে কিছু ব্যবসায়ী অনলাইন এবং অফলাইনে এই গয়না বিক্রি করলেও এখন প্রচুর ব্যবসায়ী, গয়নার দোকান, এগজিবিশনে এই জুয়েলারি বিক্রি করছে। স্বামীজি সরণির গয়নার দোকানের ব্যবসায়ী পলি মণ্ডল বলছিলেন, 'মিনিমাল অথচ বেশ এলিগেন্ট এই গয়না এখন সবাই পছন্দ করছে। জল, ঘাম প্রতিরোধী এই গয়নাগুলি বহুদিন পর্যন্ত ভালো থাকে। সহজে রংও উঠে যায় না।'

বাড়িতে থেকেই গয়নার ব্যবসা চালান তনুজা পাল। তিনিও বলছিলেন এই গয়নার চাহিদার কথা, 'পকেট ফ্রেন্ডলি এই গয়নার জন্য তাই অন্যদিকে আর কেউ ঝুঁকতে চাইছে না। তরুণ প্রজন্মের সাজগোজের এখন শেষকথা এই 'অ্যান্টি-টার্নিশ জুয়েলারি'।

- জেন জেড ও কর্মজীবী তরুণীদের মধ্যে 'অ্যান্টি-টার্নিশ' গয়নার জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে
- সাধারণ জল, ঘাম বা পারফিউমের ছোঁয়ায় এই গয়নাগুলি সহজে কালো হয় না বা রং বদলায় না
- বৈচিত্র্যময় ডিজাইনের কারণে এটি ওয়েস্টার্ন ও ট্র্যাডিশনাল—দুই পোশাকে সমান মানানসই
- সাশ্রয়ী দাম বা পকেট ফ্রেন্ডলি হওয়ায় এবারের পুজোর ফ্যাশনেও এর চাহিদা তুঙ্গে

সাফাই বন্ধ রাখার হুমকি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : শহর পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব যাঁদের কাঁধে, তাঁদের নিজেদের হাঁড়িই চড়ছে না। গগনচুম্বী মূল্যবৃদ্ধির বাজারে নামমাত্র মজুরিতে কাজ করতে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে শিলিগুড়ির সাফাইকর্মীদের। ২০২১ সালের পর থেকে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তাঁদের বেতন এক টাকাও বাড়ানো হয়নি। হাড়ভাঙা খাটুনির পর এই অপর্যাপ্ত মজুরিতে সংসার চালাতে গিয়ে কার্যত দিশেহারা অবস্থা তাঁদের। অবিলম্বে ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত না করা হলে শহর অচল করে দিয়ে বৃহত্তর কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি দিল উত্তরবঙ্গ সাফাই কর্মচারী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন।

চাই ন্যায্য মজুরি

সোমবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলার সঙ্গে দেখা করে নিজেদের ক্ষোভের কথা জানান সংগঠনের সদস্যরা। তাঁদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, সরকার এবার বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে কোনও সদর্থক পদক্ষেপ না করলে তাঁরা কাজ বন্ধ করে রাস্তায় নামতে বাধ্য হবেন। পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলা বলেন, "আমাদের মতো করে আমরা কাজ করছি।" তবে পুরনিগমের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সাফাইকর্মীদের দাবিপত্র ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে।

পুরনিগমে বর্তমানে প্রায় আড়াই হাজার সাফাইকর্মী রয়েছেন। অভিযোগ, তৃণমূলের বোর্ডেও তাঁরা বারবার নিজেদের দুরবস্থার কথা জানিয়েছিলেন, কিন্তু বাস্তবে এক টাকাও বেতন বাড়েনি। বর্তমানে প্রশাসক বোর্ডের আমলেও তাঁরা লাগাতার দরবার করে চলেছেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও ইতিবাচক ইঙ্গিত মেলেনি।

সংগঠনের সদস্যরা জানাচ্ছেন, দ্রুত বেতন বৃদ্ধি না হলে ২০২১ সালের মতোই ফের বৃহত্তর কর্মবিরতির পথে হাঁটবেন তাঁরা। সেবার কর্মবিরতির চাপে ১০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে এবার শুধুমাত্র ১০ শতাংশ বৃদ্ধি নয়, বরং সরকারি নিয়ম অনুযায়ী 'ন্যূনতম বেতন'-এর দাবিতেই সুর চড়াচ্ছেন তাঁরা। এর পাশাপাশি, অগাস্ট মাসের বকেয়া মাইনে পেতে সেপ্টেম্বরের অর্ধেক পেরিয়ে যাওয়ার মতো প্রশাসনিক গাফিলতির বিষয়টিও

- শিলিগুড়ি পুরনিগমের আড়াই হাজার সাফাইকর্মী বেতন বৃদ্ধি নিয়ে সুর চড়িয়েছেন
- অপর্যাপ্ত মজুরি ও মূল্যবৃদ্ধির জেরে সংসার চালাতে তাঁরা আর্থিক সংকটে পড়েছেন
- ন্যূনতম বেতনের দাবি না মানা হলে ২০২১ সালের মতো ফের কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি
- সরাসরি আলোচনা চায় উত্তরবঙ্গ সাফাই কর্মচারী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন

এদিন পুর প্রশাসকের নজরে আনা হয়েছে।

সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক সানি রাউত বলেন, "বেতন বৃদ্ধির দাবিতে এর আগেও প্রশাসক বোর্ডের কাছে দরবার করেছিলাম। আমরা চাই রাজ্য সরকার আমাদের সুনির্দিষ্ট আশ্বাস দিক। আমরা রাজ্যের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দ্রুত আলোচনায় বসতে চাই। তবে এবার কোনও প্রকার টালবাহানা বা মৌখিক আশ্বাস জুটলে আমরা সম্পূর্ণ কাজ বন্ধ রেখে তীব্র প্রতিবাদে শামিল হব।"

ছাত্রীর অভিযোগে ধৃত

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : নাবালিকার পিছুধাওয়া করে তার বাড়িতে ঢুকে পড়ার ঘটনায় এক রেলকর্মীকে গ্রেপ্তার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃত বিহারের বাসিন্দা শিবপ্রসাদ সিং। চাকরি সূত্রে তিনি এনজেপি সংলগ্ন নর্থ কলোনির রেলের আবাসনে থাকতেন। অভিযোগ, কিছুদিন যাবৎ অম্বিকানগর এলাকার বাসিন্দা ওই স্কুল ছাত্রীর পিছু নিচ্ছিলেন শিবপ্রসাদ। যার ফলে ওই স্কুল ছাত্রী ভয়ে ছিল। অভিযোগ, সোমবার সন্ধ্যার দিকে টিউশন পড়ে ফেরার পথে আবারও ছাত্রীর পিছুধাওয়া করে তার বাড়িতে ঢুকে পড়েন ওই রেলকর্মী। এমন পরিস্থিতিতে ওই স্কুল ছাত্রী চিৎকার করলে পরিবারের সদস্য ও আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে আসেন। গোটা ঘটনাটি জানার পর স্থানীয়রা এনজেপি থানায় খবর দেন। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই রেলকর্মীকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম দিনেই উধাও স্নায়ুচাপের চেনা ছবি

তমালিকা দে ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে নেই চেনা উৎকণ্ঠা। অভিভাবকদের ভিড়ও নামমাত্র। কোথাও পাঁচ-ছ'জন দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কোথাও সেটুকুও নেই। সোমবার থেকে শুরু হওয়া উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষার প্রথম দিনে শিলিগুড়ির ছবিটা ছিল এমনই।

৪০ নম্বরের ছোট প্রশ্নের পরীক্ষা। দেড় ঘণ্টা সময় বরাদ্দ থাকলেও অনেকে এক ঘণ্টার মধ্যেই উত্তর দেওয়া শেষ করে ফেলে। ফলে পরীক্ষার্থী থেকে অভিভাবক, অনেকেরই মুখে স্বস্তির ছাপটা ছিল স্পষ্ট।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার মোট ৩৫টি পরীক্ষাকেন্দ্রে এদিন পরীক্ষা হয়। যানজট এড়াতে সকাল থেকেই শহরের প্রধান রাস্তায় ও পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে পুলিশ মোতায়েন ছিল। সকাল ১০টা থেকে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি করে

শিলিগুড়ি গার্লসের সামনে পরীক্ষার্থীরা। হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতীর সামনে নেই অভিভাবকদের চেনা ভিড়। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে ঢোকানো হয়। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক কানাইলাল দে জানিয়েছেন, পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবেই হয়েছে। প্রশ্নপত্র নিয়ে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকেও কোনও অভিযোগ শোনা যায়নি।

সিমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা হওয়ায় পুরোনো ছবিটা এদিন দেখা যায়নি। আগে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা মানেই পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে অভিভাবকদের দীর্ঘ অপেক্ষা। প্রশ্নপত্র কেমন হবে, সন্তান সব উত্তর সময়মতো লিখতে পারবে কি না, সেই চিন্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন তাঁরা। এদিন সেই চেনা উদ্বেগ অনেকটাই অনুপস্থিত ছিল।

বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের ছাত্র হিরণ সূত্রধর বয়েজ হাইস্কুল পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে বলে, ''প্রতিটি প্রশ্নের মধ্যে থাকা চারটি 'অপশন'-এর মধ্যে সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে তার পাশে থাকা বৃত্ত পেন দিয়ে ভরাট করতে হয়েছে। চতুর্থ সিমেস্টারে কিছুটা লিখতে হয়। এই পরীক্ষা অনেকটা সহজ মনে হয়েছে।'' ছেলেকে স্কুল থেকে নিতে এসেছিলেন হিরণের মা মঞ্জু সূত্রধর। তাঁর কথায়, 'ছেলে মাধ্যমিক দেওয়ার সময় চিন্তা হয়েছিল, কিন্তু এবার আর কোনও চিন্তাই হয়নি। সবটাই ছোট প্রশ্ন।' লক্ষ্মী সরকারের ছেলে নেতাজি হাইস্কুলে পড়ে। লক্ষ্মী বলেন, 'পরীক্ষা অনেক সহজ। ছেলের তেমন চাপ ছিল না। সমস্ত অভিভাবক এমনটাই বলছেন।'

জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলে মেয়েকে পরীক্ষা দিতে নিয়ে এসেছিলেন অম্বিকানগরের জুলি কর্মকার। তিনি বললেন, 'সিমেস্টার হওয়াতে এখন আর আগের মতো চাপ নেই। মেয়ে নিজেই বলেছে পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে বসে না থাকতে। তাই আবার পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে আসব।' তিন বছর আগে ছেলের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে তিন ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন হাতিয়াডাঙ্গার পিংকি রায়। এদিন মেয়েকে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে পরীক্ষা দিতে নিয়ে এসে তিনি বলেন, 'এখন সেভাবে কোনও অভিভাবক থাকতে চান না। একা আর কী করব তাই বাড়ি চলে যাচ্ছি। পরীক্ষা শেষ হলে টোটোয় করে মেয়ে বাড়ি চলে যাবে।'

তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের সামনে দোকানগুলিতে আগের মতো ভিড় দেখা যায়নি। বরং পরীক্ষার্থীদের হাসিমুখে কেন্দ্রে ঢুকতে দেখা গিয়েছে। তরাই স্কুলে পরীক্ষা দিতে আসা জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী দেবস্মিতা বৈদ্য জানায়, প্রশ্ন খুব সহজ হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সব উত্তর লেখা শেষ করেছে সে।

- তৃতীয় সিমেস্টারের প্রথম দিনে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের চাপ অনেকটাই কম ছিল
- ছোট প্রশ্নের পরীক্ষায় অনেকে নির্ধারিত সময়ের আগেই উত্তর লেখা শেষ করে
- ৩৫টি কেন্দ্রে পুলিশি নিরাপত্তায় সুষ্ঠুভাবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হয়েছে

পৃথিবীর পাঠশালা

কুস্তিগির আব্রাহাম লিংকন

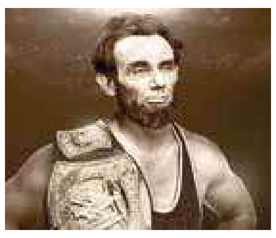

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের নাম শুনলে লম্বা টুপিপরা এক গম্ভীর রাজনীতিবিদের কথা মনে পড়ে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হওয়ার অনেক আগে যৌবনকালে তিনি ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ কুস্তিগির। ছয় ফুট চার ইঞ্চি উচ্চতার লিংকন তাঁর এলাকায় এতই শক্তিশালী ছিলেন যে প্রায় তিনশোটি কুস্তির লড়াইয়ে নেমে তিনি মাত্র একটিতে হেরেছিলেন। তাঁর এই অসামান্য শক্তির জন্য তাঁকে রীতিমতো রেসলিং হল অফ ফেমে সম্মানজনক জায়গা দেওয়া হয়েছে।

অলিম্পিকে যখন শিল্প

অলিম্পিক গেমস মানেই দৌড়, সাঁতার বা জিমন্যাস্টিক্সের মতো খেলাধুলোর আসর। কিন্তু উনিশশো বারো থেকে উনিশশো আটচল্লিশ সাল পর্যন্ত অলিম্পিকে রীতিমতো শিল্পের প্রতিযোগিতাও হত। খেলাধুলো বা অলিম্পিকের থিমের ওপর ভিত্তি করে যারা দারুণ ছবি আঁকতেন, ভাস্কর্য গড়তেন বা গান লিখতেন, তাঁদেরকেও সোনা, রুপো এবং ব্রোঞ্জের পদক দেওয়া হত। পরে এই নিয়ম বাতিল করে কেবল শারীরিক কসরতের খেলাগুলোকেই অলিম্পিকের অংশ হিসেবে রাখা হয়।

নিজের বৃষ্টি নিজে বানায়

আমাজন জঙ্গল এতই বিশাল এবং ঘন যে এটি আক্ষরিক অর্থেই নিজের আবহাওয়া নিজে নিয়ন্ত্রণ করে। এই জঙ্গলের কোটি কোটি গাছ তাদের পাতার মাধ্যমে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প বাতাসে ছেড়ে দেয়। এই বাষ্প ওপরে উঠে ঘন মেঘের সৃষ্টি করে এবং আবার বৃষ্টি হয়ে ওই জঙ্গলের বুকেই ফিরে আসে। গাছপালার এই নিজস্ব প্রক্রিয়ার কারণেই আমাজন সবসময় ভিজে এবং সবুজ থাকে, যা পৃথিবীর জলবায়ুর এক বিশাল ভারসাম্য রক্ষা করে।

শুক্র গ্রহের উলটো ঘোরা

আমাদের সৌরজগতের প্রায় সমস্ত গ্রহই নিজেদের অক্ষে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘোরে। কিন্তু শুক্র গ্রহের ঘোড়ার দিক সম্পূর্ণ উলটো। এটি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘোরে। অর্থাৎ শুক্র গ্রহে যদি আপনি গিয়ে দাঁড়ান, তবে দেখবেন সূর্য পশ্চিম দিকে উঠছে এবং পূর্ব দিকে অস্ত যাচ্ছে। মহাকাশবিজ্ঞানীদের ধারণা, কোটি কোটি বছর আগে বিশাল কোনও গ্রহাণুর প্রচণ্ড ধাক্কায় শুক্র গ্রহের ঘোড়ার অক্ষ পুরোপুরি উলটো দিকে ঘুরে গিয়েছিল।

রাশ হাতে রাখতে চাইছে আরএসএস

পদ্মে সভাপতি বদলের গুঞ্জন

নীতেশ বর্মন ও সপ্তর্ষি সরকার

শিলিগুড়ি ও ধূপগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দলের অন্দরে জমতে থাকা অসন্তোষ এবার কি সাংগঠনিক রদবদলের পথে? পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কার্যকরী কমিটি ঘোষণার পর বিজেপির অন্দরে নতুন করে সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে। দলীয় সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের অন্তত পাঁচটি সাংগঠনিক জেলাতেই সভাপতি বদলের প্রস্তুতি চলছে। যদিও বিজেপি নেতৃত্বের তরফে এখনও এমন কোনও সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়নি। ফলে শেষ পর্যন্ত কারা থাকবেন, কারা সরবেন, তা নিয়ে জল্পনাই এখন ভরসা।

বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী অবশ্য জানিয়েছেন, সাংগঠনিক পরিবর্তনের বিষয়ে তাঁর কিছু জানা নেই। তাঁর কথায়, 'যদি বদল হয়ও, সেটা আগে থেকে জানার কথা নয়। এটা দলের ধারাবাহিক সাংগঠনিক পদ্ধতি।'

রাজ্য কার্যকরী কমিটিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে নতুন মুখ আসার পর থেকেই জেলা স্তরে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে। সূত্রের খবর, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মালদা এবং দুই দিনাজপুরের মধ্যে কয়েকটি জেলায় নেতৃত্ব বদলের বিষয়টি নিয়ে শীর্ষস্তরে আলোচনা হয়েছে। জলপাইগুড়িতেও বদলের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। এক ব্যক্তি এক পদ নীতি মেনে সম্প্রতি জলপাইগুড়ির জেলা সভাপতি শ্যামল রায়কে মুন্সি প্রেমচাঁদ কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি করা হয়েছে। ফলে এই জেলাতেও পরিবর্তনের জল্পনা রয়েছে।

এই পরিস্থিতির পিছনে দলের পুরোনো কর্মী-নেতাদের অসন্তোষকেই অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। অভিযোগ, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বিজেপিতে যোগ দেওয়া একাংশ নতুন নেতা ধীরে ধীরে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, দখলদারি, কাটমানির মতো অভিযোগ ওঠায় অস্বস্তিতে পড়েছেন পুরোনোরা। তাঁদের একাংশের বক্তব্য, সংগঠনের উপর নিয়ন্ত্রণ হারালে তার রাজনৈতিক খেসারত দিতে হতে পারে দলকে।

- উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বিজেপি ও আরএসএসের মধ্যে মতানৈক্য তৈরি হয়েছে
- দলের নেতৃত্বের একাংশ তোলাবাজি, কাটমানি সিন্ডিকেটে জড়িয়ে পড়ায় বিব্রত পুরোনোরা
- দলের রাশ নিজেদের হাতে রাখতে বদল চাইছে সংঘের একাংশ
- রাজ্যের অন্তত ২২টি সাংগঠনিক জেলায় সভাপতি বদলের সম্ভাবনা

তবে অভিযোগগুলির সত্যতা বা সাংগঠনিক স্তরে তার প্রভাব নিয়ে বিজেপির তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য মেলেনি।

দলের পাশাপাশি সংঘের অন্দরেও সংগঠন নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে। সম্প্রতি তারকেশ্বরে প্রচারকদের বৈঠকেও পুরোনো কর্মীদের বঞ্চনা এবং সংগঠনে অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, মালদা এবং দুই দিনাজপুরেও বিজেপি ও সংঘের কোন্দল বাড়ছে। নেতৃত্বের রাশ ধরে রাখতে পারছে না আরএসএস নেতারা। ফলে জেলা সংগঠনে বিজেপি ও আরএসএস-ঘনিষ্ঠ পুরোনো মুখদের ফেরানোর বিষয়ে সংঘের একাংশের মত রয়েছে।

শুধু জেলা স্তরেই নয়, রাজ্য কমিটিতে থাকা একাধিক নেতা সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বা প্রশাসনিক পদে আসীন হওয়ায় তাঁদের জায়গায় নতুন মুখ আনার চিন্তাভাবনা রয়েছে। দলীয় সূত্রে খবর, জেলা সভাপতি পদ থেকে যাঁদের সরানো হতে পারে, তাঁদের একাংশকে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদক বা সহ সভাপতির মতো পদে পদোন্নতি দেওয়া হতে পারে। আবার কাউকে প্রশাসনিক দায়িত্বে বসানো হতে পারে।

শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলায় সভাপতি বদল হলে পুরোনো ও সংঘ-ঘনিষ্ঠ এক নেতার প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে। পাশাপাশি প্রাক্তন জেলা সভাপতি, জেলা কমিটির বর্তমান পদাধিকারী এবং অন্য কয়েকজন নেতার নামও ঘুরছে। বর্তমান জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল অবশ্য বলছেন, 'একবারে সর্বোচ্চ তিন বছর পদে থাকা যায়। দুইবারে সেটা ছয় বছর। সেদিক থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত দলীয় পদের মেয়াদ থাকার কথা। কিন্তু দলই শেষ কথা। জল্পনার বিষয়ে জানা নেই।'

কোচবিহারেও বর্তমান সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা রয়েছে। তবে তিনি বলেছেন, 'দলীয় নির্দেশই শেষ কথা।'

সূত্রের দাবি, শুধু জেলা সভাপতি নয়, ছয়টি মোর্চার নেতৃত্বেও পরিবর্তন হতে পারে। রাজ্যের ৪২টি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে অন্তত ২২টিতে বদলের সম্ভাবনা রয়েছে বলেও দলের অন্দরে আলোচনা। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বই নেবে। আরএসএসের সাংগঠনিক পুনর্বিন্যাসের সঙ্গেও এই প্রক্রিয়ার যোগ রয়েছে বলে সূত্রের দাবি। ফলে এখনই বদলের তালিকা চূড়ান্ত ধরে নেওয়ার সুযোগ নেই।

সাতদিনে অস্বাভাবিক মৃত্যু তিন ছাত্রীর

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : সাতদিনের ব্যবধানে নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকায় তিন স্কুল ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। মৃত তিন ছাত্রীর বয়স ১৪ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। রবিবার রাতে ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কামরাঙ্গাগুড়ি এলাকার বাড়ি থেকে পুপি ঘোষ (১৬) নামে দশম শ্রেণির ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয়। এর আগে ১৭ সেপ্টেম্বর শ্রীরামপল্লিতে নিজেদের বাড়ি থেকে বর্ষা সরকার (১৫) নামে নবম শ্রেণির ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয়েছিল। ১৪ সেপ্টেম্বর ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলার বাসিন্দা অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী নেহা খাতুন (১৪)-এর দেহ উদ্ধার হয়।

মৃত্যুর পিছনে প্রেম, অভিভাবকদের বকাবকি নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শিক্ষক মহলের তরফে অভিভাবকদের সন্তানদের প্রতি আরও দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে পুলিশ সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছে।

কম বয়সে সহজেই কেন হতাশা গ্রাস করছে, তা নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের প্রধান ডাঃ নির্মল বেরা বলেন, 'কিশোর বয়স আর প্রাপ্তবয়স্কের বিষয়টি আলাদা। কিশোর বয়সে ছোটখাটো ঘটনা নিয়ে হঠাৎ করে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে অনেকে আত্মহত্যা করে নেয়। কিশোর বয়সে ব্যক্তিত্ব তৈরি না হওয়ায়, সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি হয় না। যা আত্মহত্যার প্রধান কারণ।' তাঁর পরামর্শ, 'সম্পর্কে টানাপোড়েন হলেই চরম সিদ্ধান্ত নিচ্ছে অনেকে। এই প্রবণতা রুখতে পড়ুয়াদের কাউন্সেলিং জরুরি।'

পুপির বাবা পাপ্পু ঘোষ মেয়ের মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না। তিনি জানান, রবিবার দিনভর মেয়ে স্বাভাবিক ছিল। সন্ধ্যায় ঘরের আলো জ্বলতে না দেখে পুপির বোন ঘরে ঢোকে। সেখানেই দেহ দেখতে পায়। পরে পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

বর্ষা ও নেহার মৃত্যুর কারণ নিয়ে পরিবারে দ্বন্দ্ব রয়েছে। পুপি ঘোষ ও নেহা খাতুন দুজনেই শিলিগুড়ির জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী ছিল। তবে দুই ছাত্রীর মৃত্যুর বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষের জানা ছিল না। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা বনানী রায় বলেন, 'অভিভাবকরা কিছুই জানাননি। আমরা দুটো বিষয় খোঁজ নিয়ে দেখছি। রাজ্য সরকারের আরও বেশি করে ছেলেমেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করতে হবে। অভিভাবকদের ছেলেমেয়েদের ওপর নজর নেই। অভিভাবকদের বৈঠকে স্কুলে ডাকা হলেও অধিকাংশ আসেন না। পড়ুয়াদের ওপর নজরদারি প্রয়োজন।' বর্ষা সরকার শিলিগুড়ির বাল্মীকি বিদ্যাপীঠের ছাত্রী ছিল। ওই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অনুপ দাসকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া না দেওয়ায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

এনবিইউয়ে কর্মশালা

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : সোমবার মানুষ-বন্যপ্রাণ সংঘাত নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদালয়ে। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি কনফারেন্স হলে পুলিশ, প্রশাসন ও অন্য দপ্তরের আধিকারিক এবং স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের নিয়ে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সেখানে রাজ্যের অর্থ এবং পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন ও বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু উপস্থিত ছিলেন। কী কী কারণে হাতি-মানুষ সংঘাত বাড়ছে, তা বিশ্লেষণ করেন তাঁরা। এই পরিস্থিতি থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে, সে ব্যাপারে নানা পরামর্শ দেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা।

যত দিন যাচ্ছে, হাতি-মানুষ সংঘাত বাড়ছে। শুধু কার্সিয়াং ডিভিশনেই গত এক বছরে হাতি-মানুষ সংঘাতের সংখ্যা শতাধিক। এই পরিস্থিতিতে এমন কর্মশালার গুরুত্ব অনেক বলে জানিয়েছেন আনন্দময়। তিনি বলেন, 'সচেতনতা বৃদ্ধি জরুরি। হাতি-মানুষ সংঘাত এড়াতে বন দপ্তরের পদক্ষেপের সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে।' দুর্গা হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। কার্সিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পান্ডে জানিয়েছেন, হাতি-মানুষ সংঘাত এড়াতে বন দপ্তরের সঙ্গে প্রশাসনের অন্য দপ্তরের আধিকারিকরা কী কাজ করতে পারেন, সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

বৈঠক

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : উত্তরকন্যায় বৈঠক করলেন জলপাইগুড়ি ডিভিশনের পাঁচ জেলার আধিকারিকরা। সোমবার উত্তরকন্যার বৈঠকে ডিভিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন না। ভাইস চেয়ারম্যান বিভিন্ন দপ্তরের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রশাসন সূত্রে খবর, চলতি মরশুমের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রাজকীয়।। ব্যস্ততা কুমোরটুলিতে। বালুরঘাটের খিদিরপুরে। ছবি : অভিজিৎ সরকার

বহুতলে কবে বুলডোজার?

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে কমিশনার বীর বিক্রম রাই বললেন, 'রাজ্যের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। কমিটি গঠন হলেই বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করে ওপরমহলে রিপোর্ট পাঠানো হবে। পরবর্তীতে রাজ্যের নির্দেশমাফিক পদক্ষেপ করব।'

নির্মাণ ইস্যুতে শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় কম জলঘোলা হয়নি। তৃণমূল আমলে কয়েকবার অভিযান হয়েছে। তৎকালীন শাসকদলের জনপ্রতিনিধিদের বাধার মুখে ফিরতেও হয়েছে পুরকর্মীদের। একসময় গৌতম দেব পিছু হটেন। থমকে যায় অভিযান। ব্যাংয়ের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে বহুতল। বিল্ডিং প্ল্যান থেকে অকুপেন্সি সার্টিফিকেটের ধার ধারেনি অনেকেই। নাগরিকদের আশা ছিল, পালাবদলের পর প্রশাসকের আমলে ছবিটা বদলাবে। তিন মাস পরও স্বতঃপ্রণোদিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

যদিও পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, রাজ্যের সবুজ সংকেত পেলেই তিন সদস্যের বিশেষ দল গঠন হবে। দলের সদস্যদের সঙ্গে পুরনিগমের যোগ থাকবে না। তারা প্রতিটি ওয়ার্ড ঘুরে অবৈধ নির্মাণ চিহ্নিত করবে। সেইসঙ্গে কোথায় কী ধরনের অসংগতি রয়েছে, তা নিশ্চিত করতে বিগত পাঁচ বছরে পাশ হওয়া বিল্ডিং প্ল্যানও খতিয়ে দেখবে। সেই রিপোর্ট পুরনিগম হয়ে সোজা রাজ্য প্রশাসনের টেবিলে পৌঁছানোর কথা।

প্রশ্ন ওঠে, অডিটের মতো এই বিষয়টিও ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকবে না তো?

প্রশ্ন উঠেছে, বর্ধমান রোডের ফ্লাইওভারের নীচে দখল হটাতে অভিযান চললে মহাবীরস্থানে উড়ালপুলের নীচে যেভাবে দখলদারি হয়েছে, তা নিয়ে কী ভাবছে প্রশাসন? ফল থেকে স্টলের পসরা সাজিয়ে বসা হচ্ছে। মাঝেমধ্যে ব্যারিকেড বসিয়ে টোটো ঢোকা বন্ধ করা হয় বটে, তবুও হেঁটে চলাফেরা মুশকিল সেদিক দিয়ে।

সবথেকে অবাক হতে হয়, শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা মহানন্দার ধারে সেতুর নীচে গড়ে ওঠা বসতি দেখে। কোনও বাড়ির চালা আর সেতুর মধ্যে তফাত খুঁজে পাওয়া যায় না। কোনও বাড়ির মাঝখান দিয়েই চলে গিয়েছে জলের পাইপ। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে তৈরি হয়েছে সমস্ত ঘর। অভিযোগ, নদীর চর দখল করে এক দশকেরও বেশি সময় আগে থেকে মানুষ বসবাস করতে শুরু করেছেন এখানে।

সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শরদিন্দু চক্রবর্তীর কটাক্ষ, 'তৃণমূল আর বিজেপি একই। আগে কড়াকড়ি ছিল না, এখনও নেই। চোখ বন্ধ করে রয়েছে প্রশাসন। বিজেপির আমলেও সব ভোট রাজনীতি।'

অবৈধ নির্মাণ ইস্যুতে শুধু বিরোধীরা সুর চড়িয়েছেন, তা নয়। রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষও বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। নতুন তো নয়ই, পুরোনো বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন।

অথচ, প্রশাসক বোর্ডের সময়কালে এখনও অবধি আদালতের নির্দেশ ছাড়া বহুতলে বুলডোজার চলেনি। শংকরকে এদিন একাধিকবার ফোন করা হয়েছিল, তিনি ধরেননি। এসএমএস-এর জবাব মেলেনি।

ছোট-বড় দোকানে মহাবীরস্থান ফ্লাইওভারের নীচের অংশ কার্যত পুরোটাই দখলে। মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি যদি বাস্তবায়িত হয় এবং পদক্ষেপের ক্ষেত্রে বাছাই না হয়, তবে অবৈধ বহুতল নির্মাণের পাশাপাশি ওই সমস্ত দখলদারের ভবিষ্যৎও প্রশ্নের মুখে দাঁড়াবে।

এসআইআর

প্রথম পাতার পর

৫ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ১ লক্ষ ২৬ হাজার ১৯৪টির। মোট আবেদনের ৯৭ শতাংশই এখনও ঝুলে রয়েছে। গুরুত্ব বুঝিয়ে কমিশনই কিছু পদক্ষেপের সুপারিশ করেছে সোমবার জমা দেওয়া হলফনামায়। ওই সুপারিশে ট্রাইবিউনালের সংখ্যা ২৪ থেকে ৪২ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ট্রাইবিউনালের বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের বাড়ি থেকে প্রয়োজনে ভার্চুয়াল শুনানির সুযোগ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। যাতে যাতায়াতের সময় বাঁচিয়ে কাজ দ্রুত এগোতে পারে। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে মাত্র ১,৬০৭ জন আবেদনকারীর নাম ভোটার তালিকায় ফেরানো সম্ভব হয়েছিল।

কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া আবেদনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। নাম খারিজের বিরুদ্ধে ২২ লক্ষ ২১ হাজার ১১৮ জন ভোটার তালিকায় পুনর্বহালের আর্জি জানিয়েছেন। অন্যদিকে, তালিকায় অন্তর্ভুক্তির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আপিল হয়েছে ১৬ লক্ষ ১০ হাজার ৩১১টি। তৃণমূলের ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং কংগ্রেসের প্রসেনজিৎ বোসের দায়ের করা এই মামলায় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ পরবর্তী শুনানি করবে। এসআইআর-এ ভোটার ছাঁটাইয়ের ফলে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রভাবিত হয়েছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ কমিশন আদালতে নাকচ করেছে। উদাহরণ হিসাবে দিনহাটা, খড়গ্রাম বা বালি কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করে কমিশন জানিয়েছে, বাদ পড়া ভোটারের চেয়ে জয়ের ব্যবধান বেশি ছিল। বাদ পড়া তালিকায় মৃত, স্থানান্তরিত ও একাধিক স্থানে নাম থাকারা রয়েছেন, যা নিয়ম মেনে বাদ দেওয়া হয়েছে।

অন্নপূর্ণার টাকা না পেয়ে বিক্ষোভ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২১ সেপ্টেম্বর : মাসের পর মাস পেরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও অনেকেই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাননি। সামনেই পুজো, এই পরিস্থিতিতে সোমবার উত্তরের বিভিন্ন এলাকায় সরকারি দপ্তরে ভিড় জমান মহিলারা। কোথাও পুরনিগমের সচিবের ঘরের সামনে বিক্ষোভ চলল। আবার কোথাও বিডিও অফিস ঘেরাও করলেন মহিলারা। কোথাও জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হল। সকলের একটাই প্রশ্ন, যোগ্য হয়েও কেন তাঁরা বঞ্চিত? কেন এখনও স্ট্যাটাস পেন্ডিং দেখাচ্ছে?

শিলিগুড়ি এসডিও অফিসে অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তাদে ভিড়। সোমবার।

এদিন শিলিগুড়িতে পুরনিগম ও মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিভিন্ন এলাকার মহিলারা ভিড় জমান। সকাল থেকে পুরনিগমের ইউপিই সেলে অন্নপূর্ণা যোজনার স্ট্যাটাস চেক করতে গিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন অনেকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে একসময় উইনার্স টিম ডেকে পাঠানো হয়। মহিলাদের অনেকে আচমকাই পুরনিগমের সচিবের ঘরের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরে জনাকয়েক মহিলা সচিবের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দাবি জানান। শহরের গুরুংবস্তি এলাকার বাসিন্দা পায়েল সাহা বলছেন, 'অনেকেরই বড় বাড়ি থাকা সত্ত্বেও টাকা পাচ্ছেন। আমাদের মনে হচ্ছে, সার্ভে ঠিকমতো হয়নি। আমরা চাই, হয় সকলকেই যোজনার টাকা দেওয়া হোক, না হলে কাউকেই দেওয়া চলবে না।' মহকুমা শাসকের দপ্তরে উপস্থিত হন ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মাম্পি মণ্ডল। তাঁর স্বামী পেশায় দিনমজুর। তিনি বলেন, 'আমার দুই জা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাচ্ছেন। কিন্তু আমি পাচ্ছি না। সামনেই পুজো। কী করব বুঝতে পারছি না।'

শিলিগুড়ির পাশাপাশি ইসলামপুরের বিডিও অফিসেও বহু মহিলা ভিড় জমিয়েছিলেন। তাঁরা বিডিওকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। প্রায় আধঘণ্টা বিডিও আটকে থাকেন। একসময় বিক্ষোভকারীরা বিডিওর সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন। সেসময়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ও অফিসের কর্মীরা বিডিওকে উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে যান। এরপরই তাঁরা বিডিওর ঘরের দরজায় লাথি মারেন। বিডিও পিনাকী দেবনাথ বলেছেন, 'রাজ্য সরকার যেমন গাইডলাইন দেবে, আমরা সেই অনুযায়ী সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করব।'

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে তাসলিমা খাতুনের বক্তব্য, 'সবাই টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আমরা কেন পাচ্ছি না, বিডিওকে জবাব দিতে হবে। টাকা দিলে সবাইকে দেওয়া হোক।'

টাকা না পেয়ে ক্ষুব্ধ মহিলারা এদিন সকাল থেকেই চোপড়ার বিডিও অফিসেও ভিড় জমান। বিষয়টি জানাতে তাঁরা বিডিও অফিসে গিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু সমাধান না মেলায় বেশ কিছু মহিলা অফিস থেকে বেরিয়ে চোপড়া বাসস্টপ এলাকায় অবরোধ করেন। সেখানে জাতীয় সড়কের উপর বিক্ষোভের জেরে কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়। চোপড়া থানার পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ওই ঘটনায় পুলিশ দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে বলে জানা গিয়েছে। অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়া নিয়ে উপভোক্তাদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

দায়িত্ব হস্তান্তর ঘিরে বিতর্ক

শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে দায়িত্ব হস্তান্তর না করার অভিযোগ তুলে সরব হলেন ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান দয়াল রায়। প্রায় দেড় মাস আগে পঞ্চায়েতটি বিজেপির দখলে আসে। বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর পদত্যাগ করেন প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান সুনীতা রায়। রাজগঞ্জের বিডিও অফিস থেকে চিঠি পাঠানো সত্ত্বেও তিনি দায়িত্ব হস্তান্তর করেননি বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি বিবেচনায় এবার সরাসরি বিডিওর কাছে লিখিত নালিশ জানাতে চলেছেন বর্তমান প্রধান।

দয়ালের কথায়, 'পঞ্চায়েতের সম্পত্তি ও গুরুত্বপূর্ণ ফাইল কোথায় রয়েছে, তা জানানো হয়নি। মনে হচ্ছে জরুরি ফাইল গায়েব করা হয়েছে। ঘরের আলমারির চাবিও দেওয়া হয়নি। লিখিতভাবে সব বিডিওকে জানাব।' প্রাক্তন প্রধান পঞ্চায়েত অফিসে এসে কেন দায়িত্ব হস্তান্তর করছেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি নেতৃত্ব।

কাশের আগমন, বাড়ির বিসর্জন

প্রথম পাতার পর

যে ঘরে বসে প্রিয়াংকারা পুজোর পোশাক কেনার গল্প করছিল, সেই ঘর এখন তোর্ষার গর্ভে। চোখে জল নিয়ে প্রিয়াংকা বলে চলে, 'বাড়িটাই আর থাকল না রে দিদি! পুজোয় নতুন পোশাক দিয়ে আর কী হবে।' গাছতলায় দাঁড়িয়ে নদীর দিকে আনমনা হয়ে তাকিয়ে ছিল দুই বোন। নদীর ওপারে বিঘার পর বিঘা জমিজুড়ে সাদা কাশফুল ফুটেছে। আগমনী বার্তা বয়ে চলেছে। আর এপারে প্রিয়াংকাদের বাড়িতে বাজছে বিসর্জনের সুর। গোটা বাড়ির সঙ্গে তোর্ষায় বিসর্জন হয়ে গিয়েছে নতুন জামা কেনার স্বপ্নও।

সোমবার পর্যন্ত প্রিয়াংকাদের মতো আরও অন্তত দশটি বাড়ি তোর্ষায় তলিয়ে গিয়েছে। সব হারিয়ে পরিবারগুলির ভরসা এখন গাছতলা। চোখেমুখে শুধুই হাহাকার। কোচবিহার শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে বাঁধের পাড়ে হরিমন্দির সংলগ্ন ওই চত্বরে অন্তত ৫০ থেকে ৬০টি বাড়ি রয়েছে। পরিবারের সদস্যরা প্রতিবছরই তোর্ষার ভাঙনে সমস্যায় পড়েন। নদীতে জল বাড়লে বাঁধের উপরে আশ্রয় নেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার বাড়িতে ফেরেন। কিন্তু ভাঙনে সব হারালে ফেরার জায়গাটুকুও থাকে না। নতুন করে চরের কোথাও মাথা গোঁজার আশ্রয় খুঁজে নিতে হয়।

নানা জায়গা থেকে প্লাস্টিকের বোতল ও কাগজ কুড়িয়ে বিক্রি করে বাবু সেন সংসার চালান। তাঁর সাধের বাসাটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এদিন কোনওমতে বললেন, 'কয়েকদিন ধরেই তোর্ষার পাড় অল্প অল্প করে ভাঙছিল। কিন্তু রবিবার থেকে তা বাড়তে থাকে। রাতের দিকে দেখি নদী একেবারে বাড়ির সামনে এসে হাজির। ঘরের হাঁড়ি, কড়াই, জিনিসপত্র সব বের করে নিয়ে যাই। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘরবাড়ি সব তলিয়ে গেল। সারারাত গাছের নীচে কাটিয়েছি।'

আক্ষেপ করে আরেক বাসিন্দা চন্দন সেন বলছিলেন, 'আমরা এখন ঠিকানাহীন মানুষ। এখন কোথায় কীভাবে থাকব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, তোর্ষা অদম্য বেগে ভাঙন চালাতে ব্যস্ত। প্রতি মুহূর্তে চরের বড় বড় মাটির চাঁই নদীতে ভেঙে পড়ছে। পাড়ের বাসিন্দারা ঘর থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দূরে সরিয়ে রাখছেন। অনেক বাড়িতেই রান্না বন্ধ। উৎকণ্ঠায় রাতভর কারও ঘুম হয়নি।

সদর মহকুমা শাসক গোবিন্দ নন্দী বললেন, 'এলাকায় ত্রাণ দেওয়ার কাজ শুরু করা হচ্ছে।' বিজেপির জেলা সহ সভাপতি বিরাজ বসু এদিন এলাকায় গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর আশ্বাস, আমরা দুর্গতদের পাশে রয়েছি। তাঁদের সহযোগিতা করা হচ্ছে।'

পুজোর গোলাপি আর আকাশি জামার কী হবে? পল্লবী-প্রিয়াংকার জানা নেই!

রেলগেটে এখন যানজট-যন্ত্রণা

প্রথম পাতার পর

রাস্তার একটা বড় অংশই কাঁচা। বৃষ্টি পড়লে যাতায়াত কার্যত অসম্ভব। তাই, স্থানীয়রা একান্ত বাধ্য না হলে সে পথ এড়িয়ে চলেন। বিক্রম রায়ের কথায়, 'একে ঘুরপথ, তার ওপরে খুব খারাপ অবস্থা। সংস্কার আজ করবে-কাল করবে, এই চলছে।'

ঠিক এ কারণেই স্থানীয়দের ক্ষোভ, একের পর এক রেলগেট বন্ধ করে দেওয়া হলেও বিকল্প ভাবা হয়নি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার সঙ্গে একাধিকবার কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে ফোন ও মেসেজের মাধ্যমে, তিনি সাড়া দেননি।

এই পরিস্থিতিতে শিবমন্দির বাজারে আন্ডারপাস কিংবা ওভারব্রিজের মধ্যে যে কোনও একটি দাবি পূরণ চেয়ে একজোট হচ্ছেন স্থানীয়রা। শিবমন্দির নাগরিক মঞ্চের ব্যানারে গণস্বাক্ষর অভিযানে নামা হয়েছে ইতিমধ্যে। তবে, শর্টকাট রুটে স্থায়ী সমাধান চাইলেও ব্যবসায়ীদের একাংশকে আবার ভাবাচ্ছে, উচ্ছেদের সম্ভাবনা।

বাজারে পার্কিং সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। ফলে, সকাল থেকেই বাজারের রেলগেটে দফায় দফায় যানজট চোখে পড়ে। নাগরিক মঞ্চের সদস্য সমীরকুমার দে বলছিলেন, 'শুনছি, পুজোর পর ডাবল লাইনের কাজের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাবে। তখন হয়তো, এই গেটটিও পুরোপুরি বন্ধ হতে পারে। আমরা সাংসদ থেকে জেলা শাসক, সবাইকে আন্ডারপাস কিংবা ওভারব্রিজ তৈরি করে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।' তাঁর সংযোজন, 'মেডিকেল মোড় সংলগ্ন রেলগেট বন্ধ হওয়ায় আরও চাপ পড়বে এখানে। আমরা দাবি পূরণে এক লক্ষ গণস্বাক্ষরের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছি। তারপর সেটা নিয়ে সবার কাছে যাব।'

এদিন ছেলেকে সাইকেলে চাপিয়ে দ্রুত প্যাডেল চালাচ্ছিলেন বিনীতা দাস। আটকে গেলেন রেলগেটে। তারপর সেই চেনা ছবি। মাথা নীচু করে গেট পেরিয়ে সন্তানকে নিয়েই রেললাইনের একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

-এত ঝুঁকি নেওয়ার কি খুব প্রয়োজন?

বিনীতার যুক্তি, 'পা ফেলার জায়গা নেই। দ্রুত স্কুলে পৌঁছাতে হবে। পেছনের দিকে দাঁড়ালে চলবে না।'

রেলগেট ওঠায় একটি গাড়ি এগোনোর চেষ্টা করল। খানিকটা এগোতেই থমকে গেল। উলটোপাশ দিয়ে আসা বাইক-স্কুটারচালকরাও যেন গোলকধাঁধায় আটকে। রাস্তার একপাশে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে বাইকের সারি দেখিয়ে মিহির রায় বলে উঠলেন, 'কোথায় পাশ দেব বলুন? একদিকে ওরা পথ আটকে, আরেকদিকে পার্কিং। এবার আমি তো উড়ে যেতে পারব না।'

কিছুক্ষণের মধ্যে ফের রেলগেট নামল।

কথা হচ্ছিল অ্যাম্বুল্যান্সচালক প্রবাল দাসের সঙ্গে। বললেন, 'বিধানপল্লি ও সাইনাথ রোডের রেলগেট বন্ধ হওয়ার পর আমি মেডিকেল মোড় সংলগ্ন কদমতলার রেলগেট দিয়েই মেডিকেল কলেজে যেতাম। বাজার দিয়ে ঢোকা ভীষণ অসুবিধা।' বছরের পর বছর কেটেছে, সাধারণের সমস্যা সমাধানে কেউ মাথা ঘামায়নি। শিবমন্দির বাজারের ব্যবসায়ী বিনয় দাসের কথায়, 'বিকল্প পার্কিংয়ের ব্যবস্থার দাবিও পুরোনো। পূরণ হয়নি। উলটে মানুষের সুবিধা-অসুবিধা না ভেবেই রেলগেট বন্ধ করে দিচ্ছে।'

পাক বধ করে হ্যান্ডশেক সুতীর্থাদের

শুটিংয়ে টু থ্রি ভারতের

১০ মিটার এয়ার রাইফেলে রুপো জয়ের পর হিমাংশু ধিলোঁ (বাঁয়ে)। সঙ্গী ব্রোঞ্জজয়ী রুদ্রাংশ পাতিল।

আইচি, ২১ সেপ্টেম্বর : হতে পারত 'ওয়ান টু'। হয়ে গেল 'টু থ্রি'। সোমবার পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের ফাইনালে আগাগোড়া প্রাধান্য দেখালেন রুদ্রাংশ পাতিল ও হিমাংশু ধিলোঁ। কিন্তু সোনা নিয়ে চলে গেলেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন চিনের শেন লিহাও (২৫৪.২ পয়েন্ট)। যার ফলে রুপোতে সন্তুষ্ট থাকতে হল হিমাংশুকে (২৫২.৪ পয়েন্ট)। সোনা জয়ের পজিশন থেকে ব্রোঞ্জ পদক গলায় উঠল রুদ্রাংশের (২৩০.৯ পয়েন্ট)।

এদিনের সকালটা যেন ছিল গতকালের রিপিট টেলিকাস্ট। দেশবাসী ঠিক করে জেগে ওঠার আগেই পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের টিম ইভেন্টে ভারতকে রুপো এনে দেন রুদ্রাংশ-হিমাংশু-পার্থ মানে। ঠিক যেমনটা রবিবার করেছিলেন এলাভেনিল ভালারিভান, সোনম উত্তম মাসকার ও বিদর্শা বিনোদ। গতকাল মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের ব্যক্তিগত বিভাগে রুপো জিতেছিলেন এলাভেলিন। এদিন ভারতের ছেলেরা শুটিংয়ে রুপো ও ব্রোঞ্জ ঘরে আনল। কিন্তু পুরুষদের ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনাল অনেকবেশি নাটকীয়তায় ভরা ছিল। ফাইনালের শুরু থেকে দুরন্ত ছন্দে ছিলেন ২২ বছরের রুদ্রাংশ। মহারাষ্ট্রের এই শুটারের সঙ্গে ভালোই তাল ঠুকছিলেন হরিয়ানার হিমাংশু। ১৫ শটের পর শেনকে তিন নম্বরে ঠেলে দিয়ে প্রথম দুইয়ে 'রাজ' করছিলেন রুদ্রাংশ ও হিমাংশু। আসমুদ্র হিমাচলও 'ওয়ান টু'-এর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। কিন্তু তাল কাটে ১৬ নম্বর শটে। ১০.৯ স্কোর করে রুদ্রাংশের সঙ্গে ব্যবধান কমিয়ে ফেলেন হিমাংশু। আর দুই ভারতীয়কে টপকে শীর্ষস্থান দখল করে ফেলেন লিহাও। ২০ শটের পর ২১১.৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করে ফেলেন। রুদ্রাংশ (২১০.৬) থাকেন দুইয়ে। তিন নম্বরে হিমাংশু (২১০)। ২১ নম্বর শট রুদ্রাংশের জন্য টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। তিনি মাত্র ৯.৭ স্কোর করে হিমাংশুকে দুইয়ে ওঠার সুযোগ করে দেন। নিজে তৃতীয় হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যান। শেষ তিন শটে হিমাংশু অবশ্য লিহাওয়ের সঙ্গে ব্যবধান মেটাতে পারেননি।

২০২২ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে জোড়া সোনা জিতেছিলেন রুদ্রাংশ। গত এশিয়াডেও টিম ইভেন্টে সোনা এসেছিল রুদ্রাংশের। কিন্তু গত তিন বছরে তাঁর নাম একবারও অর্জুন পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়নি। এদিন এশিয়াডে পদক জয়ের পর সেই হতাশাই রুদ্রাংশের গলায় ঝরে পড়ল। তিনি বলেছেন, 'আমি কখনও শুনিনি একজন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অর্জুনের জন্য মনোনীত হয় না। বিষয়টি খুবই হাস্যকর। আমি তিনবার অর্জুন পুরস্কারের জন্য আবেদন করেছিলাম। একবারও ভাবা হয়নি। আমি সব প্রতিযোগিতায় একাধিক পদক জিতেছি। এই সাফল্য কি অর্জুন পুরস্কার পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়? পুরস্কার পাওয়ার বিষয়টি আমার হাতে নেই। আমি শুধু পদক জিততে পারি। সেটাই করে যাচ্ছি।'

এশিয়াডে প্রথমবার জোড়া পদক জয়ের উচ্ছ্বাসে ভাসছেন ২০ বছরের হিমাংশু। বলেছেন, 'আজকের দিনটা আমার কেরিয়ারের অন্যতম সেরা। দেশের জন্য পদক জিততে পারলে বাড়তি গর্ব অনুভব হয়। সিনিয়ার পর্যায়ে এটাই আমার প্রথম পদক। একইদিনে জোড়া পদক জয়ের অনুভূতি অনেকটা স্পেশাল।'

এদিকে, টেবিল টেনিসে পাকিস্তান বধ করল ভারতের পুরুষ ও মহিলা দল। গ্রুপের ম্যাচে সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়-সিন্ড্রেলা দাস, সৃজা আকুলারা ৩-০ ব্যবধানে পাকিস্তানকে উড়িয়ে দিয়েছে। পরে হরমিত দেশাই, সাথিয়ান গণশেখরণ, পায়াস জৈনরাও একই ব্যবধানে জয় পান। তবে সূর্যকুমার যাদব, হরমনপ্রীত কাউরদের পথে হাঁটেননি সুতীর্থারা। ম্যাচের পর তাঁরা দিব্যি পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলান। কাবাডিতেও ভারতের শুরুটা ভালো হয়েছে। পবন শেরাওয়াত সমৃদ্ধ পুরুষ দল ৪৯-২৪ পয়েন্টে জাপানকে হারিয়েছে। মহিলারা ৪২-২১ পয়েন্টে বাংলাদেশকে চূর্ণ করেছে।

পিভি সিন্ধুরা গতকাল কাজাখস্তানকে হারিয়ে টিম ইভেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল। এদিন ভারতীয় পুরুষ দলও সেই পথ অনুসরণ করল। সিন্ধুদের মতোই লক্ষ্য সেন, আয়ুষ শেট্টি, কিদাম্বি শ্রীকান্তরা ৩-০ ব্যবধানে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জিতে শেষ আটে পা রেখেছেন। মঙ্গলবার কোয়ার্টারে ভারতের দুই দলেরই প্রতিপক্ষ জাপান। মহিলা দল ২০১৪ সালের পর এশিয়াডে পদক পায়নি। সেই আক্ষেপ মেটাতে আগামীকাল সিন্ধুকে 'ডাবল শিফট' করতে হবে। কারণ সিঙ্গলসের সঙ্গে ডাবলসেও নাম রয়েছে সিন্ধুর।

অন্যদিকে, দুরন্ত ফর্ম অব্যাহত ভারতীয় মহিলা হকি দলের। এদিন তারা ১৭-১ গোলে ইন্দোনেশিয়াকে উড়িয়ে দিয়েছে। হ্যাটট্রিক করেন দীপিকা শেরাওয়াত, রুতুজা দাদাসো ও নভনীত কাউর। দেশের জার্সিতে সর্বাধিক ৩২০টি ম্যাচ খেলার নজির গড়লেন তারকা গোলকিপার সবিতা পুনিয়া।

সাঁতারে অবশ্য ভারতের দিনটা ভালো যায়নি। অভিনেতা আর মাধবনের ছেলে বেদান্ত পুরুষদের 4X২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলের ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হন। শ্রীহরি নটরাজ পুরুষদের ৫০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকের ফাইনালে দশম স্থানে শেষ করেন।

পাকিস্তানকে হারানোর পর অন্যতম কোচ সৌরভ চক্রবর্তীর সঙ্গে ভারতীয় পুরুষ টেবিল টেনিস দল।

পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
১	চিন	২৩	১০	৫	৩৮
২	জাপান	৮	১২	১২	৩২
৩	দক্ষিণ কোরিয়া	৫	৩	১৫	২৩
৪	কাজাখস্তান	৪	১	৩	৮
১২	ভারত	০	৪	২	৬

৭০০ গ্রামে ফাইনাল হাতছাড়া সূচিকার

সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ

নাগোয়া, ২০ সেপ্টেম্বর : ভিনেশ ফোগটের স্মৃতি ফিরল এশিয়ান গেমসে। মাত্র ৭০০ গ্রাম ওজন বেশি থাকায় সোনা জয়ের স্বপ্নভঙ্গ সূচিকা তারিয়ালের।

মিক্সড মার্শাল আর্টসে মহিলাদের ট্র্যাডিশনাল ৬০ কেজির সেমিফাইনালে উঠে আগেই পদক নিশ্চিত করেছিলেন ৩৬ বছরের সূচিকা। সোমবার শেষ চারে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল সিঙ্গাপুরের হুন হুই তেও। প্রথম রাউন্ডে জয় পান হুন তেও। দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রত্যাবর্তন ঘটান উত্তরপ্রদেশের সূচিকা। এরপর ম্যাচের নিষ্পত্তি না হওয়ায় টাইব্রেকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নিয়মের গেরোয় ফাইনালে উঠতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সূচিকা তারিয়াল।

টাইব্রেকারেই শুরু হয় চরম নাটক। সেখানে জয়ী ঘোষণা করা হয়ে তেও-কে। পালটা প্রতিবাদ জানায় ভারতীয় শিবির। তারপরই ম্যাচের ফলাফল ড্র হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়। এরপর জয়ী প্রতিযোগী বেছে নিতে প্রথমে দেখা হয়, ম্যাচ চলাকালীন কে বেশি ওয়ার্নিং পেয়েছেন। সেখানেও বিজয়ী নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। তখন 'ব্রেক টাই বাই ওয়েট' নিয়মের প্রয়োগ করা হয়। এখানে প্রতিযোগিতা শুরুর আগে দুইজনের ওজন মাপা হয়েছিল। সেই ওজনের তুলনা করা হয়। দেখা যায় সিঙ্গাপুরের হুন তেও-এর থেকে ৭০০ গ্রাম ওজন বেশি ছিল সূচিকার। ফলে নিয়ম অনুযায়ী, তেও-কে বিজয়ী ঘোষণা করে ফাইনালের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। আর সূচিকাকে ব্রোঞ্জ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সূচিকার এই ঘটনা গত অলিম্পিকে ভিনেশ ফোগতের স্মৃতিকে উসকে দিয়েছে। ১০০ গ্রাম ওজন বেশি থাকায় নিশ্চিত পদক হাতছাড়া হয়েছিল ভিনেশের। এদিন ৭০০ গ্রামের জন্য ফাইনাল হাতছাড়া হল সূচিকার।

ম্যাচের পর এই ফলাফল মানতে পারেননি সূচিকা। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরে সূচিকা বলেছেন, 'আজকের ফলাফলে আমি হতাশ। কারণ আমার মনে হয়েছে, ম্যাচটা আমি জিতেছি। ম্যাচ চলাকালীন তেও-কে মাটিতে ফেলেছি। কিন্তু ও আমাকে একবারও মাটিতে ফেলতে পারেনি। তেও-এর দুই-তিনটি পাঞ্চ কানেক্ট হতে পারে। তবে আমিও ভালো পাঞ্চ মেরেছি। শেষদিকে বারবার ওকে আঘাত করছিলাম।' তবে হতাশ হলেও মিক্সড মার্শাল আর্টসে প্রথম ভারতীয় হিসেবে পদক জিততে পেরে গর্বিত সূচিকা। তাঁর কথায়, 'আমি আমার ১০০ শতাংশ দিয়েছি। এখানে আসার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি। দেশের জন্য ব্রোঞ্জ পদক জিততে পেরে ভালো লাগছে।'

ভারতের মিক্সড মার্শাল আর্টস ফেডারেশনের সভাপতি নিখিল কুন্ডে বলেছেন, 'ভারত চ্যালেঞ্জ জানানোর পর ম্যাচের ফল অমীমাংসিত ঘোষণা করা হয়। এরপর ম্যাচ শুরুর আগে প্রতিযোগীদের ওজনের ভিত্তিতে বিজয়ী নির্ধারণ করা হয়। সূচিকার ওজন সিঙ্গাপুরের প্রতিযোগীর থেকে ৭০০ গ্রাম বেশি ছিল। তাই ওকে ব্রোঞ্জ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।' ব্রোঞ্জ পেলেও সূচিকার লড়াই ভারতের মিক্সড মার্শাল আর্টসে এক নিদর্শন তৈরি করেছে।

দ্বিতীয় জয় পিএসজি-র

মার্সেই, ২১ সেপ্টেম্বর : লিগ ওয়ানে চলতি মরশুমের প্রথম তিন ম্যাচে জয় পায়নি প্যারিস সাঁ জাঁ। ধাক্কা সামলে তারা টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিল। অ্যাওয়ে ম্যাচে পিএসজি ২-১ গোলে হারিয়েছে মার্সেইকে। ৬৬ মিনিটে ফেরান টোরেসের গোলে পিএসজি এগিয়ে যায়। ৭২ মিনিটে অ্যাঞ্জেল গোমস খেলায় সমতা ফিরিয়েছিলেন। কিন্তু ২ মিনিট পরই মার্কুইনহোসের গোলে তারা লিড পুনরুদ্ধার করে। পিএসজি-র জয়ের রাস্তা আরও সহজ করে ৭৭ মিনিটে লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যান টিমোথি উইয়া।

টিকিট বিক্রি শুরু ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে ঘরের মাঠে আল সোর্তার বিরুদ্ধে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। সোমবার থেকে অনলাইনে ওই ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। পাশাপাশি মহিলাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কথা মাথায় রেখে জাপানি ডিফেন্ডার হিতোমি তানাকাকে সই করিয়েছে লাল-হলুদ।

অজি ম্যাচে দাপট শেহবাগ-পুত্রের

রাজকোট, ২১ সেপ্টেম্বর : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব-১৯ ওডিআই সিরিজ জিতল ভারত। শুক্রবার লো স্কোরিং প্রথম ম্যাচে জেতার পর আজ একাধিপত্য যুব দলের। ম্যাচের সেরা যশবর্ধন চৌহানের অলরাউন্ড শোয়ের পাশাপাশি নজর কাড়লেন বীরেন্দ্র শেহবাগের পুত্র আর্যবীর। ৭ উইকেটে ৩৪১ রান তোলে ভারত। আর্যবীর ৪৮ বলে ৯টি চারের সাহায্য ৪৭ করে ভালো শুরু দেন। ৮৭ রান করেন ভিকে বিনীথ। জবাবে ২৩৯ রানে অলআউট অস্ট্রেলিয়া। ১০০ বলে ১৫টি চার ও ২টি ছক্কার সাহায্যে ১২২ করার পাশাপাশি ২ উইকেট নেন যশবর্ধন।

তিন রানের জন্য অর্ধশতরান হাতছাড়া আর্যবীর শেহবাগের।

কাঁটা শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক আতাপাত্তু

শেফালি-দীপ্তিদের ফর্মে সোনার স্বপ্ন

নিশিন, ২১ সেপ্টেম্বর : ২০২৩ এশিয়ান গেমসের রিম্যাচ বলা চলে। সোনা জেতার লড়াইয়ে ফের একবার এশিয়ান গেমসের ফাইনালে মুখোমুখি ভারত ও শ্রীলঙ্কা। দুই দেশই ফাইনালে উঠেছে সহজেই। একদিকে ভারত কোয়ার্টার ও সেমিফাইনালে হারিয়েছে যথাক্রমে জাপান ও বাংলাদেশকে। অন্যদিকে, শ্রীলঙ্কার জয় এসেছে মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।

আজ এশিয়ান গেমস ক্রিকেটের ফাইনাল

ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা

সময় : সকাল ১০.৩০ মিনিট

স্থান : নিশিন

সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

টি২০-তে মুখোমুখি সাক্ষাৎ

মোট ম্যাচ ৩২

ভারতের জয় ২৬

শ্রীলঙ্কার জয় ৫

নো রেজাল্ট ১

শেষ ৭ ম্যাচে জয়ী ভারত

শুধু দুই বছর আগের সাক্ষাৎ নয়, দশদিন আগেই এশিয়া কাপের ফাইনালে ৭২ রানে সিংহলিজদের উড়িয়ে ট্রফি জিতেছেন হরমনপ্রীত কাউররা। মঙ্গলবারের ফাইনালেও ফেভারিট ভারতই। তার অন্যতম বড় কারণ দুই ওপেনার শেফালি ভার্মা ও স্মৃতি মান্ধানার দুরন্ত ফর্ম। শেফালির শেষ চার ম্যাচের স্কোর ৬৪, ৬৮, অপরাজিত ৪০ ও ১০০। অন্যদিকে, শেষ দুই ম্যাচে স্মৃতির স্কোর ৫৭ ও ৩৭। তবে মিডল অর্ডারে অফফর্ম চিন্তার কারণ হতে পারে ভারতের। গুণালান কমলিনী, ভারতী ফুলমালিরা সুযোগ পেলেও সেভাবে দাগ কাটতে পারেননি। অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর সেমিফাইনালে ৪০ রান করলেও শেষের দিকে ছন্দে ছিলেন না। তবে শেষের দিকে রিচা ঘোষের ইনিংস খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

ফাইনালেও শেফালি ভার্মার ব্যাটের দিকে তাকিয়ে থাকবে টিম ইন্ডিয়া।

শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা তাদের অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু। তিনিও দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন। এশিয়ান গেমসের শেষ দুই ম্যাচের অর্ধশতরান করেছেন। বল হাতেও সমান দক্ষ তিনি। ২ ম্যাচে ৪ উইকেট পেয়েছেন। অধিনায়ককে যোগ্য সাহায্য করছেন হাসিনি পেরেরা, কাভিশা দিলহারিরা। দুই ম্যাচেই ক্যামিও ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন হর্ষিতা সামারাবিক্রমাও। তবে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং সাফল্য নির্ভর করবে তারা কীভাবে দীপ্তি শর্মা, নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণিদের স্পিন সামলাবেন তার ওপর।

মাঠে খেলার আগেই যদি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়, সেক্ষেত্রে র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকায় সোনা পাবেন হরমনপ্রীতরা।

ব্রাজিল ম্যাচে মাঠ কি আদৌ ভরবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : ব্রাজিলের বিপক্ষে ৩ অক্টোবর ভারতের খেলায় কি আদৌ ভরবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন? টিকিট বিক্রির যা অবস্থা তাতে সম্ভাবনা খুব কম।

অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড থেকে ১১-১২ ঘণ্টার জার্নি করে ১ অক্টোবর কলকাতায় নামবে ব্রাজিল দল। ২ তারিখ জেটল্যাগ কাটিয়ে পরদিনই নেমে পড়তে হবে কার্লো আন্সেলোত্তি ব্রিগেডকে। এই ম্যাচের জন্য একমাত্র রাজ্য সরকার যদি মাঠ ভরাতে সাহায্য না করে, তাহলে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও যে অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট বিক্রি হচ্ছে তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এখনও পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট অ্যাপে ছাড়া টিকিটের অর্ধেকেরও কম বিক্রি হয়েছে বলে সূত্রের খবর। ইতিমধ্যেই তিন প্রধান ও আইএফএ-র মাধ্যমে শত শতাংশ ছাড়ে টিকিট দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেখানেও যে চাহিদা প্রবল, তেমনটা মনে হচ্ছে না। অনেকেই টিকিট কেটে রেখেও এখন বিক্রি করে দিতে চাইছেন কম দামে। আসলে পুজোর আগে ওই বিশাল টাকা খরচ করার ঝুঁকি বাঙালি হয়তো আর নিতে চাইছে না। এই সব কারণেই অনেকে বলছেন, সময়টা ভুল বাছাই করা হয়েছে এই দুই হাই ভোল্টেজ ম্যাচের জন্য। কারণ একটি পরিবারের যদি দুইজন খেলা দেখতে যায় তাহলেই দশ হাজার টাকা কম করে খরচ হয়ে যাচ্ছে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। তার আগে বাড়তি টাকা খরচ করতে নারাজ অনেকেই। তাছাড়া গত তিন বিশ্বকাপে ব্রাজিলের পারফরমেন্স বেশ খারাপ। সেই অর্থে এখন একমাত্র ভিনিসিয়াস জুনিয়ার ছাড়া এমন কেউ নেই যাকে নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে দেখার জন্য বাড়তি আকুতি থাকবে। অনেক ফুটবল ভক্তকেই বলতে শোনা যাচ্ছে, 'নেইমার থাকলেও এত টাকা দিয়ে টিকিট কাটার কথা ভেবে দেখতাম।'

কলকাতা আসার আগে মাদ্রিদ ডার্বিতে নজর কাড়তে পারলেন না ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হল এখনও এই ম্যাচের জন্য আমূল আর ভারত ট্যাক্সি ছাড়া কোনও স্পনসর নেই ফেডারেশনের হাতে। রাজ্য সরকার পরিকাঠামোগত পরিষেবা বিনামূল্যে দিলেও কোনও আর্থিক সহায়তা করছে না। সবমিলিয়ে ব্রাজিল ম্যাচ নিয়ে বেশ নড়বড়ে অবস্থায় এআইএফএফ। বিশেষ চার্টার্ড বিমানে কলকাতায় আসবে ব্রাজিল দল। যার খরচ প্রায় ৬ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আইএফএ-কেই বহন করতে হবে।

যৌন হেনস্তার দায়ে বিপরাজ

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর : যৌন হেনস্তার দায়ে এবার অভিযুক্ত ভারতীয় এশিয়ান গেমস ক্রিকেট দলের সদস্য বিপরাজ নিগম। বরুণ চক্রবর্তীর পরিবর্তে (চোট) প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন হায়দরাবাদের এই স্পিন তারকা। দলের সঙ্গে জাপানেও রয়েছেন বর্তমানে। এরমাঝেই যৌন হেনস্তার পুরোনো অভিযোগ নিয়ে বিপরাজের হায়দরাবাদস্থিত বাড়িতে রবিবার পৌঁছে যান অভিযোগকারিনী। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে কার্যত ধর্নায় বসেন। ঘটনা ২০২৫ সালের জুলাইয়ের। মহিলার দাবি, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নয়ডার হোটেলে তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন ভারতীয় দলের এই ক্রিকেটার। যদিও বিপরাজ মহিলার বিরুদ্ধেই ফোনে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ দায়ের করেন বারাবাঙ্কি কোতওয়ালিতে। থানায় পালটা অভিযোগ করেছিলেন মহিলাও। মাঝে ঠান্ডা ঘরে চলে যাওয়া সেই বিতর্ক নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

মাদ্রিদ ডার্বির মাঝে রেফারির সঙ্গে বচসায় জড়ান রিয়াল মাদ্রিদ কোচ হোসে মোরিনহো।

ডার্বি হেরে রেফারিংকেই দুষলেন মোরিনহো

মাদ্রিদ, ২১ সেপ্টেম্বর : মাদ্রিদ ডার্বিতে অ্যাটলেটিকোর কাছে ২-১ গোলে হার। বেজায় ক্ষিপ্ত রিয়াল মাদ্রিদ কোচ হোসে মোরিনহো। ম্যাচ হারের জন্য পর্তুগিজ কোচ সরাসরি রেফারিংকেই দায়ী করেছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে রিয়াল কোচ আসেন কাগজে প্রিন্ট করা দুইটি ছবি নিয়ে। তাতে ম্যাচের দুইটি মুহূর্তের ছবি রয়েছে। একটিতে রয়েছে জুডে বেলিংহামের সঙ্গে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার ক্রিশ্চিয়ান রোমেরোর বল দখলের লড়াইয়ের ছবি। আরেকটি রিয়াল অধিনায়ক ফেডেরিকো ভালভের্দের সঙ্গে লি কাং-ইনের সংঘর্ষের ছবি।

দুইটি ক্ষেত্রেই অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের খেলোয়াড়দের লাল কার্ড দেখানো উচিত বলেই দাবি 'দ্য স্পেশাল ওয়ানের'। তাঁর কথায়, 'আমরা সাংবাদিক সম্মেলন এড়িয়ে যেতেই পারি। কারণ ম্যাচের গল্পটা এই ছবি দুইটিতে আছে। উভয় ক্ষেত্রেই পরিষ্কার লাল কার্ড ছিল। অ্যাটলেটিকো সমর্থকরা পয়েন্ট পেয়ে খুশি। কিন্তু রেফারি নিয়োগ কমিটিকেও ধন্যবাদ জানানো উচিত।' ডিন হুইজসেনের লাল কার্ড প্রসঙ্গে মোরিনহোর মন্তব্য, 'আমি হুইজসেনের লাল কার্ডের ঘটনাটি ভালো করে দেখিনি।'

এদিকে, ভালভের্দের চোটে অস্বস্তিতে রিয়াল। আশঙ্কা করা হচ্ছে, অন্তত তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে তাঁকে। আর যদি সেটাই হয়, তাহলে আগামী মাসে ভারত-উরুগুয়ে ম্যাচে ভালভের্দেকে দেখা যাবে না।

বেঙ্গালুরু-মুম্বই ম্যাচ দিয়ে শুরু হতে পারে আইএসএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সূচি সম্ভবত এই সপ্তাহেই।

খুব সম্ভবত পানামার বিরুদ্ধে যেদিন খেলবে ভারত, সেদিনই লিগের ব্রডকাস্টারের নাম জানাবে ক্লাব পরিচালিত লিগ কমিটি। যা খবর তাতে ২৫ অক্টোবর লিগের সম্প্রচারকারীর নাম জানানোর পরই ক্রীড়াসূচি প্রকাশ্যে আনা হবে। এখনও পর্যন্ত দৌড়ে জি-র ইউনাইট স্পোর্টস, সোনি টিভির সঙ্গে জিওহটস্টার এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ইউটিউব আছে। এর মধ্যে অনলাইনে ইউটিউবেই দেখা যাবে বলে জানা যাচ্ছে। তবে টেলিভিশন হিসাবে ইউনাইট স্পোর্টসই সম্ভবত পেতে চলেছে সম্প্রচার স্বত্ব। জিওহটস্টারের চাহিদা পূরণের জায়গায় এখনও নেই ক্লাব পরিচালিত এই নতুন আইএসএল পরিচালন ব্যবস্থা। এবারের লিগে মোট ১৩ দল অংশ নেবে। দল তুলে দেওয়ায় থাকছে না জামশেদপুর এফসি। আর শর্ত অনুযায়ী টাকা দিতে না পারায় গত মরশুমে ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েই বাদ ডায়মন্ড হারবার এফসি। সময় চাইলেও তাদের আর বাড়তি সময় দেওয়া হয়নি। তাছাড়া এমনিতেও দল তুলে দিয়েছে এক সময়ে ময়দানে দ্রুত উঠে আসা এই ক্লাব। সদ্য শেষ হওয়া কলকাতা প্রিমিয়ার লিগেও খেলেনি ডায়মন্ড হারবার। ফলে একটা দল বাদ দিয়েই হচ্ছে এবারের আইএসএল। এদিন লিগের নতুন সিইও-র নাম জানানো হয়। একদা সাংবাদিক করণ যাদব জিন্দাল গোষ্ঠীর জেএসডব্লিউয়ের চিফ কমার্শিয়াল অফিসার হিসাবে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁর অধীনে লিগ আর্থিকভাবে ভালো জায়গায় পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নতুন লিগ সিইও হলেন করণ যাদব

এদিকে, সূচি এখনও প্রকাশ্যে না এলেও জানা গিয়েছে, উদ্বোধনী ম্যাচে বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে সুনীল ছেত্রীরা খেলবেন মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে। সাধারণত আগেরবারের চ্যাম্পিয়ন দলকে দিয়েই শুরু হয় লিগ। কিন্তু গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের ১৩ অক্টোবর আল সোর্তার বিপক্ষে নিজেদের ঘরের মাঠে ম্যাচ থাকায় সেসময় তারা আইএসএলের ম্যাচ খেলতে পারবে না। আর কলকাতাতেও খেলা হওয়া সম্ভব নয় সামনেই দুর্গাপুজো থাকায়। ফলে রানার্স মোহনবাগান সুপার জায়েন্টও ঘরের মাঠে ম্যাচ খেলতে পারবে না। সেই কারণেই প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে বেঙ্গালুরু-মুম্বই। কলকাতায় আইএসএলের প্রথম ম্যাচ ২৪ অক্টোবর হওয়ার কথা বলে জানা গিয়েছে।

ভারত-জাপান ম্যাচে নামতে মুখিয়ে টিম ইন্ডিয়া

জল ঢালতে পারে টাইফুন

সানো, ২১ সেপ্টেম্বর : ঐতিহাসিক মুহূর্ত। প্রথমবার বাইশ গজে মুখোমুখি ভারত-জাপান। কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সানো ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে যে ম্যাচের আয়োজন। বিশ্বের প্রথমসারির তারকাদের সামনে থেকে দেখার জন্য মুখিয়ে জাপানের ক্রিকেটপ্রেমীরা। অপেক্ষা ভারতের বিরুদ্ধে নিজেদের ক্রিকেট অবস্থান পরখ করারও।

ম্যাচ নিয়ে আগ্রহী শ্রেয়স আইয়ারও। বলেছেন, 'প্রথমবার জাপানের বিরুদ্ধে খেলব। আলাদা অনুভূতি। ভিতরে ভিতরে অন্যরকম উত্তেজনাও কাজ করছে। সুন্দর দেশ। জাপানে পা রাখার পর থেকে এখানকার মানুষ আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছে, যা সাধারণত ভারতে পেয়ে থাকি। জাপান সম্পর্কে ইতিবাচক প্রচুর কথা শুনেছি। সেই আগ্রহ নিয়ে মাঠে নামার অপেক্ষায় আছি।'

জাপান বনাম ভারত
টি২০ আজ
সময় : সকাল ৯.৩০ মিনিট
স্থান : সানো
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও ফ্যানকোড অ্যাপ

জাপানের ক্রিকেট মহল, শ্রেয়সদের যে আগ্রহের মাঝে 'খলনায়ক' প্রায় দেড়শো কিলোমিটার গতির টাইফুন 'দুজুয়ান'। যার প্রভাবে প্রবল বৃষ্টি চলছে জাপানজুড়ে। প্রাক-ম্যাচ প্র্যাকটিস সারতে পারেনি ভারত। বাতিল হয়েছে গত শনিবার হংকং-জাপান প্রস্তুতি ম্যাচও। আশঙ্কা ঝড়-বৃষ্টিতে ভেস্তে যেতে পারে 'সুজুকি কাপ'-এই ম্যাচ।

আশা-আশঙ্কার দোলাচল। আয়োজকদের বিশ্বাস, আশঙ্কা কেটে যাবে। ভারত ম্যাচ আগামী দিনে জাপানের ক্রিকেটে নতুন মাত্রা যোগ করবে। কারও মতে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজেদের প্রথমসারির দলে পরিণত করার প্রথম পদক্ষেপ। গত কয়েকদিন ধরে সানো ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সেই প্রত্যাশার প্রতিফলন পরতে পরতে।

চলতি বছর জাপান ক্রিকেটের জন্য স্মরণীয়। টি২০ বিশ্বকাপের পূর্ব এশিয়া-প্যাসিফিক যোগ্যতা পর্বে দুইবার টি২০ বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলা পাপুয়া নিউ গিনিকে হারিয়েছে তারা। এবার বিশ্বজয়ী ভারতের মোকাবিলা। জাপান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সিওও অ্যালান কার মাঠের ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখার মাঝেই বলছিলেন, 'ভারত খেলার জন্য রাজি হয়েছে। আপনাদের (ভারতীয় সাংবাদিক) সঙ্গে কথা বলতে পারছি। জাপানের মিডিয়া ক্রিকেট সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করছে- এটাও তো সাফল্য।'

ক্রিকেট অবশ্য নতুন নয় জাপানে। শুরুটা ১৮৭০ সালে! কিন্তু সুমো, বেসবল, ফুটবল, বাস্কেটবল, টেনিসের ভিড়ে ক্রিকেট ক্রমশ পিছনের সারিতে চলে যায়। গত কয়েক বছরে নতুন করে বাইশ গজেও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে জাপান। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারত, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই খেলেছে জাপান। সবকিছু ছাপিয়ে শ্রেয়সদের আগমন। অ্যালান কারের কথায়, এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হবে।

ভারতের জন্য এশিয়ান গেমসের আগে জাপানের পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ। কয়েকদিন আগেই আফগানিস্তানের ওপর তাণ্ডব চালিয়েছেন অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, ঈশান কিষানরা। বোলিংয়ে জসপ্রীত বুমরাহ, অর্শদীপ সিংরা। দাপট বজায় রেখে এশিয়ান গেমসের সোনার পদক নিয়ে ফেরাই আপাতত পাখির চোখ। লক্ষ্য পূরণে তাই শক্তিশালী দল পাঠিয়েছে ভারত।

সবদিক থেকেই পরীক্ষা জাপানের জন্য। কঠিন পরীক্ষায় তুরুপের তাস হতে পারে টি২০ ক্রিকেটে যে কোনও জুটিতে সর্বোচ্চ ২৫৮ রানের রেকর্ড (২০২৪, চিন) গড়া লাচলান ইয়ামোতো লেক-কেন্ডেল কাডোওয়াকি ফ্লেমিংরা। জাপানের সর্বাধিক রান সংগ্রাহক অধিনায়ক কেন্ডেলই। এখন দেখার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে ঐতিহাসিক ম্যাচকে সূর্যোদয়ের দেশ কতটা রঙিন করে রাখতে পারে।

সুজুকি কাপের ট্রফি নিয়ে ফোটোসেশনে দুই অধিনায়ক- জাপানের কেন্ডেল কাডোওয়াকি ফ্লেমিং ও ভারতের শ্রেয়স আইয়ার। সোমবার সানোতে।

স্বচ্ছ ছাতা মাথায় টোকিওতে বৃষ্টি উপভোগ করছেন ওয়াশিংটন সুন্দর (বাঁয়ে) ও সঞ্জু স্যামসন।

রিলস দেখে অবাক প্রস্তুতি শ্রেয়সদের!

সানো, ২১ সেপ্টেম্বর : ঐতিহাসিক মঞ্চ। নয়া ইতিহাসের হাতছানি।

অতীতে কখনও হয়নি। আগামীদিনে ফের কবে হবে, কেউ জানে না।

জাপানের মাটিতে মঙ্গলবার প্রথমবার ক্রিকেট খেলতে নামছে টিম ইন্ডিয়া। ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সেখানে ভালোরকম উন্মাদনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। যদিও মঙ্গলবার ভারত বনাম জাপান ম্যাচ নিয়ে রয়েছে সংশয়ও। সৌজন্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস। শেষ পর্যন্ত যাই হোক না কেন, অজানা, অচেনা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে একটু বেশিই সতর্ক হয়ে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া।

> আমরা যখন অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের মতো দেশে যাই, তখন সেখানে খেলতে নামার আগে একটা ধারণা থাকে। জাপান আমাদের সকলের জন্যই নতুন চ্যালেঞ্জ। কাল নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আমরাও মুখিয়ে রয়েছি।
>
> -শ্রেয়স আইয়ার

বৃষ্টির কারণে সোমবার টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন ভেস্তে যাওয়ার পর সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। ভারত অধিনায়ক স্বীকার করে নিয়েছেন, প্রতিপক্ষ দল সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও ধারণাই নেই তাঁদের। শুধু প্রতিপক্ষ দল কেন, জাপানের মাঠ, পিচ, পরিবেশ সম্পর্কেও অন্ধকারে ভারতীয় দল। অতীতে কখনও না খেলা দেশে প্রথমবার খেলতে নামার আগে টিম ইন্ডিয়ার ভরসা রিলস। অধিনায়ক শ্রেয়স এমন চমকপ্রদ কথাই শুনিয়েছেন আজ। বলেছেন, 'জাপানে পৌঁছানোর আগে ও এখানে পা রাখার পর আমরা ওদের ক্রিকেট নিয়ে কিছু রিলস দেখেছি। পাশাপাশি জাপানের ক্রিকেট নিয়ে কিছু হোমওয়ার্কও করেছি আমরা। এর বেশি কিছু বলার জায়গায় নেই আপাতত।' বৃষ্টি কালকের ম্যাচ ভেস্তে দিতে পারে। এমন হলে সবার জন্যই হতাশাজনক পরিস্থিতি তৈরি হবে। ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স চান, বৃষ্টি যেন আগামীকাল না হয়।

অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশে নিয়মিত সফর করে টিম ইন্ডিয়া। ফলে সেখানকার পরিবেশ, পিচ সম্পর্কে ধারণা দলের অন্দরে থাকেই। কিন্তু জাপানের ছবিটা আলাদা। কোচ ভিভিএস লক্ষ্মণের কাছেও জাপান এক নতুন চ্যালেঞ্জ। অধিনায়ক শ্রেয়স বলছেন, 'আমরা যখন অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের মতো দেশে যাই, তখন সেখানে খেলতে নামার আগে একটা ধারণা থাকে। জাপান আমাদের সকলের জন্যই নতুন চ্যালেঞ্জ। আগামীকাল নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আমরাও মুখিয়ে রয়েছি।' অধিনায়ক শ্রেয়সের পাশে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দরও। জাপানের মাটিতে প্রথমবার খেলতে নামার আগে তিনি সেখানকার ক্রিকেটার, কোচ, ক্রিকেট কর্তাদের ভারতে হাজির হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বিশেষ করে এপ্রিল-মে মাসে যখন দেশজুড়ে আইপিএল চলে, সেই সময় ভারতে হাজির হলে জাপানের ক্রিকেটার, কোচরাও অনেক কিছু শিখতে পারবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

বৈভব-ঈশানের সঙ্গে 'আড্ডা' দিতে চান অভিষেক

সানো, ২১ সেপ্টেম্বর : বিহারে জন্ম। আইআইটি কানপুর থেকে রসায়নে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে জাপানে পাড়ি। যদিও ভালোবাসার ক্রিকেটকে ভুলতে পারেননি। চাকরির সঙ্গে সময় পেলেই ব্যাট-বল নিয়ে মাঠে নেমে পড়া। সেই ভালোবাসার দৌলতেই গতবছর জাপান দলে ডাক। এখনও পর্যন্ত ১৮টি টি২০ ম্যাচও খেলেছেন বিহারের রোহতাসের ২৮ বছরের অভিষেক আনন্দ।

আগামীকাল ঐতিহাসিক ভারত-জাপান ম্যাচেও আছেন অভিষেক। তবে অন্য ভূমিকায়। মূল ১৫ জনের স্কোয়াডে জায়গা না হলেও দলের সঙ্গে আছেন, প্র্যাকটিস করছেন। তার ফাঁকেই ঈশান কিষান, বৈভব সূর্যবংশীর সঙ্গে 'তিন বিহারি' মিলে আড্ডা দিতে মুখিয়ে অভিষেক। বিহার থেকে জাপানের ক্রিকেট দল। নিজের সফর সম্পর্কে অভিষেক বলেছেন, 'এখনও অবিশ্বাস্য লাগে। স্বপ্নেও ভাবিনি জাপানের হয়ে খেলব।'

বিহার থেকে জাপান ক্রিকেট দল

নিজের যে সফর সম্পর্কে আরও বলেছেন, 'আমাদের কলেজে জব-প্লেসমেন্টের জন্য জাপানের একটি কোম্পানির প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন। তার সুবাদে জাপানে চাকরির প্রস্তাব।

আইআইটি কানপুর থেকে রসায়নে মাস্টার্স অভিষেক আনন্দ

২ ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হত। মন চাইছিল না। কারণ দেশে থাকলে ক্রিকেটও চালিয়ে যেতে পারব। এসবই সাতপাঁচ মাথায় ঘুরছিল। ওই ২ ঘণ্টায় জাপানের ক্রিকেট নিয়ে ছোটখাটো রিসার্চও করে ফেলি। দেখি, জাপানও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছে। চেষ্টা করলে সুযোগ মিলতেই পারে। তারপরই হ্যাঁ বলি। শুরুটা প্রথমে টোকিও ফ্যালকন ক্রিকেট ক্লাবে। প্রথম তিন মরশুমে ভালো খেলার সুবাদে জাপান দলে ডাক।'

চোখ আপাতত মঙ্গলবারের ভারত-জাপান ম্যাচে। ইতিমধ্যে যে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ ঘিরে ক্রিকেটমুখী জাপান। বিশ্ব ক্রিকেটের সেরা তারকাদের দেখা, তাঁদের বিরুদ্ধে খেলার জন্য ফুটছে। অভিষেক আনন্দের কথায়, জাপানের ক্রিকেটপ্রেমীরাও মুখিয়ে রয়েছেন ভারতীয় দলকে স্বাগত জানাতে। বিশ্বাস, এই ম্যাচ দুই দেশের সম্পর্কের বুনিয়াদকে আরও জোরদার করবে।

অভিষেক আনন্দের বাড়তি খুশি কারণ অবশ্য নিজের দেশ, নিজের জন্মভূমি বিহারের দুই তারকা বৈভব, ঈশান। জানিয়েছেন বর্তমানে বৈভব তাঁর প্রিয় ক্রিকেটার। ঐতিহাসিক ম্যাচের ফাঁকে সুযোগ পেলে 'বস বেবির' সঙ্গে দেখা করবেন। ঈশানের সঙ্গেও। আরও বলেছেন, 'বর্তমানে সবার প্রিয় ক্রিকেটারের নাম বৈভব সূর্যবংশী। কিন্তু শুধু বৈভব নয়, ভারতীয় দলের প্রত্যেকেই দুর্দান্ত খেলোয়াড়। মুখিয়ে আছি আমার বিহারি ভাই সূর্যবংশী, ঈশানের সঙ্গে কথা বলার।'

আইএফএ শিল্ডে খেলবে না মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : আইএফএ শিল্ডে না খেলার সিদ্ধান্তে অনড় থাকল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

সোমবার আইএফএ-এর সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল মহমেডান। নিষ্ফলা বৈঠক শেষে সাদা-কালো শিবিরের ফুটবল সচিব বেলাল আহমেদ খান বলেছেন, 'কলকাতা লিগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের জয়সূচক গোলটা অফসাইড ছিল। আমরা এই ম্যাচের রিপ্লে চেয়েছিলাম। আইএফএ তাতে রাজি হয়নি। তাই আমরা শিল্ডে খেলছি না।' মহমেডানের পরিবর্তে ক্যালকাটা কাস্টমস শিল্ডে অংশগ্রহণ করছে। এবারের শিল্ডে ছয় বিদেশি খেলানো যাবে। কাস্টমসের পক্ষে দ্রুত বিদেশি ফুটবলার নেওয়া খুব কঠিন। ক্লাবকর্তা রাজীব বাগ বলেছেন, 'হাতে সময় একদম নেই। তবে চেষ্টা করছি শিল্ডের আগে বিদেশি ফুটবলার নেওয়ার। না পেলে ভারতীয় ব্রিগেড নিয়েই খেলব।' এদিন শিল্ডের সূচির পরিবর্তন হয়েছে। ২৩ তারিখ মোহনবাগান-শ্রীনিধি ডেকান এফসি ম্যাচ দিয়েই প্রতিযোগিতার বোধন হবে। পরের দিন ইস্টবেঙ্গল তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে কাস্টমসের বিরুদ্ধে।

পরিবর্তে অংশ নিচ্ছে ক্যালকাটা কাস্টমস

এদিকে, মোহনবাগান ফুটবল দলের কর্মী আশিস সরকারের বিরুদ্ধে রেফারিদের প্রভাবিত করার অভিযোগ করেছেন মহমেডানের ফুটবল সচিব বেলাল। বলেছেন, 'মোহনবাগানের এক কর্মী আশিস সরকার পুরো ম্যাচটা নিয়ন্ত্রণ করেছে। আমাদের কাছে খবর রয়েছে, উনি বিরতিতে রেফারিদের রুমেও গিয়েছিলেন।'

মহমেডান ফুটবল সচিবের অভিযোগ নস্যাৎ করেছেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। বলেছেন, 'ম্যাচের দিন সবসময় রেফারিজ রুমের সামনে ছিলেন আমাদের সহ সচিব সুদেষ্ণা মুখোপাধ্যায়। তিনি অন্য কোনও ব্যক্তিকে রেফারিজ রুমে প্রবেশের অনুমতি দেননি। এমন কোনও ঘটনা ঘটলে সুদেষ্ণা আমাদের জানাতেন।' রেফারিং বিতর্কে মোহনবাগান-মহমেডান ম্যাচের রেফারিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইএফএ। এদিন আইএফএ সচিবকে মহমেডান সমর্থকরা ডেপুটেশন জমা দেন।

ধোনিদের নতুন কোচ হলেন জাহির

চেন্নাই, ২১ সেপ্টেম্বর : জল্পনার অবসান। নতুন কোচ পেলেন মহেন্দ্র সিং ধোনিরা। সোমবার সন্ধ্যায় চেন্নাই সুপার কিংসের তরফে ২০২৭ সালের আইপিএলের লক্ষ্যে নতুন কোচ হিসেবে ঘোষণা করে দেওয়া হল জাহির খানের নাম। অতীতে কখনও মুম্বই, আবার কখনও বা লখনউ সুপার জায়েন্টসের নানা দায়িত্ব সামলেছেন জাহির। কিন্তু কখনও ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের হেড কোচ হননি। ধোনিদের সংসারে আগামী আইপিএলে এবার নয়া দায়িত্বে দেখা যাবে তাঁকে।

মাস দুয়েক আগে দীর্ঘ ১৮ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন স্টিফেন ফ্লেমিং। সিএসকের দায়িত্ব ছেড়ে তিনি ইংল্যান্ড টেস্ট দলের দায়িত্ব নিয়েছেন ইতিমধ্যেই। ফ্লেমিং সরে যাওয়ার পর থেকেই নয়া কোচের সন্ধান শুরু করেছিল সিএসকে। শেষ কয়েক মাসে অনেক নামই শোনা গিয়েছিল। যদিও চূড়ান্ত কিছু হয়নি। আজ সন্ধ্যায় সিএসকে-র তরফে সরকারিভাবে নতুন কোচ হিসেবে জাহিরের নাম ঘোষণা করে যাবতীয় জল্পনা শেষ করে দেওয়া হল। চেন্নাইয়ের কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর আবেগে ভেসে জাহির বলেছেন, 'আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দলের কোচ হিসেবে যুক্ত হতে পারা একইসঙ্গে গর্ব ও সম্মানের। ক্রিকেটার হিসেবে মাঠে চেন্নাইয়ের মুখোমুখি হয়েছি। চিপকে দুর্দান্ত কিছু ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। চেন্নাইয়ের সমর্থকরা চিপকের মাঠের গ্যালারিতে যে আবহ তৈরি করেন, তা এককথায় অসাধারণ। এমন দুর্দান্ত একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের হয়ে কাজ শুরু করার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।'

> আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দলের কোচ হিসেবে যুক্ত হতে পারা একইসঙ্গে গর্ব ও সম্মানের। ক্রিকেটার হিসেবে মাঠে চেন্নাইয়ের মুখোমুখি হয়েছি।
>
> -জাহির খান

ধোনিদের সংসারের নতুন কোচ জাহির ঠিক কবে থেকে আগামী আইপিএলের লক্ষ্যে মাঠে নামবেন, দলকে নিয়ে অনুশীলন শুরু করবেন, স্পষ্ট নয় এখনও। কিন্তু তার আগে সিএসকে-র তরফে নতুন কোচ জাহিরকে নিয়ে আবেগের কথা শুনিয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম শীর্ষকর্তা কাশী বিশ্বনাথন। তাঁর কথায়, 'ক্রিকেটার হিসেবে জাহির ছিল অসাধারণ। ওর ক্রিকেট স্কিলের কথা নতুন করে কিছু বলার নেই। ক্রিকেট পরবর্তী জীবনে কোচিংয়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ও। আমরা চেন্নাইয়ের সংসারে জাহিরের কোচিং স্কিলকেও ভিন্ন স্তরে নিয়ে যেতে চাই।' ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, আইপিএলের ইতিহাসে চেন্নাই অন্যতম সফল দল। মোট পাঁচবার খেতাব জিতেছেন ধোনিরা। যদিও শেষ ট্রফি এসেছে ২০২৩ সালে। শেষ কয়েক বছর ধরে বাইশ গজে সিএসকে-র সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে। ধোনিকেও যেমন মাঠে দেখা যায়নি শেষ আইপিএলে। ঠিক তেমনই চেন্নাইয়ের ধারাবাহিক ব্যর্থতাও সমর্থকদের কাছে যন্ত্রণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোচ জাহির সাম্প্রতিক অতীতের ব্যর্থতার ছবিটা বদলাতে পারেন কি না, সেটাই এখন দেখার।

অনুশীলন শুরু অভিষেক পোড়েলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ ৩৬ দিন তিনি ছিলেন জেলে। দিনকয়েক আগে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। বাড়ি ফিরে একদিন কাটিয়েই সোমবার সকালে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে হাজির হয়ে যান অভিষেক পোড়েল। সেখানেই শুরু করে দিলেন অনুশীলন।

১১ অক্টোবর থেকে রনজি ট্রফি অভিযান শুরু করছে বাংলা। প্রথম ম্যাচের প্রতিপক্ষ দিল্লি। তার আগে অভিষেক বাংলা দলে তিনি ফিরতে পারবেন কি না, ফিরলে কবে ফিরবেন, স্পষ্ট নয় এখনও। বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট ও সিএবি-র তরফে অভিষেককে নিয়ে সরকারিভাবে এখনও কিছুই জানানো হয়নি। এমন অবস্থায় আসন্ন রনজি মরশুমের লক্ষ্যে সিনিয়ার বাংলা দল এখন রয়েছে কল্যাণীতে। সেখানেই চলছে শেষ পর্বের প্রস্তুতি। পরশু থেকে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে শেষ অনুশীলন ম্যাচ রয়েছে বাংলা দলের। তার আগে আজই অভিষেকের অনুশীলন শুরু করে দেওয়ার ঘটনা নিশ্চিতভাবেই টিম বাংলার জন্য সুখবর। জানা গিয়েছে, আজ সকালে বাংলা দলের অনুশীলনে অনেকটা সময় উইকেটকিপিংয়ের পাশে নেটে ব্যাটিংও করেছেন অভিষেক। আগামীকালও তাঁর অনুশীলন করার কথা।

শেফালি-দীপ্তিদের ফর্মে সোনার স্বপ্ন

বেঙ্গালুরু-মুম্বই ম্যাচ দিয়ে শুরু হতে পারে আইএসএল

-খবর এগারোর পাতায়

হাত বাড়ালেই
Suvida
গর্ভনিরোধক পিল
ESKAG PHARMA PRIVATE LIMITED
6290 900 900 / 8017 444 555

ক্যারাটেতে সোনা গোবিন্দর

সোনা জয়ের পর গোবিন্দ সরকার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : কালিম্পংয়ে গোর্খা হিলস অ্যান্ড কিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের ইন্দো-নেপাল আন্তর্জাতিক ক্যারাটেতে সোনা জিতলেন শিলিগুড়ির গোবিন্দ সরকার। তিনি পুরুষদের ৭০ কেজি ওজন বিভাগে কুমিতে ক্যাটেগোরিতে নেমেছিলেন। এছাড়াও প্রতিযোগিতায় সেরা ফাইটারের পুরস্কারও গোবিন্দ পেয়েছেন। গোবিন্দ শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘে নীরব মণ্ডলের অধীনে প্রশিক্ষণ নেন।

রাজ্য দলে শিলিগুড়ির ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : পাটনার পাটলিপুত্র স্পোর্টস কমপ্লেক্সে তিনদিনের পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্স মিট মঙ্গলবার শুরু হবে। প্রতিযোগিতায় রাজ্য দলের হয়ে শিলিগুড়ির ৫ জন প্রতিনিধিত্ব করবে। তারা হল-বিষ্ণুকান্ত ঝা (অনূর্ধ্ব-২০ ছেলে, ৪০০ মিটার), দেবরূপ বর্মন (অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলে, জ্যাভলিন থ্রো), পুষ্করিণী বর্মন (অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়ে, হাই জাম্প), রীতু রায় (অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়ে, ৩ হাজার মিটার রেস ওয়াকিং) এবং মণিকা বৈদ্য (অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়ে, জ্যাভলিন থ্রো)। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী জানিয়েছেন, পাঁচজন দলের সঙ্গে পাটলিপুত্র পৌঁছে গিয়েছে।

হারল দলগাঁও এফসি

ওদলাবাড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : মিলন সংঘ ক্লাবের পরিচালনায় বাইতুল আলম ও রাম বাহাদুর থাপা ট্রফি ফুটবলে সোমবার সিকিমের ফিউচার স্টার ফুটবল দল ৩-০ গোলে জিতেছে দলগাঁও এফসি-র বিরুদ্ধে। শান্তি কলোনির ফুটবল মাঠে একটি গোল করেন ম্যাচের সেরা প্রকাশ ছেত্রী। বুধবার নামবে বিএফএ বিন্নাগুড়ি ও শিলিগুড়ির তিথি অ্যাকাডেমি ফুটবল দল।

সেমিতে শিলিগুড়ি, আনন্দ চন্দ্র কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃ কলেজ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি কলেজ, জলপাইগুড়ির আনন্দ চন্দ্র কলেজ, ফালাকাটা কলেজ, বিরসা মুন্ডা কলেজ। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে ফালাকাটা ও আনন্দ চন্দ্র। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শিলিগুড়ির মুখোমুখি হবে বিরসা।

সোমবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে আনন্দ চন্দ্র ১-০ গোলে দার্জিলিংয়ের সেন্ট জোসেফ কলেজকে হারিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে গোল করেন কৌশিক দে। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে ফালাকাটা ৩-০ গোলে ধূপগুড়ির সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে জয় পায়। কল্যাণজিৎ রায়, অনিমেষ রায় ও রাহুল ওরাওঁ গোল করেন। তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে বিরসা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে মালবাজারের পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। পরিমল মিত্রর রাহুল ইন্দোয়ার ও বিরসার অনুরাগ কুজুর গোল করেন। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে শিলিগুড়ি কলেজ টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে শিলিগুড়ির সালেসিয়ান কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায়। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। শিলিগুড়ির রোহিত রাই ও সালেসিয়ানের যশ ওরাওঁ গোল করেন।

জয়ী ডুয়ার্স ইলেভেন

ধূপগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর : ধূপগুড়ি ফুটবল ক্লাবের এসআরএমবি কাপের ফুটবলে সোমবার আশ্রমপাড়া ডুয়ার্স ইলেভেন টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে জিতেছে কোচবিহার চা বাগানের বিরুদ্ধে। স্থানীয় পৌর ফুটবল ময়দানে নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। গোল করেন ডুয়ার্সের আমন রাই ও কোচবিহারের অজিত মুন্ডা। মঙ্গলবার খেলবে কাদম্বিনি চা বাগান দল এবং লুকসান কাঞ্চন ক্লাব দল।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে এজে নাইন স্টার। ছবি : দেবব্রত সেন

চ্যাম্পিয়ন এজে নাইন স্টার

রাজগঞ্জ, ২১ সেপ্টেম্বর : মঘাপাড়া সুকান্ত ক্লাব ও পাঠাগারের তইমদ্দিন মহম্মদ ও বনমালি বিশ্বাস এবং ধ্রুব বিশ্বাস ট্রফি ৮ দলীয় ফুটবলে সোমবার চ্যাম্পিয়ন হল এজে নাইন স্টার। মঘাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে জিতেছে শিলিগুড়ির আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা আজাদের সুরজ। চ্যাম্পিয়নরা পেয়েছে ট্রফি এবং ৮০ হাজার টাকা। ট্রফি সহ রানার্সদের প্রাপ্তি ৬০ হাজার টাকা।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন সাঁকরাইল-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, সাঁকরাইল - এর একজন

বাসিন্দা অশোক মাকাল - কে 06.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 87D 36080 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "বাস্তব জীবনে সুখ বিভিন্ন উপায়ে আসতে পারে, যেখানে আর্থিক প্রবাহ একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির চালু করা এই প্রকল্পটির সাহায্যে আমি আর্থিক সামর্থ্যের দিক থেকে আত্মতৃপ্তি অর্জন করেছি। এই অভিজ্ঞতাটি অসাধারণ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।